মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি তোমাদের দরিদ্রতার ভয় করি না; বরং তোমাদের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার ভয় করি। আর আমি তোমাদের ভুলবশতঃ পাপ করার ভয় করি না; বরং তোমাদের জানার পরেও ইচ্ছাকৃত পাপ করার ভয় করি’ *(আহমাদ; ছহীহাহ, হা/২২১৬)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০২২

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ٢٦، عدد : ٢، ربيع الآخر وجُمادى الأولى ١٤٤٤هـ/ نوفمبر ٢٠٢٢م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : সুলতান ইসমাঈল পেত্রা মসজিদ, কোটা ভারু, কেলান্তান, মালয়েশিয়া।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১.জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪। সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।	লক্ষীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮। দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।	শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬ বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ২৯শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষা : ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২, শনিবার, সকাল ৯-টা।
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : ১লা জানুয়ারী ২০২৩, রবিবার।

ক্লাস শুরু ৭ই জানুয়ারী ২০২৩, শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত
বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০২৫৮-৮৮৬২৬৭৮, ০১৭৩৫-৯৫৯০২৯, ০১৭৬৭-৫১৪৬৫১

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

রবীঃ আখের-জুমাঃ উলাঃ ১৪৪৪ হি.
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বাং
নভেম্বর ২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২
◆ **দরসে কুরআন :** ০৩
▸ হাদীছের প্রতি বিদ্রুপকারীদের পরিণতি
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
◆ **প্রবন্ধ :**
▸ ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *(৪র্থ কিস্তি)* ০৮
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
▸ জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা : একটি পর্যালোচনা ১৪
(২য় কিস্তি) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
▸ পরকীয়া : কারণ ও প্রতিকার ১৯
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
▸ চিন্তার ইবাদত *(৩য় কিস্তি) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ২৪
◆ **মনীষী চরিত :** ৩০
▸ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা *(৪র্থ কিস্তি)*
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
◆ **সাক্ষাৎকার :** ৩৬
▸ মতলববাজদের দুরভিসন্ধিতে সাম্প্রদায়িক হামলা
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
◆ **হাদীছের গল্প :** ৩৭
▸ যু-ক্বারাদ ও খায়বার যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জেযা এবং ছাহাবীগণের অতুলনীয় বীরত্ব *-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার*
◆ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৯
▸ শরীরে কোলেস্টেরল বৃদ্ধির লক্ষণ সমূহ
◆ **কবিতা :** ৪১
▸ মেরামত করা অন্তর ▸ মুমিন
▸ কুরআনের সৈনিক
◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
◆ **মুসলিম জাহান** ৪৩
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

www.at-tahreek.com

আল্লাহু আকবর

'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)। দু'টি শব্দের এই বাক্যটি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এটি মুমিনের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। এটি সৃষ্টিকর্তার প্রতি সৃষ্টিজগতের স্বভাবজাত ঘোষণা। অতি বড় নাস্তিকও বিপদে পড়লে স্রেফ আল্লাহকে ডাকে। কিন্তু যুগে যুগে শয়তান মানুষের এই স্বভাবধর্মের উপর হানা দিয়ে ঈমানদারগণকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। শিরক ও কুফরের চাকচিক্য দিয়ে তাওহীদকে আড়াল করতে চেয়েছে। নবী-রাসূলগণ যুগে যুগে মানুষকে আল্লাহ্র দাসত্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পক্ষান্তরে শয়তান মানুষকে তার নিজের প্রতি দাসত্বের আহ্বান জানিয়েছে। অবশ্য এজন্য সে আল্লাহকে 'রব' হিসাবে স্বীকার করেছে। অতঃপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ হায়াত লাভ ও সে পর্যন্ত মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ তার সে প্রার্থনা মনযূর করেছেন। সাথে সাথে বলে দিয়েছেন, তুমি আমার মোখলেছ বান্দাদের কখনোই পথভ্রষ্ট করতে পারবে না *(হিজ্র ৩৬-৪২)*। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যখন পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন তাদের পাপের প্রতিফল হিসাবে একে একে পৃথিবীর ৬টি জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা হ'ল কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, লূত, মাদিয়ান ও কওমে ফেরাঊন। এরপরেও শয়তান থেমে যায়নি। ইরাকের সম্রাট নমরূদের উপর সওয়ার হয়ে সে তাওহীদের আপোষহীন বাণীবাহক জীবন্ত ইব্রাহীমকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ভস্ম করতে চেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুমে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও ইব্রাহীমের উপর শান্তিদায়ক হয়ে যায়' *(আম্বিয়া ৬৯)*।

পরবর্তীতে ইব্রাহীম ও তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈলের হাতে গড়া কা'বাগৃহের খাদেম ও তত্ত্বাবধায়ক কুরায়েশ বংশের নেতাদের উপর সওয়ার হয়ে শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজায় প্রলুব্ধ করে। ফলে তাওহীদের স্বচ্ছ আকাশে শিরকের কালো ছায়া ঘনীভূত হয়। 'আল্লাহু আকবর'-এর সাথে লাত-মানাত, ওযযা-হোবলের জয়ধ্বনি ওঠে। শিরকের শিখণ্ডী হ'লেও তারা কিন্তু কথায় কথায় আল্লাহ্র নামে শপথ করত। সবকাজে আল্লাহকেই সাক্ষী মানত। অতঃপর আল্লাহ চাইলেন বিশ্বের এই সেরা বংশটিকে খালেছ তাওহীদে ফিরিয়ে আনতে। তাই তাদের মধ্য থেকেই পাঠালেন বিশ্বনবী ও শ্রেষ্ঠনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে। সেই সাথে পাঠালেন চিরন্তন সত্যের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। শয়তান সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করল এই দুর্বার তাওহীদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য। মক্কার প্রায় সব নেতাকে শয়তান কব্জায় নিল। ফলে শুরু হ'ল হিজরত ও নুছরতের পালা। ছড়িয়ে গেল তাওহীদের দাওয়াত হাবশা, ইয়াছরিব ও পারস্য এলাকায়। জান্নাত পাগল হৃদয়গুলি সব জমা হয়ে গেল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ঝাণ্ডাতলে। শুরু হ'ল সম্মুখ সমর। একে একে সৃষ্টি হ'ল বদর, ওহোদ, খন্দক ও সবশেষে তাবূকের বিজয়াভিযান সমূহ। সবখানেই শ্লোগান ছিল 'আল্লাহু আকবর'।

মুসলমান দৈনিক আযান-এক্বামত ও ছালাতে, ঈদায়নে, হজ্জ ও ওমরাহতে, আইয়ামে তাশরীক্বে, জানাযাতে সর্বত্র 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করে। হজ্জের অনুষ্ঠান সমূহে বিশেষ করে ৩টি জামরায় শয়তানের প্রতি কংকর নিক্ষেপের সময় উচ্চ কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবর' বলে। অর্থাৎ এটি শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র একত্বের ও বড়ত্বের দ্ব্যর্থহীন শ্লোগান।

ইতিহাসের পবিত্রতম শ্লোগান হ'ল 'আল্লাহু আকবর'। এই শ্লোগান বিশ্বাসী হৃদয়ে বিদ্যুতের চমক সৃষ্টি করে। এর ফলে তার মধ্যে বিশ্বজয়ী শক্তির উত্থান ঘটে। আল্লাহ্র পথে সবকিছুকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সে নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার মূল চেতনা হ'ল 'আল্লাহু আকবর'। এই চেতনাই পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়েছে। এই চেতনাই পূর্ববঙ্গকে 'বাংলাদেশ' নামে পৃথিবীর বুকে পৃথক রাষ্ট্রীয় মানচিত্র দান করেছে। পিছন দিকে তাকালে দেখতে পাই, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের ১৪ই সেপ্টেম্বর সিলেট আগমন উপলক্ষ্যে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সালে প্রচারিত বিজ্ঞাপন : নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর। দেখতে পাই ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের বিজ্ঞাপনের শীর্ষে 'আল্লাহু আকবর, আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ'। দেখতে পাই ১৯৭০ সালের ৬ই নভেম্বর বগুড়ার গুজিয়া হাইস্কুল মাঠে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট জনসভার বিজ্ঞাপনের শীর্ষে 'আল্লাহু আকবর'। শুনতে পাই ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী রবিবার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) প্রধান অতিথির ভাষণ শেষে শেখ মুজিবের ভরাট কণ্ঠের গগণভেদী সমাপ্তি শ্লোগান 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' *(সূত্র : ঢাকা, দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা জানুয়ারী সোমবার ১৯৭১/১৯শে পৌষ ১৩৭৭)*।

অতঃপর ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর ভোরের দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাসায় ৪ দিন যাবত বন্দী মেজর জিয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলে সিপাহী-জনতা হাযারো কণ্ঠে 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে তাকে বরণ করে নেয়। সেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দল 'বিএনপি' নেতাদের এখন এই শ্লোগানে এলার্জী কেন? এর বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ তকমাধারী সাংবাদিক ও কোন কোন পত্রিকার গাত্রদাহ কেন?

'আল্লাহু আকবর' শ্লোগান যে এদেশের মানুষকে কিরূপ উজ্জীবিত করে, সেটা অতি সম্প্রতি সবাই দেখেছে গত ১২ই অক্টোবর'২২ বুধবার বিকালে চট্টগ্রামের পলো গ্রাউণ্ড ময়দানে 'বিএনপি' আয়োজিত জনসভায় সাবেক ডাকসাইটে 'বিএনপি' নেতার পুত্রের 'নারায়ে তাকবীর' শ্লোগানের সাথে সাথে লাখো জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। কিন্তু পরের দিন 'বিএনপি'র স্থানীয় প্রবীণ নেতা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলে দিলেন যে, এটি তাদের দলীয় শ্লোগান নয়। বরং দাতার ব্যক্তিগত শ্লোগান'। এতে দলের মধ্যে ও সারা দেশে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, এর মাধ্যমে নেতারা কাদের খুশী করতে চান? রাজনৈতিক দলগুলি কি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে? নাকি নেপথ্যের অন্য কারও? পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে যখন 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দিতে অস্বীকার করায় প্রকাশ্য রাজপথে নিরীহ মুসলমানদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়, যখন সেদেশে মাইকে আযান দিতে নিষেধ করা হয়, তখন এইসব রাজনীতিকদের মুখে কুলুপ আঁটা থাকে কেন? আল্লাহ বলেন, 'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, তাদের সামনে যখন এককভাবে কেবল আল্লাহ্র কথা বলা হয়, তখন তাদের অন্তরগুলো ভয়ে সংকুচিত হয়ে যায়। আর যখন তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলা হয়, তখন তারা উল্লসিত হয়' *(যুমার ৪৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আযান ও এক্বামতে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শুনলে শয়তান বায়ু নিঃসরণ করতে করতে ছুটে পালায় ও পরে ফিরে আসে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬৫৫)*।

মনে রাখা আবশ্যক যে, ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর একে একে জুনাগড়, মানভাদর, গোয়া, হায়দরাবাদ, কাশ্মীর এবং সবশেষে ১৯৭৫ সালের ১লা মে সিকিম প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলি প্রতিবেশী বৃহৎ দেশটির গ্রাসে চলে যায় কেবল নেতাদের ভুলের কারণে। অতএব নেতারা সাবধান! পরিশেষে বলব, কথায় ও কর্মে 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগানের সত্যিকার অনুসারীরাই এদেশে সর্বদা বিজয়ী থাকবে এবং তারাই আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হবে ইনশাআল্লাহ *(স.স.)*।

হাদীছের প্রতি বিদ্রূপকারীদের পরিণতি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ- لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ- ‘আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, তাহ’লে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো কেবল খোশ-গল্প ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলে দাও, তবে কি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর আয়াত সমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে?’। ‘তোমরা কোন ওযর পেশ করোনা। ঈমান আনার পরে তোমরা অবশ্যই কুফরী করেছ। অতএব যদি আমরা তোমাদের একটি দলকে ক্ষমা করি, তবে আরেকটি দলকে শাস্তি দেব। কেননা (উপহাস করার কারণে) তারা অপরাধী’ *(তওবা-মাদানী ৯/৬৫-৬৬)*।

তাবেঈ বিদ্বান ক্বাতাদাহ (৬১-১১৮ হি.) বলেন, তাবূক যুদ্ধে একদল মুনাফেক নিজেরা বসে রাসূল (ছাঃ)-কে ইঙ্গিত করে বলাবলি করছিল, হায় হায়! এই ব্যক্তি রোমকদের প্রাসাদ ও দূর্গসমূহ জয় করবে’। অহি-র মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় নবীকে বিষয়টি জানিয়ে দেন। তখন তিনি বললেন, ঐ লোকগুলিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর তাদেরকে আনা হ’ল। কিন্তু তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে বলল যে, আমরা এসব কিছু বলিনি। কেবল হাসি-ঠাট্টা করেছিলাম’ *(ইবনু কাছীর)*।

ইমাম কুরতুবী (৬১০-৬৭১ হি.) বলেন, এরা ছিল ৩ জন। তাদের মধ্যে ২ জন ঠাট্টা করেছিল এবং ১ জন হেসেছিল। যে হেসেছিল, সে তওবা করেছিল এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইবনু হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.) বলেন, ঐ ব্যক্তির নাম ছিল ‘ইবনু মাখশী’। সকল ঐতিহাসিক বলেন, ঐ ব্যক্তি আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১১-১৩ হি.) মুরতাদদের ও ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে (১২ হি.) শহীদ হন *(কুরতুবী)*।

তাবেঈ বিদ্বান ইকরিমা (২৫-১০৫ হি.) বলেন, উক্ত বিষয়ে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি বলেছিল, ‘হে আল্লাহ আমি এমন আয়াত শুনেছি, যার মর্ম আমি বুঝেছি। যাতে চর্ম শিহরিত হয় এবং অন্তর বিগলিত হয়। হে আল্লাহ তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় এমনভাবে নিহত হওয়ার মৃত্যু দাও, যেন কেউ বলতে না পারে যে, আমি তাকে গোসল দিয়েছি, কাফন পরিয়েছি ও দাফন করেছি’। ইকরিমা বলেন, ঐ ব্যক্তি ইয়ামামার যুদ্ধে নিহত হয়, অথচ তার লাশ পাওয়া যায়নি *(ইবনু কাছীর)*। কুরতুবী বলেন সকল বিদ্বান একমত যে, পরে তিনি তওবা করেন ও আব্দুর রহমান নাম ধারণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি *(কুরতুবী)*।

বিদ্বানগণ বলেন, অত্র আয়াতটি আল্লাহ, রাসূল, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিয়ে উপহাসকারী ব্যক্তি কাফের হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত অসংখ্য বরং অবিরত ধারায় বর্ণিত দলীল সমূহের অন্যতম। এটি ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তু। যারা কথায়, কলমে, আচরণে বা অঙ্গভঙ্গিতে ইসলামের কোন একটি বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ করে, উম্মতের সর্বসম্মত ইজমা বা ঐক্যমতে তারা কাফের এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ।[১] ইবনুল ‘আরাবী বলেন, ইচ্ছায় বা খেল-তামাশা বশে কেউ এরূপ করলে সে কাফের হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তার উপরে ইসলামী দণ্ডবিধি জারী হবে’।[২] উক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা আব্দুর রহমান নাছের আস-সা‘দী (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) বলেন, আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের প্রতি বিদ্রূপকারী ব্যক্তি কাফের, যদি না সে তওবা করে’ *(ঐ, তাফসীর)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি হীনকর যেকোন কথা ও কাজ কুফরী, যদিও তার উদ্দেশ্য ভাল থাকে।

যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর মজলিসে এক বিতর্কে আবুবকর ও ওমরের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে আয়াত নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ- إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ- إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ- ‘হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্মফল সমূহ বিনষ্ট হবে। অথচ তোমরা জানতে পারবে না’। ‘যারা আল্লাহ্র রাসূলের নিকট তাদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে তাক্বওয়ার জন্য পরিশুদ্ধ করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার’। ‘নিশ্চয়ই যারা কক্ষসমূহের পিছন থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশ নির্বোধ’ *(হুজুরাত-মাদানী ৪৯/২-৪)*। আর আহলে সুন্নাতের ইজমা অনুযায়ী আমল বিনষ্ট হয়না কুফরী ব্যতীত *(তওবা ৬৫-৬৬)*। যেহেতু তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছে, সেহেতু তাদের কুফরীর জন্য এটুকুই যথেষ্ঠ *(মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৭/৪৯৪ পৃ.)*।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বিদ্রূপকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন ওযর হিসাবে গ্রহণ করেননি। তাই বিদ্রূপকারী ব্যক্তি দণ্ড লাভের অধিকারী হবে *(ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন ৩/৫৬)*। শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাব মতে, উক্ত

১. *নজদের একদল বিদ্বান, আদ-দুরারুস সানিইয়াহ ফিল আজভিবাতিন নাজদিইয়াহ ১/২৬৪ পৃ.।*
২. *ইবনুল ‘আরাবী (৪৬৮-৫৪৩ হি.), আহকামুল কুরআন ২/৫৪৩ পৃ.।*

ব্যক্তি মুরতাদ ও ইসলাম থেকে খারিজ হবে। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, তওবা ৬৫ আয়াত দ্বারা কতগুলি বিধান সাব্যস্ত হয়। যেমন (১) বিদ্রূপ যেভাবেই করা হোক না কেন, সে কাফের। (২) 'হৃদয়ের কুফরীটাই হ'ল প্রকৃত কুফরী' এ দাবী অগ্রাহ্য। (৩) এটি প্রকৃত অর্থেই কুফরী। যদিও সে ইতিপূর্বে মুনাফিক ছিল। (৪) মুমিন হবার পরেও কোন ব্যক্তি থেকে কুফরী প্রকাশ পেতে পারে।[৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ– 'আর বান্দা অবশ্যই এমন কথা বলে, যা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে যার গভীরতা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের ন্যায়'।[৪] একারণে খলীফা হারূণুর রশীদ (১৭০-১৯১ হি.) এক ব্যক্তিকে বলেন, إِيَّاكَ وَالْقُرْآنَ وَالدِّيْنَ، وَلَكَ مَا شِئْتَ بَعْدَهُمَا– 'কুরআন ও দ্বীন থেকে সাবধান! এছাড়া অন্য যা খুশী বল'।[৫] অতএব সর্বদা কুরআন ও দ্বীন বিষয়ে সকল প্রকার হীনকর কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

হাদীছ বিরোধীদের ভয়াবহ পরিণতি : আল্লাহ বলেন, لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا،... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– 'তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের প্রতি আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না।... অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর-মাদানী ২৪/৬৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে যারা এড়িয়ে চলে, তাঁর আদেশকে যারা অন্যের আদেশের ন্যায় মনে করে অথবা হাদীছের বিরুদ্ধাচারণ করে বা অস্বীকার করে, অত্র আয়াতে তাদের ইহকালে কঠিন পরীক্ষা ও পরকালে মর্মান্তিক শাস্তির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অতএব হাদীছ অস্বীকারকারী, বিদ'আতী, কথিত আহলে কুরআন ও সেক্যুলার লোকদের থেকে সাবধান!

বিদ্রূপকারীদের মিথ্যা শপথ : আল্লাহ বলেন, يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ– 'তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে বলে যে, তারা ঐ কথা বলেনি। অথচ তারা অবশ্যই কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম কবুলের পর তারা কুফরী করেছে। তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল, যা তারা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বস্তুতঃ তারা এই প্রতিশোধ নিচ্ছিল এই কারণে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে (গণীমত লাভের মাধ্যমে) অভাবমুক্ত করেছিলেন। এক্ষণে যদি তারা তওবা করে, তবে সেটি তাদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। আর ভূ-পৃষ্ঠে তাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকবে না' *(তওবা-মাদানী ৯/৭৪)*।

উল্লেখ্য যে, তাবূক অভিযান থেকে মদীনায় ফেরার পথে এক সংকীর্ণ গিরিপথে ১২ জন মুখোশধারী মুনাফিক পিছন থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য অতর্কিতে হামলা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তারা পালিয়ে যায়। সে বিষয়ের দিকে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৬]

বিদ্রূপকারীদের মন্দ ফল : আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ– وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ– وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ– وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاَءِ لَضَالُّونَ– وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ– فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ– عَلَى الأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ– هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ– 'নিশ্চয়ই যারা পাপী, তারা (দুনিয়ায়) বিশ্বাসীদের উপহাস করত'। 'যখন তারা তাদের অতিক্রম করত, তখন তাদের প্রতি চোখ টিপে হাসতো'। 'আর যখন তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত'। 'যখন তারা বিশ্বাসীদের দেখত, তখন বলত নিশ্চয়ই ওরা পথভ্রষ্ট'। 'অথচ তারা বিশ্বাসীদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরিত হয়নি'। 'পক্ষান্তরে আজকের দিনে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের দেখে হাসবে'। 'উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে'। 'অবিশ্বাসীরা যা করত, তার প্রতিফল তারা পেয়েছে তো?' *(মুত্বাফফেফীন-মাক্কী ৮৩/২৯-৩৯)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আয়াতগুলি মক্কার মুশরিক নেতা অলীদ বিন মুগীরাহ, ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব, 'আছ বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন 'আব্দে ইয়াগূছ, 'আছ বিন হিশাম, আবু জাহ্ল ও নযর বিন হারেছ প্রমুখ নেতাদের সম্পর্কে নাযিল হয় *(কুরতুবী)*। দ্বীনের এইসব নিকৃষ্টতম শত্রুদের আচরণ রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের সাথে কেমন ছিল, তার বাস্তব বাণীচিত্র ফুটে উঠেছে সূরার শেষ দিকে বর্ণিত আয়াতগুলিতে। যুগে যুগে খালেছ ইসলামী নেতাদের সাথে মুশরিক নেতাদের আচরণ অনুরূপ হ'তে পারে, সেকথাই এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে তাদেরকে জান্নাতের বিনিময়ে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[৭]

---

৩. তাফসীর রাযী, তওবা ৬৫ ও ৬৬ আয়াতের ব্যাখ্যা।
৪. বুখারী হা/৬৪৭৭; মুসলিম হা/২৯৮৮; মিশকাত হা/৪৮১৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৫. ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হি.), তারীখ ৮/৩৪৯; ইবনুল ইমাদ (১০৩২-১০৮৯ হি.), শাযারাতুয যাহাব ২/৪৩৩।
৬. কুরতুবী; ইবনু কাছীর; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬০৩ পৃ.।
৭. দ্র. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা সূরা মুত্বাফফেফীন ২৯ আয়াতের ব্যাখ্যা।

বিদ্রূপকারীরা মুনাফিক : আল্লাহ বলেন, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ، إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا– ‘আর তিনি এই কিতাবে তোমাদের উপর এই আদেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে যে, আল্লাহ্র আয়াত সমূহে অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গ করা হচ্ছে, তখন তোমরা ওদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না ওরা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন’ *(নিসা-মাদানী ৪/১৪০)*। অতঃপর বলা হয়েছে, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا– ‘নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি কখনোই তাদের কোন সাহায্যকারী পাবে না’ *(নিসা-মাদানী ৪/১৪৫)*।

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাফিক উভয়ে জাহান্নামে একত্রিত হ’লেও মুনাফিক থাকবে কাফেরের এক দর্জা নীচে সর্বনিম্ন স্তরে। এর দ্বারা মুনাফিকদের কদর্য চিত্র অংকন করা হয়েছে। আর এটি কেবল পরকালে নয়, ইহকালেও তাদের অবস্থা অনুরূপ হবে।

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا، أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ– ‘অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে, তখন তারা তোমাকে কেবল ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করে। আর বলে একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে? অথচ তারাই ‘রহমান’-এর উপদেশ (অর্থাৎ কুরআনকে) প্রত্যাখ্যান করে’ *(আম্বিয়া-মাক্কী ২১/৩৬)*। বস্তুতঃ বোকারা জ্ঞানীদেরকে চিরকাল ‘বোকা’ বলেই ঠাট্টা করে থাকে।

আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا، ‘তোমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে তাচ্ছিল্যভরে গ্রহণ করো না’ *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৩১)*। তিনি আরও বলেন, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ– ‘তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। ফল হয়েছিল এই যে, যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত, তা তাদের উপরেই আপতিত হয়েছিল’ *(আম্বিয়া-মাক্কী ২১/৪১)*। যেমন ইতিপূর্বে কওমে নূহ, হূদ, ছালেহ, কওমে লূত, শো‘আয়েব ও কওমে মূসা ও ফেরাঊনের অবস্থা। যারা তাদের নবীদের তাচ্ছিল্য করার কারণে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে *(দ্র. নবীদের কাহিনী-১ ‘নূহ (আঃ)’ অধ্যায়)*।

বিদ্রূপ করা মূর্খদের কাজ : মূসা (আঃ)-এর কওম আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে এটা করেছিল। যখন একজন খুনীকে চিহ্নিত করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে একটা গাভী যবেহ করতে বলেন ও তার এক টুকরা গোশত নিহত ব্যক্তির দেহে মারতে বলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ– ‘অতঃপর আমরা বললাম, তোমরা (যবহকৃত) গাভীর দেহের একটি মাংসের টুকরা নিহত ব্যক্তির দেহে মারো। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন। যাতে তোমরা (আল্লাহ্র ক্ষমতা) হৃদয়ঙ্গম করতে পার’ *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/৭৩)*।

বস্তুতঃ ইহূদী আলেমদের ন্যায় মুসলমানদের বিদ‘আতী আলেমরাও স্বল্প উপার্জনের জন্য তাদের বিদ‘আতের পক্ষে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে থাকেন। সেকারণ আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করে বলেন, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً، فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ– ‘অতঃপর দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে এবং বলে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ, যাতে বিনিময়ে তারা সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে। অতএব ধিক্ তাদের লেখার জন্য এবং ধিক্ তাদের উপার্জনের জন্য’ *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/৭৯)*।

খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.) বলেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ– ‘নিশ্চয়ই এই ইলম হ’ল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছ’ *(ছহীহ মুসলিম ‘ভূমিকা’ খণ্ড ১৫ পৃ.)*। অতএব শিরক ও বিদ‘আতপন্থী আলেমদের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবেনা।

হাদীছের প্রতি বিদ্রূপকারীদের পরিণতি :

নিম্নে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হ’ল।-

(১) মুছল্লীর মাথা গাধার মাথায় রূপান্তর :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ– ‘যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তর করে দিবেন?’।[৮]

কতিপয় মুহাদ্দিছ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি হাদীছ শিক্ষার জন্য দামেশকের প্রসিদ্ধ এক আলেমের নিকট গেল। তিনি তাকে পর্দার আড়াল থেকে হাদীছ শোনালেন, যেন তার চেহারা না দেখা যায়। দীর্ঘ সময় তার সাহচর্যে থাকা এবং হাদীছের প্রতি তার গভীর আসক্তি দেখে উক্ত আলেম তার পর্দা উঠিয়ে দেন। তখন ঐ ব্যক্তি তার চেহারা দেখল গাধার

৮. *বুখারী হা/৬৯১; মুসলিম হা/৪২৭; মিশকাত হা/১১৪১ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*

ন্যায়। তখন তিনি তাকে বললেন, اِحْذَرْ يَا بُنَيَّ أَنْ تَسْبِقَ الإِمَامَ، ‘হে বৎস! ইমামের আগে যাওয়া থেকে সাবধান থেকো’। কেননা আমি এই হাদীছ শোনার পর এটাকে দূরবর্তী বিষয় বলে মনে করেছিলাম। ফলে আমি ইমামের আগে চলে যাই। যার কারণে আমার এই অবস্থা হয়েছে। যেমনটি তুমি দেখছ’।[৯]

(২) বিদ‘আতী আলেমের পরিণতি :

রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ– ‘যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে ওঠে, তখন সে যেন তার হাত (পানির) পাত্রে না ডুবায়- যে পর্যন্ত না তা তিনবার ধুয়ে নেয়। কেননা সে জানেনা তার হাত রাত্রে কোথায় ছিল’।[১০]

বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক বিদ‘আতী আলেম উক্ত হাদীছ শোনার পর বিদ্রুপ করে বলল, আমি কি জানিনা রাত্রিতে আমার হাত কোথায় থাকে? আমার হাত তো বিছানাতেই থাকে। সকালে উঠে সে দেখল যে, তার হাত কনুই পর্যন্ত তার মলদ্বারের মধ্যে ঢুকে আছে’ *(নববী, বুসতানুল ‘আরেফীন ১/৫০ পৃ.)*।

(৩) যমীনে আটকে যাওয়ার শাস্তি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ– ‘যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা দ্বারা তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন’।[১১]

আল্লামা খতীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) বলেন, বছরার সেরা মুহাদ্দিছ আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া আস-সাজী (মৃ. ৩০৭ হি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বছরার গলি পথে কয়েকজন হাদীছ বিশারদের সাথে সাক্ষাতের জন্য দ্রুতগতিতে হাঁটছিলাম। আর আমাদের সাথে একজন হাদীছকে বিদ্রুপকারী মু‘তাযেলী ছিল। সে ঠাট্টা করে বলল, তোমরা সাবধানে পা ফেল, যেন ফেরেশতাদের ডানা না ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আগামীকাল পেরেক লাগানো জুতা পরে ফেরেশতাদের ডানা ভেঙ্গে দিব। পরদিন সে সেভাবেই জুতা পরে চলল। এমতাবস্থায় দেখা গেল যে, সে যমীনে আটকে গেল এবং পূর্ণভাবে অবশ হওয়া পর্যন্ত সে সেখানেই পড়ে থাকল’।[১২]

(৪) মিসওয়াক নিয়ে ঠাট্টার পরিণতি :

ইমাম নববী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ৬৬৫ হিজরীতে দামেশকের বুছরায় জনৈক ব্যক্তি নেককার মুমিনদের বিষয়ে মন্দ ধারণা পোষণ করত। অথচ তার সন্তান তাদের বিষয়ে সুধারণা পোষণ করত। একদিন ঐ সন্তান হাতে মিসওয়াক সহ জনৈক বিদ্বানের কাছ থেকে ফিরে আসল। তখন তার পিতা তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বলল, তোমার শায়েখ তোমাকে এই মিসওয়াক দিয়েছেন? বলেই সে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তার পশ্চাদ্বার দিয়ে মিসওয়াকটি ঢুকিয়ে দিল। ফলে সে কিছু সময় অতিবাহিত করে মাছের আকৃতির বীভৎস একটি প্রাণী প্রসব করল। তারপর সে তাকে হত্যা করল। অতঃপর সে ঐভাবেই থেকে গেল বা দুই দিন পর্যন্ত।[১৩]

একই মর্মে ইবনু খাল্লেকান (৬০৮-৬৮১ হি.) বলেন, লোকটা খুবই অহংকারী এবং অজ্ঞ ছিল। সে মিসওয়াকের ফযীলত সম্পর্কে জানতে পেরে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার গুহ্যদ্বারে মিসওয়াক করব। অতঃপর সে একটি মিসওয়াক নিয়ে তা করতে লাগল। ফলে সে ৯ মাস যাবৎ পেট ও গুহ্যদ্বারের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগতে থাকল। গর্ভবতীদের ন্যায় তার পেট বড় হয়ে গেল। অতঃপর সে ইঁদুরের শরীর ও মাছের মাথার ন্যায় বীভৎস এক জানোয়ার প্রসব করল। যার বড় বড় চারটি দাঁত ছিল এবং লেজ ছিল এক বিঘত লম্বা। তার ছিল চারটি আঙ্গুল ও খরগোশের ন্যায় একটি স্ফীত গুহ্যদ্বার। যখন সে এটি প্রসব করল, তখন তার কন্যা বিকটভাবে চিৎকার করল ও প্রাণীটির মাথা ফাটিয়ে দিল। এমতাবস্থায় লোকটি কয়েকদিন বেঁচে থাকল। অতঃপর মৃত্যুবরণ করল। সে বলত, এই জানোয়ারটি আমাকে হত্যা করেছে এবং আমার নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করেছে। অদ্ভূত এই প্রাণীটিকে শহরের লোকজন ও স্থানীয় খতীব দেখেছেন। আর এটি ছিল ৬৬৫ হিজরীর ঘটনা।[১৪]

(৫) সাপের দংশন ও মৃত্যু :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ– ‘যে ব্যক্তি ওলান বা পালান ফুলানো ছাগী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। যদি সে ছাগী ফেরত দেয়, তবে সে তার সঙ্গে এক ছা’ খাদ্যবস্তু দিবে। তবে সে উত্তম গম দিতে বাধ্য নয়’।[১৫]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) শায়েখ ইউসুফ হামাদানী থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা বাগদাদের জামে মসজিদে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় খোরাসানী জনৈক অনারব ব্যক্তি এসে আমাদেরকে কৃত্রিমভাবে ওলান ফুলানো ছাগী সম্পর্কে জিজ্ঞেস

---

৯. *মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/১১৪১-এর ব্যাখ্যা; তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৫৮২-এর ব্যাখ্যা।*
১০. *বুখারী হা/১৬২; মুসলিম হা/২৭৮; মিশকাত হা/৩৯১ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*
১১. *আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মিশকাত হা/২১২ রাবী কাছীর বিন ক্বায়েস আবুদ্দা (রাঃ) হ'তে।*
১২. *খতীব বাগদাদী, আর-রিহলাতু ফী ত্বালাবিল ইলম ১/৮৫; বুসতানুল ‘আরেফীন ১/৫০; মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর হা/২১২৩-এর আলোচনা, ২/৩৯২; তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৬৮২-এর ব্যাখ্যা; মিরক্বাত হা/২১২-এর ব্যাখ্যা।*
১৩. *মানাবী মিসরী (৯৫২-১০৩১ হি.), ফায়যুল ক্বাদীর ১/২৭৮।*
১৪. *ইবনুল ইমাদ (১০৩২-১০৮৯ হি.), শাযারাতুয যাহাব ৭/৫৫১; ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩/২৪৯।*
১৫. *মুসলিম হা/১৫২৪; মিশকাত হা/২৮৪৭ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*

করল। আমরা তাকে এর উত্তর দিলাম এবং আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছটি দলীল হিসাবে উদ্ধৃত করলাম। তখন সে আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে কটাক্ষ করল। ফলে বাড়ীর ছাদ থেকে একটি সাপ পড়ল এবং বৈঠকে প্রবেশ করল। অতঃপর অনারব ব্যক্তিটিকে দংশন করল এবং সাথে সাথে সে মারা গেল'।[১৬]

(৬) পুড়ে ভস্ম হওয়ার শাস্তি :

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ– 'আর যখন তোমরা ছালাতের জন্য (আযানের মাধ্যমে) আহ্বান করো, তখন তারা একে উপহাস ও খেলাচ্ছলে গ্রহণ করে। কারণ ওরা একেবারেই নির্বোধ সম্প্রদায়' *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৫৮)*।

সুদ্দী (মৃ. ১২৭ হি.) বলেন, মদীনায় 'আসবাত্ব' নামে একজন খৃষ্টান ছিল। সে যখন মুওয়াযযিনের আযানে أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ– 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল' শুনত তখন বলত, এই মিথ্যাবাদী জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হৌক! ফলে একদিন বাড়ীর গৃহপরিচারিকা তার ও তার পরিবারের ঘুমন্ত অবস্থায় আগুন নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। সেখান থেকে আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ পড়ল। অতঃপর সে সপরিবারে পুড়ে ভস্ম হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল।[১৭]

(৭) কবর থেকে লাশ নিক্ষেপের শাস্তি :

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক খৃষ্টান ব্যক্তি মুসলিম হয়ে সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান শিখল। সে রাসূল (ছাঃ)-এর 'কাতেবে অহি' বা অহি লেখক ছিল। অতঃপর সে পুনরায় খৃষ্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মাদ-কে যা লিখে দিতাম, তার বাইরে সে কিছুই জানে না (নাঊযুবিল্লাহ)। অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন। লোকেরা তাকে দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল যে, কবরের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। এটা দেখে খৃষ্টানরা বলতে লাগল যে, এটা মুহাম্মাদ ও তার লোকদেরই কাজ। যেহেতু আমাদের সাথী তাদের থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেহেতু তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। ফলে তারা আগের চাইতে গভীরভাবে কবর খনন করল এবং পুনরায় তাকে দাফন করল। কিন্তু তার পরদিন সকালে দেখা গেল যে, কবরের মাটি তাকে পুনরায় বাইরে নিক্ষেপ করেছে। এবারও তারা বলল, এটা মুহাম্মাদ ও তার লোকদের কাজ। অতঃপর তারা আরও গভীরভাবে কবর খনন করে পুনরায় লাশটি দাফন করল। পরদিন সকালে দেখা গেল যে, কবরের মাটি এবারও তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা কোন মানুষের কাজ নয়। তাই তারা লাশটি ফেলে রাখল'।[১৮]

কুরআনের আয়াত সমূহকে 'স্যাটানিক ভার্সেস' বা 'শয়তানের বাণী' বইয়ের লেখক ভারতের মুম্বাইয়ের কুখ্যাত সালমান রুশদী এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের নাস্তিক ব্লগারদের ও সাম্প্রতিক সময়ে হাদীছ নিয়ে বিদ্রুপকারী কতিপয় আলেমের লজ্জাকর পরিণতি এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য।

হাদীছের প্রতি বিদ্রুপকারীদের আল্লাহ হেদায়াত দান করুন এবং আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বুঝার ও তা মানার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১৬. ইবনু তায়ামিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৪/৫৩৯।
১৭. তাফসীর ইবনু কাছীর; ত্বাবারী; মায়েদাহ ৫৮ আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৮. বুখারী হা/৩৬১৭; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'পরিশিষ্ট-১' অধ্যায় 'অন্যান্য বিষয়ে লেখকগণ' অনুচ্ছেদ ৮২২ পৃ.।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৩

পুরস্কার
- ১ম পুরস্কার ১২,০০০/- *(সনদসহ)*
- ২য় পুরস্কার ৮,০০০/- *(সনদসহ)*
- ৩য় পুরস্কার ৬,০০০/- *(সনদসহ)*
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি) ১,০০০/- *(সনদসহ)*

সকলের জন্য উন্মুক্ত
(২০২২ সালের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

নির্বাচিত বই
◇ দিগদর্শন-১ ◇ দিগদর্শন-২
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তারিখ : ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-টা

পরীক্ষার ফী ১০০ টাকা
প্রশ্নপদ্ধতি এম সি কিউ (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা
প্রতিযোগিতার স্থান অনলাইন : https://exam.hfeb.net
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সার্বিক যোগাযোগ ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩ | ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(৪র্থ কিস্তি)

ইবাদতের উপরে হারামের প্রভাব :

আক্বীদা ছহীহ, তরীকা সঠিক ও যথার্থ ইখলাছ না থাকলে কোন আমল আল্লাহ্র কাছে কবুল হয় না। এই সাথে আমলকারীর খাদ্য-পানীয় ও পোষাক হালাল না হ'লেও তার কোন আমল বা ইবাদত কবুল হয় না। ইবাদত কবুল হওয়ার তিনটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। যেমন- ১. আমলের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, আমলকারীর প্রশংসা, তার সম্পর্কে ফেরেশতামণ্ডলীর মাঝে আলোচনা করা এবং তাকে নিয়ে গর্ব করা, ২. আমল বা ইবাদতের প্রতিদান ও ছওয়াব লাভ করা, ৩. ফরযিয়াত রহিত হওয়া। আমল কবুল হওয়ার দ্বারা মূলতঃ প্রথম দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য। তৃতীয়টির অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও প্রতিদান ব্যতীত ফরযিয়াত আদায় হওয়া। আর সালাফে ছালেহীন সর্বদা আমল কবুল না হওয়ার ভয় করতেন। কেননা আল্লাহ বলছেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। সুতরাং খাদ্য হারাম হ'লে ইবাদত কবুল হয় না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ). ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

'আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলদের প্রতি যে নির্দেশ করেছেন তদ্রূপ নির্দেশ মুমিনদেরকেও করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র রূযী খাও এবং নেক আমল কর' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা জীবিকা স্বরূপ দান করেছি সেই পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। অতঃপর তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে এক ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করে বলেন, এ ব্যক্তি দূর-দূরান্তের পথ সফর করেছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীর ধূলাবালিতে মাখা। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দু'হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে বলছে, হে রব! হে রব! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরনের পোষাক হারাম। আর এ হারামই সে ভক্ষণ করে থাকে। এমন ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবুল হ'তে পারে'?[১] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জীবিকা হালাল না হ'লে দো'আ কবুল হয় না। অর্থাৎ ইবাদত কবুল হয় না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দো'আ হচ্ছে ইবাদত'।[২]

আবু আব্দুল্লাহ আল-বাজী বলেন,

خَمْسُ خِصَالٍ بِهَا تَمَامُ الْعَمَلِ: الْإِيْمَانُ بِمَعْرِفَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَعْرِفَةُ الْحَقِّ، وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالْعَمَلُ عَلَى السُّنَّةِ، وَأَكْلُ الْحَلَالِ، فَإِنْ فَقَدْتَ وَاحِدَةً، لَمْ يَرْتَفِعِ الْعَمَلُ، وَذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ، لَمْ تَنْتَفِعْ، وَإِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ، وَلَمْ تَعْرِفِ اللهَ، لَمْ تَنْتَفِعْ، وَإِنْ عَرَفْتَ اللهَ، وَعَرَفْتَ الْحَقَّ، وَلَمْ تُخْلِصِ الْعَمَلَ، لَمْ تَنْتَفِعْ، وَإِنْ عَرَفْتَ اللهَ، وَعَرَفْتَ الْحَقَّ، وَأَخْلَصْتَ الْعَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السُّنَّةِ، لَمْ تَنْتَفِعْ، وَإِنْ تَمَّتِ الْأَرْبَعُ، وَلَمْ يَكُنِ الْأَكْلُ مِنْ حَلَالٍ لَمْ تَنْتَفِعْ.

'পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমল পূর্ণতা লাভ করে। জেনেশুনে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করা, হক জানা, আমলে ইখলাছ থাকা, সুন্নাত মুতাবিক আমল করা এবং হালাল ভক্ষণ করা। এর একটি না পাওয়া গেলে আমল উপরে উঠবে না। অর্থাৎ কবুল হবে না। আর এটা হ'ল যখন তুমি আল্লাহকে চিনবে কিন্তু হক জানবে না এতে কোন ফায়েদা নেই। আর যখন তুমি হক জানবে এবং আল্লাহকে চিনবে না, এতেও কোন ফায়েদা নেই। যদি তুমি আল্লাহ ও হক জান কিন্তু তোমার আমলে ইখলাছ না থাকে, কোন ফায়েদা নেই। যদি তুমি আল্লাহকে জান ও হক জান, আমলে ইখলাছও থাকে, কিন্তু তা যদি সুন্নাত মোতাবেক না হয়, তাহ'লে ফায়েদা নেই। আর যদি চারটি পূর্ণ কর কিন্তু খাদ্য হালাল না হয়, তাহ'লেও কোন ফায়েদা নেই'।[৩]

ইবাদত কবুলে প্রতিবন্ধকতা :

ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ যেমন আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হয়, তেমনি পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করে সফল ও কামিয়াব হয়। তবে এই ইবাদত আল্লাহ্র কাছে কবুল ও মঞ্জুর হ'লেই কেবল ঐ ফযীলত লাভ করা যাবে। আর আল্লাহ ও তদীয় রাসূল প্রদর্শিত পথে ইবাদত করা হ'লে তা কবুল হয়। অন্যথা নয়। সুতরাং যেসব কারণে ইবাদত কবুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. *মুসলিম হা/১০১৫; তিরমিযী হা/২৯৮৯; মিশকাত হা/২৭৬০।*
২. *আবূদাঊদ হা/১৪৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৭।*
৩. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৭ম প্রকাশ, ১৪২২হিঃ/২০০১খ্রিঃ), ১/২৬২-৬৩ পৃঃ।*

১. ঈমানহীন আমল :

ইসলাম গ্রহণ না করে কোন ব্যক্তি যত ভাল আমলই করুক না কেন তার আমল আল্লাহ্র কাছে কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। ইসলামের আগমণের পর অন্যান্য সকল ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। বিধায় আল্লাহ তাদের কোন আমল কবুল করবেন না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِى أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ.

'আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন শু'আইব স্বীয় পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আছ বিন ওয়াইল তার পক্ষ হ'তে ১০০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার অছিয়ত করে মারা যায়। অতঃপর তার ছোট ছেলে হিশাম ৫০টি দাস মুক্ত করে। আর বড় ছেলে আমর বাকী ৫০টি দাস মুক্ত করার ইচ্ছা করে। তখন তিনি বললেন, (পিতা কাফের অবস্থায় মারা গেছে) তাই আমি এ কাজ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস না করে করব না। সুতরাং তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বলে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি বাকী ৫০টি দাস পিতার পক্ষ থেকে মুক্ত করব? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে যদি মুসলিম হ'ত এবং তোমরা তার পক্ষ থেকে দাস মুক্ত করতে অথবা ছাদাক্বাহ করতে অথবা হজ্জ করতে তাহ'লে তার ছওয়াব তার নিকট পৌঁছত'।[৪]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيْئَتِى يَوْمَ الدِّيْنِ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইবনু জুদ'আন জাহেলী যুগে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখত এবং দরিদ্রদের আহার দিত। (আখিরাতে) এসব কর্ম তার উপকারে আসবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কোন উপকারে আসবে না। সে তো কোন দিন এ কথা বলেনি যে, হে আমার রব! ক্বিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিও'।[৫] অর্থাৎ সে আল্লাহ্র অনুগত হয়নি। তাই তার আমল কোন কাজে আসবেন।

২. শিরক করা :

ইবাদতের কোন কিছু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা অথবা আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করা কিংবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কোন কিছু দান করা শিরক। যেমন কাউকে ইলমে গায়েবের অধিকারী মনে করা, কোন পীর-অলীর নামে মান্নত ও কুরবানী করা ইত্যাদি। শিরক করলে আমল বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، 'নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের (নবীদের) প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে অবশ্যই তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 'তবে যদি তারা শিরক করত, তাহ'লে তাদের সমস্ত আমল নিস্ফল হয়ে যেত' *(আন'আম ৬/৮৮)*।

৩. কুফরী করা :

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সাথে কুফরী করে তার আমল কবুল করা হয় না। যেমন রাসূল (ছাঃ) মানুষের মাঝে এ কথা প্রচার করার নির্দেশ দেন যে, إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، 'নিশ্চয়ই মুসলিম ব্যতীত কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬] আল্লাহ বলেন, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ، 'আর তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী' *(তওবা ৯/৫৪)*।

তবে কাফেরদের সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِى الآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, একটি নেকীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ কোন মুমিন বান্দার প্রতি যুলম করবেন না। বরং তিনি এর ফলাফল দুনিয়াতে দান করবেন এবং আখিরাতেও দান করবেন। আর কাফির ব্যক্তি পার্থিব জগতে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে

৪. আবূ দাউদ ২৮৮৫; আহমাদ হা/৬৭০৪; মিশকাত হা/৩০৭৭।

৫. মুসলিম হা/২১৪।

৬. বুখারী হা/৩০৬২।

যে নেক আমল করে এর প্রতিদান স্বরূপ তিনি তাকে জীবিকা দান করেন। পরিশেষে আখিরাতে প্রতিফল দেয়ার মতো তার কাছে কোন সৎ আমলই থাকবে না'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِى الآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِى الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাফির যদি দুনিয়াতে কোন সৎ আমল করে তবে এর প্রতিদান স্বরূপ দুনিয়াতেই তাকে জীবনোপকরণ প্রদান করা হয়। আর মুমিনদের নেকী আল্লাহ আখিরাতের জন্য জমা করে রেখে দেন এবং আনুগত্যের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতেও জীবিকা দান করেন'।[৮]

৪. বিদ'আত করা :

আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করার মানসে এমন কোন কাজ করা যে ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন নির্দেশনা নেই, সেটাই দ্বীনের মাঝে নতুন সৃষ্টি বা বিদ'আত। যে আমলে বিদ'আত করা হয় তা কবুল হয় না।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ. 'যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১০]

সুতরাং বিদ'আতযুক্ত ইবাদত কবুল হবে না। উল্লেখ্য, মাযহাবী ও বাতিল ফিরক্বার অনুসারীদের দ্বারা দ্বীনের মাঝে বহু বিদ'আত চালু হয়েছে। আর এগুলোকে তারা ইসলামের প্রতি সম্বন্ধিত করেছে। অথচ এগুলো ইসলাম নয়। এসবের দ্বারা আমলকারীরা কোন নেকী লাভ করবে না, বরং গোনাগার হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا، 'বল, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব? তারা হ'ল সেই সব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গেছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

৫. ধর্ম ত্যাগ করা :

ধর্ম ত্যাগ করা বলতে কোন মুসলিম কর্তৃক ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করাকে বুঝায়। সুতরাং মুরতাদ ব্যক্তির পূর্বে কৃত আমল ও ইবাদত বাতিল হয়ে যায়, যখন সে ধর্মত্যাগী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، 'আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানেই চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২১৭)*।

৬. ফিসক, কুফর ও নিফাকী করা :

ফাসেকী, কুফরী ও নিফাকী করার কারণে ইবাদত কবুল হয় না। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، 'তুমি বল যে, তোমরা খুশীতে দান কর বা অখুশীতে দান কর, তোমাদের থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না। নিশ্চিতভাবে তোমরা পাপাচারী সম্প্রদায়' *(তওবা ৯/৫৩)*। সুতরাং মুসলমানদেরকে সর্বপ্রকার ফাসেকী ও নিফাকী হ'তে মুক্ত থাকতে হবে যাতে নেক আমল ও ইবাদত প্রত্যাখ্যাত না হয়।

৭. রিয়া বা লৌকিকতা :

মানুষ যখন তার আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে মানুষের নিকটে যশ-খ্যাতি, মর্যাদা ও শীর্ষস্থান লাভের আশা করে সেটা হয় রিয়া বা লৌকিকতা। আর এ আমলের কোন ছওয়াব সে পাবে না। বরং ক্বিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে যাও যাদের জন্য আমল করেছ তাদের কাছে প্রতিদান তালাশ কর। আবূ সা'দ ইবনে আবূ ফাযালা আল-আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِيَوْمٍ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِى عَمَلٍ عَمَلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. 'আল্লাহ যখন ক্বিয়ামতের দিন পূর্বাপর সকলকে একত্রিত করবেন, যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে এর মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন গায়রুল্লাহ্র নিকটে নিজের ছওয়াব চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ শরীকদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত'।[১১]

অন্যত্র তিনি বলেন, قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ

---

৭. *মুসলিম হা/২৮০৮; মিশকাত হা/৫১৫৯।*
৮. *ছহীহাহ হা/২৭৭০।*
৯. *বুখারী হা/২৬৯৯; মুসলিম হা/১৭১৮; আবূ দাঊদ হা/৪৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪; মিশকাত হা/১৪০।*
১০. *মুসলিম হা/২৯৮৫।*
১১. *তিরমিযী হা/৩১৫৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২০৩; মিশকাত হা/৫৩১৮।*

وَشِرْكَهُ. 'আল্লাহ বলেন, শিরককারীদের শিরক থেকে আমি অমুখাপেক্ষী। যে কেউ এমন আমল করল যাতে আমার সাথে অপরকে শরীক করেছে, আমি তাকে ও তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি'।[১২]

আর লৌকিকতাকে গুপ্ত শিরক বলা হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ 'মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (একদা সগৃহ হ'তে) বের হয়ে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা গোপন শিরক হ'তে সাবধান হও। সকলে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! গোপন শিরক কী? তিনি বললেন, মানুষ ছালাতে দাঁড়িয়ে তার ছালাতকে সুশোভিত করার চেষ্টা করে (সুন্দর করে পড়ে) এই কারণে যে, লোকেরা তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখে। এটাই (লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ছালাত পড়া) হ'ল গোপন শিরক'।[১৩]

৮. নিয়তের অশুদ্ধতা ও হীন উদ্দেশ্য :

যখন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করা হয় না বরং অন্য উদ্দেশ্য থাকে, তখন ইবাদত কবুল হয় না। প্রকৃত ইখলাছ হচ্ছে মুমিনের অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত-ভালবাসা ও প্রশংসার সাথে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য একত্রিত না হওয়া। এরূপ হ'লে তথা নিয়ত সঠিক না হ'লে ইবাদত কবুল হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

'নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন যার ওপর ফায়ছালা করা হবে সে ঐ ব্যক্তি, যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে, অতঃপর তাকে আল্লাহ্র নে'মতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন, তুমি এতে কি আমল করেছ? সে বলবে, আপনার জন্য জিহাদ করেছি, এমনকি শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন, মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এজন্য জিহাদ করেছ যে, তোমাকে 'বীর' বলা হবে। অতএব তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আরও এক ব্যক্তি, যে ইলম শিখেছে, শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন তিলাওয়াত করেছে, তাকে আনা হবে। অতঃপর তাকে তার নে'মতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন, তুমি এতে কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি, শিক্ষা দিয়েছি ও আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলবেন, মিথ্যা বলেছ। তুমি ইলম অর্জন করেছ যেন তোমাকে 'আলেম' বলা হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেছ যেন 'ক্বারী' বলা হয়। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আরও এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা দিয়েছেন ও সকল প্রকার সম্পদ দান করেছেন, তাকে আনা হবে। তাকে তার নে'মতরাজি জানানো হবে। সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন, তুমি এতে কি আমল করেছ? সে বলবে, এমন খাত নেই যেখানে খরচ করা আপনি পসন্দ করেন আমি তাতে আপনার জন্য খরচ করিনি। তিনি বলবেন, মিথ্যা বলেছ। তুমি তা করেছ যেন বলা হয়, সে দানশীল। আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৪]

আর নেক আমলের বিনিময় যার লক্ষ্য হবে দুনিয়া কামাই তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ، أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, আমরা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই পূর্ণভাবে দিয়ে দিব। সেখানে তাদেরকে কোনই কমতি করা হবে না। এরা হ'ল সেইসব লোক যাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। দুনিয়াতে তারা যা কিছু (সৎকর্ম) করেছিল আখেরাতে তা সবটাই বরবাদ হবে এবং যা কিছু উপার্জন

১২. *মুসলিম হা/২৯৮৫।*
১৩. *বায়হাক্বী হা/৩৪০০; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/৯৩৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩১।*
১৪. *মুসলিম হা/১৯০৫, 'অশুদ্ধ নিয়তকারীর জন্য জাহান্নাম' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২০৫।*

করেছিল সবটুকুই বিনষ্ট হবে (বাতিল আক্বীদা ও লোক দেখানো সৎকর্মের কারণে)' *(হূদ ১১/১৫-১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، 'যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংহত করে দিবেন। তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দিবে। আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অনটন দু'চোখের সামনে রেখে দিবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দিবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশী পাবে না'।[১৫]

উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এই উম্মতকে গৌরব, উচ্চ মর্যাদা, বিজয় ও পৃথিবীতে শক্তিশালী হওয়ার সুসংবাদ দাও। অতঃপর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আখেরাতের আমল করবে দুনিয়ার জন্য, আখেরাতে তার কোন অংশ থাকবে না'।[১৬]

৯. ইবাদতে খোঁটা দেওয়া :

ইবাদতে খোঁটা দিলে তা বাতিল হয়। খোঁটা দেওয়া আল্লাহ্র ক্ষেত্রে হোক বা কোন সৃষ্টির প্রতি হোক। যেমন আল্লাহ বলেন, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 'তারা ইসলাম কবুল করেছে বলে তোমাকে ধন্য করতে চায়। বল, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ বলে মনে করো না। বরং তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক' *(হুজুরাত ৪৯/১৭)*। এ পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অনুগ্রহ, দয়া। আর এসবের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম হাদিয়া হ'ল বান্দাকে ঈমানের প্রতি হেদায়াত দান করা। সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহ্র আনুগত্য করে তাঁকে খোঁটা দেয় তখন তার ঈমান কোন কাজে আসে না। কেননা আল্লাহ বান্দার আনুগত্য থেকে অমুখাপেক্ষী। বান্দার আনুগত্য ও অবাধ্যতায় আল্লাহ্র কোন উপকার বা ক্ষতি হয় না।

অনুরূপভাবে বান্দার ইবাদত বাতিল হয় যখন সে আল্লাহ্র বান্দাকে খোঁটা দেয়। সেটা আর্থিক বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে হ'তে পারে। যেমন দান-ছাদাক্বাহ, অজ্ঞকে ইলম শিক্ষা দেওয়া, পথহারাকে পথ দেখানো ও কারো জন্য সুফারিশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করো না ঐ ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'ল ও তাকে পরিষ্কার করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। হাদীছে উল্লেখ আছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ،

'আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন ঐ ব্যক্তি, যে দান করে খোঁটা দেয়; দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি ঝুলিয়ে পড়ে; তৃতীয় ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ দ্বারা পণ্য বিক্রি করে'।[১৭]

১০. গোপনে বা নির্জনে গোনাহ করা :

প্রকৃত ঈমানের পরিচয় হচ্ছে জনসমক্ষে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে সর্বত্র আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, তিনি সকল কর্মকাণ্ড দেখছেন। মুমিন যখন একাকী হবে তখন সে আল্লাহ্র দৃষ্টিকে ভয় করবে, আল্লাহ্র মহত্ব অন্তরে পোষণ করবে। ফলে সে নিন্দনীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ 'যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে' *(আম্বিয়া ২১/৪৯; ফাতির ৩৫/১৮)*।

১৫. *তিরমিযী হা/২৪৬৫; ছহীহাহ হা/৯৪৯-৯৫০; ছহীহুল জামে হা/৬৫১০; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৬৯।*
১৬. *আহমাদ হা/২১২৫৮; হাকেম হা/৭৮৬২; ছহীহুল জামে' হা/২৮২৫।*
১৭. *নাসাঈ হা/৫৩৩২; ইবনু মাজাহ হা/২২০৮।*

সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা কোন পাপ বা অপরাধ করার ক্ষেত্রে মানুষ থেকে গোপন করে। কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র ভয়ে পাপাচার থেকে বিরত থাকে না। আল্লাহ বলেন, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، 'যারা লোকদের থেকে লুকাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ হ'তে লুকাতে পারে না। তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন তারা রাত্রিতে (আল্লাহ্র) অপ্রিয় বাক্যে পরামর্শ করে এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী' *(নিসা ৪/১০৮)*।

এ সম্পর্কে ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا، أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ. হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বললেন, أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে'।[১৮] *[ক্রমশঃ]*

১৮. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫; ছহীহাহ হা/৫০৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১৭৪।

প্রখ্যাত মুহাক্কিক ওযায়ের শাম্স-এর মৃত্যু

প্রখ্যাত মুহাক্কিক, খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ও গবেষক মুহাম্মাদ ওযায়ের শাম্স (৬৫) গত ১৫ই অক্টোবর ২০২২ শনিবার হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি...*। ১৬ই অক্টোবর রবিবার বাদ ফজর মাসজিদুল হারামে জানাযা শেষে তাঁকে মক্কার মু'আল্লা কবরস্থানে (مقبرة المعلاة) দাফন করা হয়। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর দুর্লভ ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সমূহ তাহকীক সহ প্রকাশ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ওযায়ের শাম্স ভারতের বিহার প্রদেশের মধুবনী যেলার বাংটো (bankto) গ্রামে ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জামে'আ সালাফিইয়া বেনারসের শায়খুল হাদীছ মাওলানা শামসুল হক সালাফী (১৯১৫-১৯৮৬ খৃ.) ভারতের একজন খ্যাতিমান আলেম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন।

ওযায়ের শাম্স ১৯৭৬ সালে জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস থেকে ফারেগ হন। অতঃপর ১৯৭৮ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং সেখানে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৮১ সালে তিনি ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৯৯৬ নম্বর পেয়ে লিসান্স (অনার্স) ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৫ সালে মক্কার উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। মাস্টার্সে তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল التأثير العربي في شعر حالى ونقده '(উর্দূ কবি) হালীর কবিতায় আরবীর প্রভাব ও তা পর্যালোচনা')। এরপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তি হন। পিএইচ.ডি-তে তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল الشعر العربي في الهند : دراسة نقدية 'ভারতে আরবী কবিতা : একটি পর্যালোচনা')। থিসিস জমাদানের সময় সুপারভাইজরের সাথে মতবিরোধের কারণে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ থেকে বঞ্চিত হন।

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র ছিল বিভিন্ন দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করা এবং সেগুলি তাহকীক করে প্রকাশ করা। পাটনার খোদাবখ্শ লাইব্রেরী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত দুর্লভ ও মূল্যবান অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সমূহ পাঠোদ্ধারের কাজে তিনি কয়েক বছর ব্যয় করেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সমূহ তাহকীক করে প্রকাশ করা তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি এই দুই জগদ্বিখ্যাত মনীষীর বহু গ্রন্থ তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন। উর্দূ-ফার্সী থেকে তিনি আরবীতে কয়েকটি গ্রন্থও অনুবাদ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর বহু গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তাহকীককৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্র 'জামে'উল মাসায়েল' (৫ খণ্ড) ও 'কায়েদা ফিল ইসতিহসান'। আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদীর 'গায়াতুল মাকছূদ শরহ সুনানে আবুদাঊদ'। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর 'আর-রিসালাতুত তাবূকিয়াহ', আল-জামে' লি-সীরাতে শায়খিল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (যৌথভাবে) প্রভৃতি। তাঁর রচিত, অনূদিত ও সংকলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহূ (আরবী ও উর্দূ), মুসাদ্দাসে হালীর আরবী অনুবাদ, মাজমূ'আ মাক্বালাত ওয়া ফাতাওয়া আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী, মাক্বালাতে মুহাম্মাদ ওযায়ের শাম্স প্রভৃতি।

[মাওলানা ওযায়ের শাম্স তাঁর বিশাল কর্মতৎপরতার পাশাপাশি আমার পিএইচ.ডি থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ'-এর উর্দূ অনুবাদের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে ২০১৮ সালে হজ্জের সফরে ১৬ই আগস্ট বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক হজ্জ কনফারেন্সে যোগদান শেষে মক্কার হোটেল হিলটন কনভেনশন সেন্টার থেকে মোবাইলে তাঁর সাথে কথা হয়। কিন্তু সময়ের অভাবে তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুতে আমরা দারুণভাবে ব্যথিত। আল্লাহ তাঁর অমূল্য খেদমত সমূহের উত্তম জাযা দান করুন, তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করুন- আমীন!- (স.স.)]

জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা : একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

(২য় কিস্তি)

জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবার ব্যাপারে বিদ্বানগণের অভিমত :

নির্ভরযোগ্য সকল বিদ্বান জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বরং তারা মনে করেন, ইমাম মিম্বারে উঠার পূর্বে সাধ্যানুযায়ী নফল ছালাত আদায় করতে থাকবে।

হাফেয ইরাকী (রহঃ) জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা হিসাবে ছালাত আদায় বিদ'আত হওয়ার বিষয়টি আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, لم ينقل عن النبي أنه كان يصلي قبل الجمعة 'জুম'আর পূর্বে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক ছালাত আদায়ের ব্যাপারে কিছু বর্ণিত হয়নি'।[১]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْأَذَانِ شَيْئًا وَلَا نَقَلَ هَذَا عَنْهُ أَحَدٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُؤَذَّنُ عَلَى عَهْدِهِ إِلَّا إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ ثُمَّ يَخْطُبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُطْبَتَيْنِ ثُمَّ يُقِيمُ بِلَالٌ فَيُصَلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَمَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْأَذَانِ لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 'রাসূল (ছাঃ) জুম'আর পূর্বে এবং আযানের পরে কোন ছালাত আদায় করতেন না। তাঁর থেকে এ মর্মে কেউ বর্ণনাও করেননি। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে কেবল একটিই আযান দেওয়া হ'ত যখন তিনি মিম্বারে বসতেন। বেলাল (রাঃ) আযান দিতেন এবং নবী করীম (ছাঃ) দু'টি খুৎবা দিতেন। অতঃপর বেলাল (রাঃ) ইক্বামত দিতেন আর নবী করীম (ছাঃ) লোকদের ছালাতে ইমামতি করতেন। তাঁর পক্ষে বা তাঁর সাথে ছালাত আদায়কারী মুসলমানদের কারো পক্ষে আযানের পরে সুন্নাত ছালাত আদায় করা সম্ভব ছিল না।[২] ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর এ বিষয়ের উপর নাতিদীর্ঘ একটি পুস্তিকা রয়েছে যাতে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, জুম'আর ছালাতের পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা নামে কোন ছালাত নেই।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَكَانَ إِذَا فَرَغَ بلال مِنَ الْأَذَانِ، أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ وَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ الْبَتَّةَ، وَلَمْ يَكُنِ الْأَذَانُ إِلَّا وَاحِدًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ كَالْعِيدِ لَا سُنَّةَ لَهَا قَبْلَهَا، وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ، 'বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলে নবী করীম (ছাঃ) খুৎবা শুরু করতেন। কেউ কখনো দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন না। আর তখন একটিই আযান ছিল। আর এটা প্রমাণ করে যে, ঈদের মতই জুম'আর পূর্বের ছালাতের বিধান। এর পূর্বে কোন সুন্নাত ছালাত নেই। আর এটাই বিদ্বানগণের অভিমতগুলোর মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ'।[৩] অতঃপর তিনি বলেন, এরপরেও যারা মনে করে যে, রাসূল (ছাঃ) বা তাঁর ছাহাবীগণ এর মধ্যে দুই বা চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করেছেন তারা সুন্নাতের ব্যাপারে বড়ই অজ্ঞ।[৪]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا شَيْءٌ، 'আর জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা, যার ব্যাপারে কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি'।[৫]

আল্লামা শানক্বীতী (রহঃ) বলেন, والخلاصة من هذا أن للجمعة راتبة، وتختص راتبتها بالبعدية، وليس للجمعة راتبة قبلية، 'মোদ্দাকথা হ'ল জুম'আর জন্য সুন্নাতে রাতেবা রয়েছে। আর তা জুম'আর পরের সাথে খাছ। জুম'আর ছালাতের পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা নেই'।[৬]

তিনি বিরোধীদের মতামত উল্লেখ করার পর বলেন, 'আর শক্তিশালী অভিমত সেটিই যাকে সুন্নাত সমর্থন করে। আর তা হ'ল তিনি জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা ছালাত আদায় করেননি। কিন্তু লোকদের জন্য উত্তম ও সুন্নাত হ'ল যখন তারা জুম'আর পূর্বে মসজিদে যাবে তখন অধিকহারে নফল ছালাত আদায় করবে'।[৭]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'জুম'আর ছালাত যার পূর্বে কোন সুন্নাতে রাতেবা নেই। বরং যে লোক মসজিদে হাযির হবে সে সাধ্যমত অনির্ধারিত সংখ্যক ছালাত আদায় করবে। ইচ্ছামত দুই, চার বা ছয় রাক'আত ছালাত পড়বে। প্রথম ও দ্বিতীয় আযানের মাঝে কিছু লোক যা করে থাকে তার কোন ভিত্তি নেই এবং তা শরী'আত সম্মতও নয়'।[৮]

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, قد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، ولكن المؤمن متى وصل إلى المسجد يصلي ما كتب الله له، يصلي ثنتين أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى المسجد

১. *তারহুত তাছরীব ৩/৪২।*
২. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/১৮৮।*
৩. *যাদুল মা'আদ ১/৪১৭।*
৪. *যাদুল মা'আদ ১/৪১৭।*
৫. *ফাৎহুল বারী ২/৪১০।*
৬. *শারহুল যাদিল মুস্তাকনে' ৫/৭১।*
৭. *শারহুল যাদিল মুস্তাকনে' ৫/৭১।*
৮. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/১৩৩; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/২।*

فصلى ما قدر الله له، 'রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত প্রমাণ করে যে, জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা নেই। কিন্তু মুমিন যখন মসজিদে পৌঁছবে আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা আদায় করবে। সে দুই বা ততোধিক রাক'আত আদায় করবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বিশুদ্ধ হাদীছে বলেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাত আদায় করতে এসেছে এবং আল্লাহ তার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করেছেন ততটুকু আদায় করেছে'।[৯] তিনি আরো বলেন, 'মোদ্দাকথা নবী করীম (ছাঃ) রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে কোন কিছু নির্ধারণ করেননি। তিনি বিভিন্ন হাদীছে বলেছেন, 'যতটুকু সম্ভব হয়েছে ছালাত আদায় করেছে'। অতএব লোকেরা জুম'আর পূর্বে সাধ্যানুযায়ী দুই বা ততোধিক রাক'আত ছালাত আদায় করবে। এরপরে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বা চুপ থেকে বা তাসবীহ, তাহলীল ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে আযানের অপেক্ষা করবে।[১০] আযান হ'লে আযানের জওয়াব দিবে অতঃপর খুৎবা শ্রবণ করবে।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র একটি রিসালাহ লিখেছেন। যাতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা নামে কোন ছালাত নেই। তিনি তাতে বিরোধীদের পক্ষে উপস্থাপিত দলীলগুলোর সুন্দর পর্যালোচনা করেছেন এবং সূক্ষ্মভাবে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, وهو أنه لا أصل لهذه السنة الصحيحة ولا مكان لها فيها فقد علمت من الأحاديث المتقدمة أن الزوال فالأذان فالخطبة فالصلاة سلسلة متصلة، 'জুম'আর দিনে এই বিশুদ্ধ সুন্নাতের কোন ভিত্তি নেই এবং এর জন্য স্থান বা সময় নির্ধারিত নয়। কারণ পূর্বের হাদীছগুলো থেকে জানা গেল যে, সূর্য ঢলে গেলে আযান হ'ত। আযান শেষে খুৎবা তারপরেই ছালাত যা ধারাবাহিকভাবে চলমান ছিল'।[১১]

তিনি ইমাম ত্বহাবীর ধারণা প্রসূত উক্তি উল্লেখ করে আরো বলেন, فهذا اعتراف ضمني بأن السنة القبلية المزعومة لم تكن معروفة في العهد النبوي وأن الصحابة كانوا لا يصلونها لأنه لم يكن آنئذ الوقت الذي يتمكنون فيه من أدائها وهذا أمر صحيح، 'পরোক্ষভাবে এটা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে, জুম'আর পূর্বে ধারণাকৃত সুন্নাত রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে প্রচলিত ছিল না। আর ছাহাবায়ে কেরামও এই ছালাত আদায় করতেন না। কারণ আদায় করার জন্য যে সময় প্রয়োজন সেটা পাওয়া সম্ভব ছিল না। আর এটাই বিশুদ্ধ'।[১২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জুম'আর দিনে মুছল্লীরা সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে নফল ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও দো'আর মাধ্যমে ইমামের মিম্বারে আরোহণের জন্য অপেক্ষা করবে। ইমামের সাথে ফরয ছালাত আদায় করে মসজিদে বা বাড়িতে দুই, চার বা ছয় রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে।

জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবার পক্ষে উপস্থাপিত দলীলগুলোর পর্যালোচনা :

জুম'আর পূর্বে চার বা দু'রাক'আত সুন্নাতে রাতেবাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একদল বিদ্বান কিছু যঈফ-জাল ও কিছু অপ্রাসঙ্গিক হাদীছ পেশ করে থাকেন। নিম্নে সেগুলোর পর্যালোচনা করা হ'ল।-

১- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ-

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর (ফরয) ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং সেগুলোকে (মধ্যখানে সালামের দ্বারা) পৃথক করে পড়তেন না বা তার মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না।[১৩]

পর্যালোচনা : আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ বর্ণনার সনদকে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। কারণ উক্ত বর্ণনার সনদে একাধিক দুর্বল, মিথ্যাবাদী ও হাদীছ জালকারী রাবী রয়েছে।[১৪] এছাড়াও ইমাম নববী, হাফেয ইরাকী, যায়লাঈ ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানীসহ সকল মুহাক্কিক্ব উক্ত হাদীছকে বাতিল, নিতান্ত যঈফ ও জাল বলেছেন।[১৫] তিনি আরো বলেন, 'জুম'আর দিনে আযান ও ইক্বামতের মাঝে ছালাত আদায় করা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ এ দু'টোর মাঝে খুৎবা ছিল। এ সময়ে এ দু'টোর মাঝে কোন ছালাত ছিল না। হ্যাঁ ওছমান (রাঃ)-এর আমলে যাওরা বাজারে আযান চালু হওয়ার পর ইমামের খুৎবার জন্য বের হওয়ার পূর্বে সুন্নাত ছালাত আদায় করা সম্ভব ছিল। আমি বলব, কিন্তু এটিও সাধারণভাবে বর্ণিত হয়নি যে, ওছমান (রাঃ)-এর আযান ও খুৎবার মাঝে প্রচলিত চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করার সময় ছিল। এটাও বর্ণিত হয়নি যে, তাঁর (ওছমান (রাঃ)-এর) আমলে ছাহাবীগণ এই সুন্নাত আদায় করতেন। সুতরাং উল্লিখিত সম্ভাবনা বাতিল হয়ে গেল'।[১৬]

২- عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا-

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করতেন।[১৭]

---

৯. *মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮২।*
১০. *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/২৭৭।*
১১. *আল আজওয়াবাতুন নাফে'আ ৪৬ পৃ.।*
১২. *আল আজওয়াবাতুন নাফে'আ ৪৮ পৃ.।*
১৩. *ইবনু মাজাহ হা/১১২৯।*
১৪. *যঈফাহ হা/১০০১; যঈফুল জামে' হা/৪৫৫০।*
১৫. *ফাৎহুল বারী ২/৪২৬; রওযাতুল মুহাদ্দিছীন হা/৩৯০; আলবানী, আল-আজওয়াবাতুন নাফে'আ ৫৬-৫৭ পৃ.।*
১৬. *যঈফাহ হা/১০০১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
১৭. *ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/১০১৬, ৩৯৫৯।*

পর্যালোচনা : এর সনদে পাঁচটি ত্রুটি রয়েছে। ১. ইনকিতা'। কারণ ইবনু মাসঊদ থেকে আবু ওবায়দা শ্রবণ করেনি। ২. এর সনদে খুছাইফ বিন আব্দুর রহমান জাযরী নামে দুর্বল রাবী রয়েছে। ৩. আত্তাব বিন বাশীর নামে আরেকজন সমালোচিত রাবী রয়েছে। ৪. সুলায়মান বিন আমর নামে আরেকজন গায়র ছিক্বাহ রাবী রয়েছে। ৫. আত্তাব বিন বাশীর ছাড়া অন্য কেউ খুছাইফ থেকে এমন কিছু বর্ণনা করেননি। যেগুলো প্রমাণ করে যে বর্ণনাটি শরী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়'।[১৮]

٣- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً-

৩. আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করতেন এবং তাতে মাঝখানে সালাম না ফিরিয়ে শেষে সালাম ফিরাতেন'।[১৯]

পর্যালোচনা : এর সনদ মুনকার। কারণ এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আব্দির রহমান আস-সাহমী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। হাদীছ বিশারদগণ তাকে কেউ যঈফ, কেউ অপরিচিত, কেই অপ্রসিদ্ধ ইত্যাদি দোষে দুষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া সাহমী হাদীছে ইযতিরাবও করতেন।[২০]

٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا، فَلْيُصَلِّ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا-

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের যে লোক ছালাত আদায় করতে চায় সে যেন জুম'আর (ফরয ছালাতের) পূর্বে ও পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[২১]

পর্যালোচনা : উক্ত হাদীছের সনদ যঈফ। এর সনদে আবইয়ায বিন আবান নামে যঈফ রাবী রয়েছে। আবু হাতেম বলেন, সে শক্তিশালী ছিল না।[২২] ইমাম আযদীও তাকে সমালোচিত বলেছেন।[২৩] তাছাড়া সে সুফিয়ান ছাওরীর মত ছিক্বাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করত।[২৪] যেমন ছহীহ হাদীছে জুম'আর পরের চার রাক'আতের কথা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا 'তোমাদের যে লোক জুম'আর (ফরয ছালাতের) পর ছালাত আদায় করতে চায় সে যেন চার রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا، 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন জুম'আর (ফরয) ছালাত আদায় করবে সে যেন এরপর চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করে নেয়'।[২৬] হাদীছে জুম'আর পরের সুন্নাতের ব্যাপারে একাধিক মারফূ হাদীছ ও আছার বর্ণিত হ'লেও জুম'আর পূর্বের সুন্নাতের ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ-

৫. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর (ফরযের) পূর্বে দু'রাক'আত এবং পরে দু'রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করতেন।[২৭] কোন কোন বর্ণনায় পূর্বে চার ও পরে দু'রাক'আতের কথা এসেছে।[২৮]

পর্যালোচনা : উক্ত বর্ণনায় একাধিক যঈফ ও মাজহূল রাবী রয়েছে। হাসান বিন কুতায়বাকে কেউ যঈফ, কেউ মাতরূক, কেউ ওয়াহিল হাদীছ, কেউ হালেক ইত্যাদি নামে মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া উক্ত সনদে ইসহাক বিন সুলায়মান নামে আরেক মাজহূল রাবী রয়েছে।[২৯] তাছাড়া উক্ত সনদে ইযতিরাব রয়েছে। কারণ অন্য বর্ণনায় জুম'আর পরিবর্তে যোহর রয়েছে। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، 'রাসূল (ছাঃ) যোহরের পূর্বে ও পরে দু'রাক'আত করে সুন্নাত আদায় করতেন'।[৩০] হাদীছের শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে হাদীছের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।[৩১] সুতরাং ইবাদত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এমন দুর্বল বর্ণনা যথেষ্ট নয়। জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে একদল বিদ্বান বলেন, রাসূল (ছাঃ) হয়ত বাড়িতে সুন্নাত আদায় করে মসজিদে এসেছিলেন। যদি সেটাই হ'ত তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ থেকে অবশ্যই কোন বর্ণনা থাকত। কিন্তু একটি ছহীহ বর্ণনাও নেই। তারা দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীছটি পেশ করে থাকেন।

٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَهْلِهِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ-

৬. আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) তার পরিবারেই জুম'আর পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত ও পরে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করতেন'।[৩২]

---

১৮. *যঈফাহ হা/১০১৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; ইবনু হাজার, আদ-দেরাইয়াহ।*
১৯. *তাবারানী আওসাত্ব হা/১৬১৭; মু'জামু ইবনুল আ'রাবী হা/৮৫৪।*
২০. *যঈফাহ হা/৫২৯০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
২১. *ত্বাহাবী, মুশকিলুল আছার হা/৪১০৮।*
২২. *যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ১/৭৮, রাবী নং ২৭০।*
২৩. *লিসানুল মীযান ১/১২৯।*
২৪. *আল-আজওয়াবাতুন নাফে'আ ৬৪ পৃ.।*
২৫. *মুসলিম হা/৮৮১; মিশকাত হা/১১৬৬।*
২৬. *মুসলিম হা/৮৮১; মিশকাত হা/১১৬৬।*
২৭. *তারীখে বাগদাদ ২১৬৩।*
২৮. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ২/৪২৬।*
২৯. *যঈফাহ হা/১০১৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; রওযাতুল মুহাদ্দিছীন হা/৩৮৯; ফাৎহুল বারী ২/৪২৬।*
৩০. *বুখারী হা/৯৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৬৮।*
৩১. *আবু শামাহ, আল-বাঈছ..১০০ পৃ.।*
৩২. *জুযউল কাসেম বিন মুসা হা/২২।*

পর্যালোচনা : এই বর্ণনাটি বাতিল ও জাল। কারণ উক্ত বর্ণনার সনদে ইসহাক বিন ইদরীস আল-বছরী নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জাল করতেন।[৩৩]

৭- عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَتَّى جَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا-

৭. আবু আব্দির রহমান আস-সুলামী বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জুম'আর আগে ও পরে চার রাক'আত করে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন। অবশেষে যখন আলী (রাঃ) আসলেন তখন তিনি জুম'আর পরে দুই তারপরে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন।[৩৪]

পর্যালোচনা : উক্ত বর্ণনাটি ইমাম তিরমিযী দুর্বল শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। তবে আলবানী (রহঃ) উক্ত আছারের সনদকে ছহীহ বা হাসান বলেছেন। **প্রথমতঃ** এটি তার নিজস্ব আমল। **দ্বিতীয়তঃ** এটি যে সুন্নাতে রাতেবা ছিল এর পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং ইবনু মাসঊদ (রাঃ) সহ ছাহাবায়ে কেরামের রাক'আত সংখ্যার ভিন্নতা প্রমাণ করে যে, এগুলো জুম'আর পূর্বের নফল ছালাত ছিল। এই ছালাত আযান ও ওয়াক্তের পূর্বেই ছিল। প্রচলিত বয়ানের পরের সুন্নাত নয়। কারণ জুম'আর দিনে ছাহাবীগণের আমল ছিল সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া।[৩৫] ছাহাবায়ে কেরাম ঈদের পূর্বে সুন্নাত ছালাত নেই জেনেও ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে বাড়িতে বা ঈদের ময়দানে একাধিক রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন।[৩৬] এজন্য ইবনু মাসঊদ (রাঃ) চার জনের চতুর্থজন হিসাবে মসজিদে প্রবেশকারী হ'লে দুঃখ করে বিষণ্ন মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলতেন, رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِسَعِيدٍ، 'আমি চারজনের চতুর্থজন! চারজনের চতুর্থ ব্যক্তি খুব সৌভাগ্যশালী নয়'।[৩৭] **তৃতীয়তঃ** উক্ত বর্ণনায় জুম'আর পরের সুন্নাতের বর্ণনায় অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৮- عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ،

৮. কাতাদা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জুম'আর পূর্বে ও পরে চার রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন। আবু ইসহাক বলেন, আলী (রাঃ) জুম'আর পরে ৬ রাক'আত সুন্নাত আদায় করতেন'।[৩৮]

৩৩. *আল-আজওয়াবাতুন নাফে'আ ৬৪ পৃ. আবু ওবায়দাহ মাশহুর আলে সালমান, আল-কাওলুল মুবীন ফী আখতাইল মুছল্লীন ১/৩৫৮।*
৩৪. *তাবারানী কাবীর হা/৯৫৫১; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৫৫২৫।*
৩৫. *আবু শামাহ, আল-বাঈছ..৭০ পৃ.; আল-আজওয়াবাতুন নাফে'আ ৬২পৃ.।*
৩৬. *ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২৬৮-৬৯; আবু শামাহ, আল-বায়ে'ছ ৯৭ পৃ.।*
৩৭. *ইমাম গাযালী, ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/১৮২' আবু শামাহ, আল বায়ে'ছ ৯৭ পৃ.।*
৩৮. *মুছান্নাফে আব্দির রাযযাক হা/৫৫২৪; তাবারানী কাবীর হা/৯৫৫৫।*

পর্যালোচনা : উক্ত আছারের সনদে ইনকিতা' রয়েছে। কারণ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে কাতাদা শুনেননি।[৩৯] উক্ত আছারে তার একটি আমল প্রমাণিত হয়। তবে সুন্নাতে রাতেবার পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ সুন্নাতে রাতেবার জন্য ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নির্দেশের প্রয়োজন নেই। বরং রাসূল (ছাঃ)-এর আমল ও নির্দেশই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যেহেতু রাসূলের আমল বা নির্দেশ নেই সেজন্য তিনি নফল হিসাবে চার বা দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[৪০] তাছাড়া ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে জুম'আর পরের সুন্নাতের ব্যাপারে একই রাবী থেকে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। অথচ সেগুলোতে জুম'আর পূর্বের সুন্নাতের কথা উল্লেখ নেই।[৪১]

৯- عَنْ صَافِيَةَ، سَمِعَهَا وَهِيَ تَقُولُ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ صَلَّتْ أَرْبَعًا قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَصَلَّتِ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ-

৯. ছাফিয়া হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ছাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই (রাঃ)-কে ইমামের বের হওয়ার পূর্বে চার রাক'আত এবং ইমামের সাথে জুম'আর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখেছি'।[৪২]

পর্যালোচনা : উক্ত বর্ণনার সনদ ছহীহ। তবে উক্ত চার রাক'আত সুন্নাতে রাতেবা হওয়ার পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং তারা দুই, চার বা ততোধিক রাক'আত ছালাত জুম'আর দিন খুৎবার পূর্বে আদায় করতেন। জুম'আর দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার সময়ও নফল ছালাত আদায় করা যায়।[৪৩]

[ক্রমশঃ]

৩৯. *হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩১৯২-এর আলোচনা।*
৪০. *ইবনু হাজার, আত-তালখীছুল হাবীর ২/১৪৯; আযীমাবাদী, আউনুল মা'বূদ ৩/৩৩৬; আলবানী, যঈফাহ হা/১০১৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
৪১. *হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩১৯১-৯৩।*
৪২. *ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা হা/৪৭০১।*
৪৩. *মুসনাদুশ শাফেঈ হা/৪০৮, সনদ হাসান; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৪৩-৪৪, ৩৭৪; আলবানী, আল-আজওয়াবাতুন নাফে'আ, পৃ. ৬১।*

শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা
ধামরাই, ঢাকা
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
ঢাকা যেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসায়
নিম্নোক্ত বিভাগসমূহে ভর্তি চলছে
❖ কামিল হাদীছ ❖ কামিল তাফসীর
(শিক্ষাবর্ষ ২০২০-২১)
আবাসিক ও অন্যান্য সুবিধা রয়েছে
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :
০১৭০৯-৯০৭২৫২ (অধ্যক্ষ), ০১৩০৯-১০৭৯৪৩ (অফিস)
০১৮১৮-৫৫১০০৯; ০১৭২৬-৪৮০৬৫৫; ০১৯১১-৯৩২০১৮।
ই-মেইল : m.107943@yahoo.in

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

আস-সাফার রেন্ট-এ কার

(প্রোপ্রাইটর : শহীদুল ইসলাম)

এখানে এসি, নন এসি কার, মাইক্রো সুলভ মূল্যে ভাড়া পাওয়া যায়। এছাড়া বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের যাবতীয় সু-পরামর্শ প্রদান করা হয়।

'বলে দাও! তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে' *(সূরা আন'আম ১১)*।

আমচত্বর, বিমানবন্দর রোড, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-২২৪৪৭৩; ০১৯৮৮-৬০৪৫৫৫।

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

দারুস সুন্নাহ্ বালিকা মাদ্রাসা, উত্তম বানিয়া পাড়া, সিও বাজার, রংপুর-এর বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

পদ	সংখ্যা		যোগ্যতা	বেতন
(১) সহকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা (আরবী)	৩ জন (সিনিয়র)	আবাসিক/ফুলটাইম	দাওরায়ে হাদীছ	১০,০০০+
(২) সহকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা (ইংরেজী)	১ জন (সিনিয়র) ১ জন (জুনিয়র)	অনাবাসিক/পার্ট টাইম	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাষ্টার্স	৮,০০০+
(৩) সহকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা (গণিত)	১ জন (সিনিয়র) ১ জন (জুনিয়র)	অনাবাসিক/পার্ট টাইম।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাষ্টার্স	
(৪) হাফেযা	২ জন	আবাসিক/ফুলটাইম	বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ও ভালো ইয়াদ থাকতে হবে	৮,০০০+
(৫) ক্বারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা	২ জন	আবাসিক/ফুলটাইম	ক্বারিয়ানা ট্রেনিং ও পাঠদানে বাস্তব অভিজ্ঞ থাকতে হবে	৮,০০০+

আবাসিক শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ বাসস্থান এবং খাবারের সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীকে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর'২২ইং তারিখের মধ্যে পরিচালক/প্রিন্সিপাল বরাবর লিখিত আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ই-মেইল যোগে বিকাশ নং ০১৭১২৫৯৩৬৮৩-এ ২০০ টাকা সেন্ডমানি করে ট্রানজেকশন/রেফারেন্স আইডি নম্বরসহ পাঠাতে হবে। লিখিত পরীক্ষা ও ভাইভা ২৩/১২/২২ইং সকাল ১০ ঘটিকায় শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। শুধুমাত্র কৃতকার্য প্রার্থীকে টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে।

যোগাযোগ : পরিচালক, দারুস সুন্নাহ্ বালিকা মাদ্রাসা, উত্তম বানিয়া পাড়া, সিও বাজার, রংপুর।
মোবাইল : ০১৭১২ ৫৯৩৬৮৩ (পরিচালক), ০১৭১০ ২৮৯০৯৭ (প্রিন্সিপাল)। Email : moshiur308057@gmail.com

পরকীয়া : কারণ ও প্রতিকার

*-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

ভূমিকা : ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানব বংশের ধারাবাহিক সংরক্ষণ, মানববংশ বৃদ্ধি, ইসলামের পরিপূর্ণ অনুশীলন ও বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ ও লজ্জাস্থান হেফাযতের জন্য মহান আল্লাহ পরিবার প্রথা প্রচলন করেছেন। আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ নিজেই মানব জাতির প্রথম পরিবার গঠন করেন *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অধিকার আদায় ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই পরিবার টিকে থাকে। অপরদিকে অধিকার খর্ব হ'লে এবং বিশ্বাসে ঘাটতি হ'লে পরিবার ধ্বংস হয়। জন্ম নেয় পরিবার বিরোধী চিন্তা-চেতনা। অধিকার লাভে পা বাড়ায় ভুল পথে। জড়িয়ে পড়ে অনৈতিক সম্পর্কে, জড়িত হয় পরকীয়ায়।

সাম্প্রতিককালে যেসব সামাজিক ব্যাধি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তন্মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পরকীয়া। যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং-এর মত এটি ব্যক্তিচরিত্র ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম রূপ। প্রতিদিনের খবরের কাগজের একটি অংশে থাকে পরকীয়ার খবর। আর এই পরকীয়ার নিষ্ঠুর বলি হচ্ছে স্বামী বা স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। আলোচ্য প্রবন্ধে পরকীয়ার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।-

পরকীয়ার পরিচয় : 'পরকীয়া' বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দ। পরকীয়া হ'ল বিবাহিত কোন নারী বা পুরুষ নিজ স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সাথে বিবাহোত্তর বা বিবাহবহির্ভূত প্রেম, যৌন সম্পর্ক ও যৌন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া। সমাজে এটি নেতিবাচক হিসাবে গণ্য।[১]

মূলতঃ পরকীয়া হ'ল- বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর নিজ স্বামী বা স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে পর পুরুষ বা পর নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

পরকীয়ায় জড়িত হওয়ার কারণ :

বর্তমানে সমাজে পরকীয়ার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেলজিয়ামের মনস্তাত্ত্বিক এস্থার পেরেল তাঁর 'দ্য স্টেট অব অ্যাফেয়ার' গ্রন্থে পরকীয়াকে ক্যান্সারের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[২] বিবাহিত নারী-পুরুষের পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ইসলামী শিক্ষার অভাব : ইসলাম মানব জাতির চরিত্রের হিফাযতের জন্য নারী-পুরুষকে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে[৩] এবং বিবাহ বহির্ভূত যাবতীয় সম্পর্ককে হারাম ঘোষণা করেছে *(আন'আম ৬/১৫১)*। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক হারাম ও এর ভয়াবহ শাস্তি না জানার কারণে মানুষ পরকীয়ার মত নিকৃষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়ে।

২. সামাজিক কারণ : ইসলাম সামর্থ্যবান পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিলেও *(নিসা ৪/৩)* অনেক পুরুষ সামাজিক কারণে একাধিক বিয়ে করতে পারেন না। কারণ সমাজ বহু বিবাহকে ভাল চোখে দেখে না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন চাহিদার অতৃপ্তি থেকে অনেকে এ সম্পর্কে জড়ায়। অপরদিকে দুর্বল ও অসুস্থ পুরুষের ক্ষেত্রেও নারী সামাজিক ভয়ে তালাক না নিয়ে পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে।

৩. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা : পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর আলাপচারিতা ও পরবর্তীতে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। মহিলারা আজকাল চাকুরী, ব্যবসা, লেখাপড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য কারণে ইসলামী বিধান উপেক্ষা করে বাড়ির বাইরে যাচ্ছে। আর পর পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও ঠাট্টা-মশকরার মধ্য দিয়ে একে অপরের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। অথচ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ، 'মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনছার ছাহাবী জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! স্বামীর ভাইয়ের (দেবর-ভাসুর) ব্যাপারে কি হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, স্বামীর ভাই হচ্ছে মরণের ন্যায়'।[৪] স্বামীর ভাইয়ের ব্যাপারে যদি ইসলাম এত কঠোরতা আরোপ করে তাহ'লে অপরিচিত বা সাময়িক পরিচিতদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি হ'তে পারে? নিঃসন্দেহে তা আরো কঠোর হবে।

৪. পর্দাহীনতা : পরকীয়ার অন্যতম কারণ হ'ল পর্দাহীনতা। এর ফলে নারী-পুরুষ একে অপরের দেখা-সাক্ষাৎ করার ও কথা বলার সুযোগ পায়। এতে তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর শয়তান এটাকে আরো সুশোভিত করে উপস্থান করে এবং পরকীয়ার দিকে নিয়ে যায়। এজন্য ইসলাম পর্দাহীনতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، 'মহিলারা হচ্ছে আবৃত বস্তু। সে বাইরে বের হ'লে শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তোলে'।[৫] সুতরাং যে পোষাকে নারীর চুল, গ্রীবা, বক্ষ, পেট, পিঠ ও আবৃত অঙ্গ প্রকাশিত থাকে তা পরিধান করা হারাম।

পর্দাহীনতা বিভিন্নভাবে হ'তে পারে। আর এসবের কারণে নারী-পুরুষ পরকীয়ার দিকে ধাবিত হয়। নিম্নে পর্দাহীনতার কয়েকটি পর্যায় উল্লেখ করা হ'ল।-

---

* তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. www.bn.wikipedia.org/wiki/পরকীয়া।

২. https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/ 2019 /12/12/850097

৩. বুখারী হা/৫০৬৬; মুসলিম হা/১৪০০।

৪. বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; তিরমিযী হা/১১৭১।

৫. তিরমিযী হা/১১৭৩; ছহীহাহ হা/২৬৮৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৯০।

ক. দৃষ্টিপাত : পরকীয়া শুরু হয় নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। গায়র মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) নারীর প্রতি তাকানো ইসলাম হারাম করেছে। মহিলাদের মধ্যে যাদের প্রতি সাধারণভাবে তাকানো হারাম তাদের ছবি দেখাও হারাম; এমনকি মৃত হ'লেও। আবূ মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً، 'প্রতিটি চোখই যিনাকারী। কোন নারী সুগন্ধি মেখে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে গেলে সে এমন এমন'। অর্থাৎ যিনাকারিণী।[৬] তিনি আরো বলেন, اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَان وَزِنَاهُمَا اَلنَّظْرُ، '(মানুষের) চক্ষু দু'টিও যেনা করে, আর চক্ষুদ্বয়ের যেনা হ'ল দৃষ্টিপাত করা'।[৭] এই পাপের মাধ্যমেই পরকীয়ার সূচনা হয়।

খ. কথা বলা : গায়র মাহরাম নারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে সরাসরি বা টেলিফোনে কথা বলার মাধ্যমে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এক পর্যায়ে তারা পরকীয়ার দিকে ধাবিত হয়, জড়িয়ে পড়ে ব্যভিচারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذلكَ لا مَحالَةَ، فالْعَيْنانِ زِناهُما النَّظَرُ، والأُذُنانِ زِناهُما الاسْتِماعُ، واللِّسانُ زِناهُ الكَلَامُ، والْيَدُ زِناها البَطْشُ، والرِّجْلُ زِناها الخُطا، والْقَلْبُ يَهْوى وَيَتَمَنّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ،

'আদম সন্তানের উপর যেনার কিছু অংশ লিপিবদ্ধ হয়েছে সে অবশ্যই তাতে লিপ্ত হবে। দুই চোখের যেনা হ'ল, দৃষ্টিপাত করা, দুই কানের যেনা হ'ল শ্রবণ করা, মুখের যেনা হ'ল, (গায়র মাহরাম মহিলার সাথে) কথা বলা, হাতের যেনা হ'ল, স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা হ'ল, অগ্রসর হওয়া। আর অন্তর আশা ও আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়ন করে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে'।[৮] সুতরাং গায়র মাহরাম পুরুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

গ. স্পর্শ করা : গায়র মাহরাম নারীর প্রতি তাকানো যেমন যেমন জায়েয নয়, তেমনি তার গায়ে হাত লাগানোও জায়েয নয়। নবী করীম (ছাঃ) পুরুষদের হাতে হাত রেখে বায়'আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের বায়'আত নেবার সময় কখনো তাদের স্পর্শ করতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غيرَ أنَّه بايَعَهُنَّ بالكَلامِ، واللهِ ما أخَذَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النِّساءِ إلَّا بما أمَرَهُ اللهُ، يقولُ لهُنَّ إذا أخَذَ عليهنَّ: قدْ بايَعْتُكُنَّ كَلامًا-

'আল্লাহ্‌র কসম! কথার দ্বারা বায়'আত গ্রহণ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাত কখনো কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কেবল সেসব বিষয়েই বায়'আত গ্রহণ করতেন, যেসব বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। বায়'আত গ্রহণ শেষে তিনি বলতেন, আমি কথা দ্বারা তোমাদের বায়'আত গ্রহণ করলাম'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, উমায়মা বিনতে রুকায়া (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আসুন, আমরা আপনার হাতে বায়'আত করব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি স্ত্রীলোকের হাতে হাত মিলাই না'।[১০] সুতরাং গায়র মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অনুরূপভাবে যেসব পুরুষের সাথে বিবাহ বৈধ, তাদের সাথে মুছাফাহা করা বৈধ নয়। মহিলা বৃদ্ধা অথবা পুরুষ বৃদ্ধ হ'লেও আপোষে মুছাফাহা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয়, তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভাল'।[১১]

মুছাফাহার ব্যাপারে যদি ইসলাম এত কঠোরতা অবলম্বন করে, তাহ'লে কিভাবে একজন বেগানা পুরুষ-নারী একে অপরকে স্পর্শ করতে পারে?

ঘ. গায়র মাহরামের সাথে সফর করা : মেয়েদের মাহরাম ছাড়া একাকী অথবা গায়র মাহরামের সাথে সফর করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। কেননা এতে পরকীয়া ও অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। অপরদিকে পরকীয়ার কারণেও নারী-পুরুষ নিজেদের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য অনেক স্থানে সফর করে থাকে। সেকারণ ইসলাম মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের সফর কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এমনকি হজ্জের মত ফযীলতপূর্ণ সফরও মাহরাম ব্যতীত জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، 'মেয়েরা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না'।[১২] তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এমন কোন মহিলার জন্য বৈধ নয় যে, সে তার পিতা, পুত্র, স্বামী, ভাই অথবা কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া তিন দিন বা তার বেশী পথ সফর করে'।[১৩]

---

৬. *আবূ দাউদ হা/৪১৭৩; নাসাঈ হা/৫১২৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৫৪০।*
৭. *বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭।*
৮. *বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭।*
৯. *বুখারী হা/৫২৮৮; মুসলিম হা/১৮৬৬।*
১০. *নাসাঈ হা/৪১৮১; ইবনু মাজাহ হা/২৮৭৪; ছহীহুল জামে' হা/২৫১৩।*
১১. *ত্বাবারানী হা/৪৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬।*
১২. *বুখারী হা/১৮৬২; মুসলিম হা/১৩৪১ 'হজ্জ অধ্যায়'।*
১৩. *মুসলিম, আবূদাউদ হা/১৭২৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৫০।*

স্মর্তব্য যে, মহিলাদের একাকী সফরের কারণে অনেক সময় তারা ধর্ষণের শিকার হন। এমনকি চলন্ত বাসে বা গাড়ীতেও ইদানিং এই বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। বখাটের ইভটিজিং-এর শিকার, শারীরিক ও মানসিক যৌনতার শিকার ইত্যাদি কারণে অনেক মেয়ে অত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

৬. মাহরাম ব্যতীত নারী-পুরুষের নির্জনবাস করা : পর্দাহীনতার আরেকটি স্তর হ'ল গায়র মাহরাম নারী-পুরুষ নির্জনে একত্রিত হওয়া। ইসলাম একে হারাম ঘোষণা করেছে। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ. قُلْنَا وَمِنْكَ قَالَ وَمِنِّيْ وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ، 'যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, সে সকল মহিলাদের নিকট তোমরা যেও না। কেননা তোমাদের সকলের মাঝেই শয়তান (প্রবাহিত) রক্তের শিরায় বিচরণ করে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার মধ্যেও। কিন্তু আমাকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদ'।[১৪]

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মাহরাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয় জন থাকে শয়তান'।[১৫] তিনি আরো বলেন, 'কোন পুরুষ যেন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মাহরাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না কোন মাহরাম তার সাথে থাকে'।[১৬]

বিবাহ বৈধ সকল নারী-পুরুষ নির্জন স্থানে, গাড়ীতে, লিফটে, বাড়ীতে বা পর্দার অন্তরালে একাকী কিছু সময়ের জন্যও অবস্থান করা জায়েয নয়। ইসলাম একে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ، 'কোন পুরুষ কোন (গায়র মাহরাম) নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে শয়তান হয় তাদের তৃতীয় জন'।[১৭] বর্তমানে এটাকে অনেকে পাপই মনে করে না। দেবর-ভাবী, শালী-দুলাভাই, ড্রাইভার-মহিলা গৃহকর্তা, ডাক্তার-নার্স, অফিসের বস-মহিলা পিএ, শিক্ষক-ছাত্রী, পীর-মহিলা মুরীদ ইত্যাদি বেগানা নারী-পুরুষ প্রতিনিয়ত নির্জনে একত্রিত হয়ে কাজ করছে। ফলে সমাজে পরকীয়ার ঘটনা তীব্রতর হচ্ছে।

৬. ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া : পরকীয়ার আকেরটি কারণ হ'ল, ছেলে-মেয়ের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের অমতে বিয়ে দেওয়া। অভিভাবকরা নিজেদের কথা ভাবেন এবং অনেক তাড়াহুড়া করে তাদের সন্তানদের বিয়ে দেন। কিন্তু ছেলে-মেয়ের পসন্দ বা মতামতকে অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেন না। ফলে এসব ছেলে-মেয়েদের বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। ছেলে-মেয়ে প্রথমে মেনে নিলেও পরে তাদের মধ্যে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবারের ভয়ে কিছু না বললেও এক সময়য়ে তারা উভয়ে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৭. দৈহিক অক্ষমতা : নারী-পুরুষ জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এই চাহিদা পূরণ না হ'লে নারী-পুরুষ পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের চাইল্ড অ্যাডোলসেন্ট ও ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলালুদ্দীন আহমাদ বলেন, মনোদৈহিক ও সামাজিক কারণে মানুষ পরকীয়ায় জড়ায়। প্রথমে আসে দৈহিক বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্কে অতৃপ্তি থেকে অনেকে এ সম্পর্কে জড়ায়।[১৮]

৮. নারীর পোষাক : পোষাক মানুষকে যেমন সম্মানিত করে তেমনি পোষাকের কারণে অনেক অঘটনও ঘটে থাকে। নারীদের টাইটফিট, আঁট-সাট, পাতলা ও জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকের কারণে পর পুরুষ তার দিকে আকৃষ্ট হয়। ইসলাম এমন পোষাককে হারাম করেছে, যা পাতলা হওয়ার কারণে ভিতরের চামড়ার রঙ নযরে আসে। এজন্য মুসলিম মহিলাদের পাতলা শাড়ি, ওড়না প্রভৃতি পোষাক পরিধান করে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়।[১৯] আলকামাহ ইবনু আবূ আলকামাহ (রাঃ) তাঁর মাতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا، 'একদিন হাফছাহ্ বিনতু আব্দুর রহমান (রাঃ) একটি খুব পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন'।[২০] আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَيَجِدْنَ رِيحَهَاوَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামের অধিবাসী, যাদেরকে আমি দেখিনি (তারা ভবিষ্যতে আসবে।) প্রথম শ্রেণী (অত্যাচারীর দল) যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক, যা দ্বারা তারা লোককে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল সেই নারী যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে, যারা পুরুষদের

১৪. *তিরমিযী হা/১১৭২; মুসনাদ আহমাদ হা/১৪৩২৪।*
১৫. *তিরমিযী হা/২১৬৫; ছহীহুল জামে' হা/২৫৬৪।*
১৬. *বুখারী হা/১৮৬২, ৩০০৬, ৩০৬১, ৫২৩৩; মুসলিম হা/৩৪১।*
১৭. *তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত, হা/৩১১৮।*
১৮. *https://www.ntvbd.com/health/101693/পরকীয়ায়-মানুষ কেন -জড়ায়।*
১৯. *আলবানী, হিজাবুল মার'আতিল মুসলিমা, পৃ: ৫৯।*
২০. *মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/৩৩৮৩; আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৩৩৯১; মিশকাত হা/৪৩৭৫।*

আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, যাদের মাথা (খোপা বাঁধার কারণে) উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে'।[২১]

আয়েশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, একদা আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হে আসমা! মেয়েরা যখন সাবালিকা হয় তখন এই দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ করা তার জন্য সংগত নয়। এ বলে তিনি তাঁর চেহারা ও দু'হাতের কব্জির দিকে ইশারা করেন'।[২২]

৯. পশ্চিমা সংস্কৃতি : পশ্চিমাদের নিকট খোলামেলা পোষাকে চলা, বেপর্দায় নিজেকে প্রদর্শন করা অন্যায় নয়। অনেক মুসলিম ছেলে-মেয়ে পশ্চিমাদের অনুকরণে পোষাক পরিধান, তাদের স্টাইলে চলা এবং তাদের মত বেশ ধারণ করে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ছেলে-মেয়েরা খোলামেলা পোষাক পরা এবং নারী-পুরুষ অবাধে মেলা-মেশা করার কারণে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে।

১০. অসমতা : বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের বয়স, আর্থিক সচ্ছলতা, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বয়সের অধিক ব্যবধানের ফলে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মানসিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। যা এক সময় স্থায়ী বিচ্ছেদের রূপ পরিগ্রহ করে কিংবা তারা পরকীয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এজন্য ইসলাম বয়স, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ، 'তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ কর এবং সমতা বিবেচনায় বিবাহ কর, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখ'।[২৩]

১১. প্রযুক্তির সহজলভ্যতা : প্রযুক্তি যেমন মানুষের জীবনকে সহজ ও গতিময় করেছে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে এর অপকারিতা জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। হাতের নাগালে মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেইসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক বিভিন্ন মাধ্যমে থাকার কারণে প্রতিনিয়ত অনেকের সাথে পরিচয় হচ্ছে এ পরিচয় থেকে অনেকে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ছে।

১২. কর্মসংস্থান : কর্মসংস্থান পৃথক হওয়ার কারণে অনেক স্বামী-স্ত্রী একসাথে অবস্থান করতে পারে না। ফলে পুরুষ তার অফিসের মহিলা সহকর্মীর সাথে এবং নারী তার অফিসের পুরুষ সহকর্মীর সাথে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। 'ক্রিয়ার মেন্টাল হেলথ ইউনিট'-এর সাইকোলজিস্ট ইশরাত জাহান বীথি বলেন, পরকীয়ায় জড়ানোর একটি বড় কারণ হ'ল শূন্যতা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন শূন্যতা তৈরী হয়, তখন আরেকজন সেখানে প্রবেশ করে। হয়তো স্বামী বা স্ত্রী আর আগের মতো করে কথা বলে না বা আদর করে না। যত্ন কম নেয়। এসব কারণে অন্যের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়।[২৪]

১৩. বিদেশী টিভি চ্যানেলের প্রভাব : বিদেশী টিভি চ্যানেলগুলো পরকীয়ার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এসব চ্যানেলগুলো বিভিন্ন সিরিয়ালের আড়ালে মানুষদেরকে পারিবারিক কলহ, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব বিশেষ করে পরকীয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

১৪. আইনের দুর্বলতা : আধুনিক সমাজে পরকীয়ার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বজায় থাকলেও এটি আইনত অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না, তবে অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে পরকীয়াকারী ব্যক্তির বিবাহিত সঙ্গী তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোর্টে আবেদন করতে পারেন।[২৫] বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কারো স্ত্রী যদি পরকীয়ায় লিপ্ত হয় তাহ'লে স্বামীর কোন আইনগত প্রতিকার নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে পারে। পরকীয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে স্ত্রীর কোন শাস্তির বিধান নেই। কিন্তু দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা অনুসারে স্ত্রীর প্রেমিকের শাস্তির বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাকে আইনের মুখোমুখি করানো যাবে। কিন্তু স্ত্রীকে আইনে সোপর্দ করা যাবে না। এমনকি স্ত্রীকে অপরাধের সাহায্যকারী হিসাবেও গণ্য করা যাবে না।

ইসলামে পরকীয়ার শাস্তি : ইসলামে যেসব অপরাধের দণ্ড উল্লেখিত হয়েছে, তন্মধ্যে পরকীয়ার মাধ্যমে সংঘটিত যেনা-ব্যভিচারের শাস্তিই সবচেয়ে কঠিন। নিম্নে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হ'ল।-

যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া : ইসলামে ব্যভিচারের সকল উপায়-উপকরণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ ব্যভিচার করলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে যেনা-ব্যভিচার প্রমাণিত হলে এর দু'ধরণের শাস্তি রয়েছে।-

এক. অবিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি : পরকীয়ার দুই জনের একজন যদি অবিবাহিত হয় তাহ'লে তার শাস্তি হ'ল- ১০০ বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، 'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী- তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' *(নূর ২৪/২)*।

---

২১. মুসলিম হা/২১২৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩২৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৯৯।
২২. বায়হাকী; আবুদাউদ হা/৪১০৪।
২৩. ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭।
২৪. www.ntvbd.com/health/101693/
২৫. www.bn.wikipedia.org/wiki/পরকীয়া।

দুই. বিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি : বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু নিশ্চিত করা। আবূ হুরায়রাহ ও যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, একবার দু'লোক ঝগড়া করতে করতে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এলো। তাদের একজন বলল, আল্লাহ্র কিতাব মুতাবিক আমাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিন। দু'জনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব মুতাবিক ফায়ছালা করে দিন। আর আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এ লোকটির কাছে চাকর হিসাবে ছিল। আমার পুত্র তার স্ত্রীর সঙ্গে যেনা করেছে। লোকেরা বলেছে, আমার পুত্রের (শাস্তি) রজম হবে। তাই আমি একশ' বকরি ও একটি বাঁদী নিয়ে তার ফিদইয়া দিয়েছি।

এরপর আমি আলেমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন হবে। আর রজম হবে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কসম ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহ্র কিতাব মুতাবিক ফায়ছালা করে দেব। তোমার বকরী ও বাঁদী তোমাকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি তাঁর পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনায়ক আসলামীকে আদেশ দেয়া হ'ল অন্য লোকটির স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য। সে যদি (ব্যভিচার) স্বীকার করে তবে তাকে রজম করতে। সে তা স্বীকার করল। সুতরাং তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হ'ল।[২৬]

বুরায়দাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন মায়েয ইবনু মালিক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'আমাকে পবিত্র করুন'। তিনি বললেন, তোমার ওপর আক্ষেপ হয়, ফিরে যাও এবং আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাও ও তওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন কিন্তু কিছু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। নবী করীম (ছাঃ) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে যখন তিনি চতুর্থবার এসে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আচ্ছা! তোমাকে আমি কিসের থেকে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা থেকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে কি পাগল? জানানো হ'ল, না সে পাগল নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তবে কি সে মদ্যপায়ী? তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকলেন, কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া গেল না। তখন তিনি বললেন, أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ 'তুমি কি যিনা করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে রজম করা হ'ল।

এ ঘটনার পর আয্দ বংশের গামিদী গোত্রের জনৈক নারী এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, তোমার ওপর আক্ষেপ হয়, ফিরে যাও! আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। তখন সে বলল, আপনি মায়েয ইবনু মালিককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমাকেও কি অনুরূপ ফিরিয়ে দিতে চান? অথচ আমি তো সেই নারী যে যিনার দ্বারা অন্তঃসত্তা। তখন তিনি বললেন, সত্যি কি তুমি যিনার দ্বারা গর্ভবতী? মহিলা বলল, জি, হ্যাঁ! নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যাও! তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তখন এক আনছারী মহিলাটির বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। অতঃপর সন্তান হওয়ার পর ঐ লোকটি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, গামিদী গোত্রীয় মহিলা বাচ্চা প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, তার শিশু বাচ্চাটি রেখে এখন তাকে রজম করা যাবে না। কেননা বাচ্চাটির দুধ পান করানোর মতো কেউ থাকবে না। তখন আনছারদের থেকে জনৈক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! তাকে দুধপান করানোর দায়িত্ব আমার ওপর। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তাকে রজম করলেন'।[২৭]

উল্লেখ্য যে, যেনা-ব্যভিচারের এই শাস্তি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কেবলমাত্র দেশের সরকারের। কোন ব্যক্তি বা সামাজিক দায়িত্বশীল তা বাস্তবায়ন করবে না। *[ক্রমশঃ]*

২৬. বুখারী হা/৬৬৩৩, ৬৬৩৪; মুসলিম হা/১৬৯৭, ১৬৯৮।

২৭. মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

চিন্তার ইবাদত

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(৩য় কিস্তি)

৫. হালাল-হারাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা :

যে কোন কাজের শুরুতে ভেবে দেখা উচিত সেই কাজটি ভালো না-কি মন্দ; হালাল না-কি হারাম। ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের আগে চিন্তা-ভাবনা করা যরূরী। কেউ যদি কোন পদক্ষেপ গ্রহণের আগে চিন্তার ইবাদতের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব না দেয়, তাহ'লে খুব সহজেই সে হারাম ও পাপের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হবে। বিশেষ করে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে চিন্তার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي المَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الحَلاَلِ أَمْ مِنَ الحَرَامِ، 'এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ কোনই পরওয়া করবে না যে, সে কোত্থেকে উপার্জন করছে। সেটা হালাল পথে নাকি হারাম পথে'।[১] এর কারণ হচ্ছে অধিকাংশ সময় উপার্জনের হারাম উৎসগুলো খুব চমকপ্রদ হয়ে থাকে। সেখানে অল্প সময়ে ধনবান হওয়ার চটকদার প্ররোচনা থাকে। সুপরামর্শ না পেলে ও মনের চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা না হ'লে সাধারণ মানুষের কাছে হারাম জিনিসও অনেক সময় হালাল মনে হ'তে পারে।

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, رَحِمَ اللهُ عَبْدًا وَقَفَ عِنْدَ هَمِّهِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَضَى، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللهِ أَمْسَكَ، 'আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন! যে কাজের শুরুতে থেমে গিয়ে একটু ভেবে নেয়। কাজটা যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে তা করে ফেলে। আর যদি কাজটা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে হয়, তবে সে (কাজটি করা থেকে) বিরত থাকে'।[২]

তাবেঈ মাইমূন ইবনে মিহরান (রহঃ) বলেন, لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ مُحَاسَبَةَ شَرِيكِهِ، وَحَتَّى يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَكْسَبُهُ، 'মানুষ কখনো মুত্তাক্বী হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার শরীক থেকে কঠিন হৃদয় হয়ে হিসাব নেওয়ার মতো করে নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করবে। এমনকি কোত্থেকে তার পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয় ও আয়-রোযগার হচ্ছে তাও সে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে'।[৩]

সুতরাং সার্বিক জীবনে যে কোন কাজ শুরু করার আগে সেই ব্যাপারে ভেবে দেখা খুবই যরূরী। কেননা যখন মানুষ চিন্তার ইবাদতে রত হয়ে কোন ব্যাপারকে পর্যবেক্ষণ করে, তখন আল্লাহ তার অন্তরজগতে দূরদর্শিতার নূর জ্বালিয়ে দেন। তখন ভালো-মন্দ ও হালাল-হারামের পার্থক্যটা তার কাছে দিবালোকের মতো সস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং সেই কাজে আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

৬. দুনিয়া ও আখেরাত নিয়ে চিন্তা করা :

দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। এটা চিন্তার ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে পার্থক্য করা শিখিয়েছেন। যেমন তিনি এক হাদীছে বলেন, وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ؟ 'আল্লাহ্র কসম! দুনিয়ার সাথে আখেরাতের পার্থক্য এতটুকুই যে, তোমাদের কেউ সাগরের মাঝে তার আঙুলটা ডুবিয়ে দিক। তারপর দেখুক সে আঙুলে কতটুকু পানি তুলে আনতে পারে'।[৪] অর্থাৎ বিশাল পানিরাশির সেই মহাসমুদ্র হ'ল তার আখেরাতের জীবন এবং আঙুলের সাথে লেগে থাকা অতি নগণ্য পানিটুকু তার দুনিয়ার জীবন।

উপমা দিয়ে এবং চিন্তার জগতকে নাড়া দিয়ে রাসূল (ছাঃ) যেভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কেউ যদি এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তবে তার জীবন পরকালমুখী হয়ে যাবে। সে কখনো আখেরাতের উপরে পার্থিব স্বার্থকে প্রাধান্য দিবে না।

পবিত্র কুরআনে দুনিয়া ও পরকালকে নিয়ে ভাবতে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، 'এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পার দুনিয়া ও আখেরাতকে নিয়ে' *(বাক্বারাহ ২/২১৯-২২০)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة، وبقائها، 'যেন তোমরা পার্থিব জীবনের অবসান ও তার বিলুপ্তি নিয়ে এবং আখেরাতে আগমন ও তার স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পার'।[৫]

ইউসুফ ইবনে আসবাত্ব (রহঃ) বলেন, إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها، بل لينظر بها إلى الآخرة، 'দুনিয়াকে শুধু দেখার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং এর মাধ্যমে আখেরাতের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে'।[৬]

---

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বুখারী হা/২০৫৯; মিশকাত হ/২৭৬১।
২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৯/৪১১; রাগেব ইছ্ফাহানী, আয-যারী'আহ ইলা মাকারিমিশ শারী'আহ, পৃ. ৯৪।
৩. ওকী', কিতাবুয যুহদ, পৃ. ৫০১; ইবনু আবীদ্দুনয়া, মুহাসাবাতুন নাফ্স, পৃ. ২৫।
৪. মুসলিম হা/২৮৫৮; তিরমিযী হা/২৩২৩; মিশকাত হা/৫১৫৬।
৫. তাফসীরে কুরতুবী ৩/৩২০; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/১৫৮।
৬. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৪০৯।

৭. মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তা করা :

মৃত্যু মানবজীবনের এক অমোঘ বাস্তবতা এবং চিন্তার ইবাদতের এক শক্তিশালী ক্ষেত্র। মৃত্যু নিয়ে যার চিন্তা যত বেশী, তার জীবন তত পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও গোছালো। দুনিয়া লাভের প্রতিযোগিতা থেকে সে সর্বদা দূরে থাকে, কিন্তু আখেরাতের জন্য থাকে সদা উদ্গ্রীব ও পাগলপারা। ফলে তার মাধ্যমে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না। মৃত্যুর ভাবনা তাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদতে ব্যস্ত রাখে। দুনিয়ার সকল কাজের উপরে তারা আল্লাহ্র অনুগত্যকে সর্বাধিক প্রধান্য দিয়ে থাকেন।

দুনিয়াতে যারা যত বেশী কৌশল করে টাকা ইনকাম করতে পারে, রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানে বুদ্ধির মারপ্যাচে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে এবং চিন্তা ও যুক্তির ফাঁদে ফেলে মানুষকে বোকা বানাতে পারে, জনমুখে তারাই সুশীল, বিচক্ষণ, বুদ্ধিজীবী, দূরদর্শী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হন। অথচ প্রকৃত সত্য কথা হ'ল- যারা চিন্তার ইবাদতে রত হয়ে মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করতে পারে এবং পরকালের জন্য উত্তম পাথেয় সঞ্চয় করতে পারে, দুনিয়াতে তারাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাদেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাবাগোবা ও সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ মনে হ'লেও রাসূল (ছাঃ) দৃষ্টিতে তারাই সবচেয়ে দূরদর্শী ও বিচক্ষণ।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হ'ল- أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ 'সবচেয়ে বুদ্ধিমান মুমিন কারা?' উত্তরে তিনি বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ، 'যারা মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান'।[৭] জনৈক সালাফ ইবাদতে খুব উদ্যোমী থাকতেন। কোন ইবাদতের সুযোগই তিনি হাত ছাড়া করতেন না। তাকে বলা হ'ত আপনি ইবাদতের শক্তি কোথায় থেকে লাভ করেন? তিনি বলতেন চিন্তার ইবাদত ও মৃত্যুকে স্মরণ করার মাধ্যমে। তিনি বলতেন, إِنِّي تَفَكَّرْتُ فِي الْمَوْتِ فَرَأَيْتُ الْمَوْتَ لَا يَتْرُكُ الْكَبِيرَ وَلَا يَرْحَمُ الصَّغِيرَ، 'আমি মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তা করে দেখেছি যে, এই মৃত্যু বড়দেরও ছাড় দেয় না এবং ছোটদের প্রতিও রহম করে না'।[৮]

সুতরাং দামী দামী রিসোর্ট, পিকনিক স্পট, বনভোজন ও নৌভ্রমণে না গিয়ে মাঝে মধ্যে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে বা একাকী কবর যিয়ারতে যাওয়া উচিত। হাযার হাযার টাকা খরচ করে নামকরা স্থাপনা ও জায়গা পরিদর্শনের চেয়ে বাড়ির পাশের কবরস্থান যিয়ারত করা বেশী উপকারী ও কার্যকর। কেউ যদি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবে এই কবরবাসী একদিন আমার মত এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল। আমার মতই তার পরিবার-পরিজন ও প্রিয় মানুষ ছিল। আমাদের মতই সে ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরী-বাকরী করত। কিন্তু আজ সে কবরের বাসিন্দা। তার আমল করার সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ আমাকে এখনো এই পৃথিবীতে জীবিত রেখেছেন এবং আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়েছেন। যে কোন সময় আমাকেও এই মাটির ঘরে পাড়ি জমাতে হবে। আমি আমার সারা জীবনে কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে যে বাড়ি নির্মাণ করেছি। আমার মৃত্যুর পরে সেই বাড়িতে আর একদিনের জন্যও আমার ঠাঁই হবে না। যে পিতা-মাতা, প্রিয়তমা স্ত্রী ও নয়নের পুত্তলী সন্তানদের জন্য তিলে তিলে এত কিছু সঞ্চয় করেছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাটা জীবন উপার্জন করেছি। তারা এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে তাদের কাছে রাখবে না। আমাকে তারা কপর্দকশূন্য অবস্থায় রেখে দিবে এই নির্জন-নিঠুর সংকীর্ণ কবর গৃহে। আমার কাপড়-চোপড়, ব্যবহার্য জিনিস-পত্র, বিছানা-বালিশ, চেয়ার-টেবিল, আলমারী, শো-কেচ সবই অন্যরা দখল করে নিবে। কিছুদিন হয়তো তারা আমার জন্য কান্না-কাটি করবে। অল্পকাল পরেই তারা আমাকে ভুলে যাবে। পৃথিবীতে আমার অনুপস্থিতি তাদের নিরন্তর পথচলায় কোন ছেদ ঘটাবে না। এটাই পৃথিবীর অমোঘ বাস্তবতা।

কোন বান্দা যদি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এই চিন্তা-ভাবনায় হৃদয়কে মশগুল করতে পারে, তাহ'লে সাথে সাথে তার হৃদয়ে জ্বলে উঠবে ঈমান-ইয়াক্বীনের আলো। তার অন্তরের দৃষ্টি খুলে যাবে। তখন তার মনে হবে এই দুনিয়ার পিছনে ছুটে চলাটা কত বড় বোকামী। তখন তার ভাবনাগুলো উদাস হয়ে যাবে। সে উপলব্ধি করবে, মাত্র কয়েক বছর বসবাসের জন্য এই দুনিয়ার গৃহকে কত আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়েছি, রঙ-বেরঙের কত লাইটিং-এর ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু লক্ষ-হাযার বছর বসবাসের জন্য নির্ধারিত সাড়ে তিন হাত কবরকে আলোকিত করার ও সাজাবার জন্য কোন কিছুই আমার করা হয়নি। ফলে তার তনু-মন আল্লাহ্র আনুগত্যে প্রণত হবে। সে যদি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে স্বীয় স্ত্রী, সন্তানাদি ও ছোট্ট সোনামণির সাথে এই ভাবনাগুলো শেয়ার কারতে পারে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি নেওয়ার উপদেশ দিতে পারে। তাহ'লে এটা হবে সবচেয়ে কার্যকর উপদেশ। যত কঠোর হৃদয়ের মানুষ হোক না কেন, কেউ যদি কবরের পাশে গিয়ে চিন্তার ইবাদতে রত হয়ে মৃত্যুকে স্মরণ করতে পারে, তাহ'লে পাষাণ হৃদয়ের বরফ গলবেই ইনশাআল্লাহ। আর কেউ যদি নিয়মিত কবর যিয়ারত করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে, তাহ'লে এটা হবে তার পার্থিব জীবনের সবচেয়ে উপকারী ও শ্রেষ্ঠ অভ্যাস।

হাতেম আল-আ'ছাম (রহঃ) কবর যিয়ারত করতেন ও বলতেন, من مر بِفنَاء الْقُبُور وَلم يتفكر فِي نَفسه وَلم يدع لَهُم فقد خَان نَفسه وخانهم، 'যে ব্যক্তি কবরস্থানের পাশ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু নিজের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল না এবং কবরবাসীর জন্য দো'আও করল না; সে নিজেকে

৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৩৫; সনদ হাসান।
৮. হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/৩২।

এবং কবরবাসীকে ধোঁকা দিল'।[৯] মহান আল্লাহ আমাদের হৃদয়ে সর্বদা মৃত্যুর ভাবনা জাগরুক রাখুন- আমীন!

চিন্তা-ভাবনার সীমানা

যেসব ক্ষেত্র নিয়ে আলোকপাত করা হ'ল চিন্তার পরিসর এগুলোর মাধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা কেবল আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজির মাঝেই নির্ধারিত রাখতে হবে। এর বাইরে নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَفَكَّرُوْا فِي خَلْقِ اللهِ وَلاَ تَفَكَّرُوْا فِي اللهِ، 'তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর, কিন্তু আল্লাহ্র সত্তাকে নিয়ে চিন্তা করো না'।[১০] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, تَفَكَّرُوا فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِيْ ذَاتِ اللهِ، 'তোমরা প্রতিটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করো, কিন্তু আল্লাহ্র সত্তাকে নিয়ে নয়'।[১১]

মূলতঃ এটা একটা শয়তানী ওয়াওয়াসা, যা চিন্তার ইবাদতে চরমভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُوْلَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ، 'শয়তান তোমাদের মধ্যে কারো কারো নিকটে এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকে- এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এমনকি অবশেষে সে এটাও বলে বসে যে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? শয়তান যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে যেন আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এমন চিন্তা থেকে নিবৃত্ত থাকে'।[১২] ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছে আল্লাহ্র জাত সম্পর্কে যে কোন চিন্তা-ভাবনা অন্তরে ঠাঁই দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র কাছে শয়তানের এমন কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।[১৩]

সুতরাং বুঝা গেল, অন্যান্য ইবাদতের মত চিন্তার ইবাদতেও শয়তান মানুষকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে থাকে, যাতে মানুষ চিন্তার ইবাদতে রত হয়ে আল্লাহমুখী না হ'তে পারে। সেকারণ চিন্তার সীমানা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, قد نهينا عن التفكر في الله، وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، 'আমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ বহনকারী সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'।[১৪]

অনুরূপভাবে যে বিষয়ে সৃষ্টিগতভাবে মানুষের কোন জ্ঞান নেই, সেই সম্পর্কে চিন্তায় মগ্ন হওয়া সমীচীন নয়। আল্লাহ বলেন, وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ 'আমরা তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করি, যা তোমরা জান না' *(ওয়াক্বিয়া ৫৬/৬১)*। এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, মানুষের সৃষ্টির পিছনে এমন অনেক নিগূঢ় রহস্য আছে, যা মানুষের নিকট থেকে গোপন রাখা হয়েছে। আর সেটা জানাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সময় নষ্ট করা বৈধ নয়। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে যতগুলো পার্থক্য আছে, তন্মধ্যে এটি অন্যতম। নাস্তিক পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল কিছু জানা ও সকল কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল, আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্বের এমন অনেক গোপন রহস্য আছে, যা জানা সম্ভব নয়। আর চিন্তা-ভাবনার এমন অনেক সীমানা রয়েছে, যা পার করে যাওয়া আমাদের জন্য জায়েয নয়। যেমন, রূহ বা আত্মা নিয়ে গবেষণা করা। এ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কাফেররা তাদের অনেক সময় অপচয় করেছে। গলদঘর্ম হয়েছে। কিন্তু কোন রহস্য আবিষ্কার করতে পারেনি। যদি তারা জানতে পারত যে, মহান আল্লাহ আত্মার রহস্য কেবল নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তবে তারা এ সীমানায় এসে থেমে যেত। আর সময়, সম্পদ ও শক্তি নষ্ট না করে গবেষণা থামিয়ে দিত। মহান আল্লাহ বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا– 'আর ওরা তোমাকে প্রশ্ন করছে 'রূহ' সম্পর্কে। তুমি বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ মাত্র। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তোমাদের অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' *(ইসরা ১৭/৮৫)*।

অন্যদিকে এমন কিছু অদৃশ্যের খবর রয়েছে, যার রহস্য উদ্ঘাটন করা বস্তুবাদী জ্ঞানের জন্য সম্ভব নয়। যেমন ফেরেশতাদের জগৎ। ফেরেশতাদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে যতটুকু তথ্য দেওয়া হয়েছে, এর বাইরে কোন কিছু জানা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এই বিষয়গুলোতে চিন্তা-ভাবনা বন্ধ করা আবশ্যক। এর সীমানা অতিক্রম না করা ওয়াজিব। কারণ এগুলো অদৃশ্যের বিষয়, যা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে এমন কিছু বিষয় আছে, যে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা বর্জন করা উচিত। যেমন দুনিয়া অর্জনের পন্থা নিয়ে চিন্তা করা, জীবনের জন্য অপকারী ও অনর্থক বিষয় নিয়ে চিন্তা করা, পাপ কাজ করার কৌশল নিয়ে চিন্তা করা। এগুলো মন্দ চিন্তা-ভাবনা, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আবুল লায়েছ সামারকান্দি (রহঃ) বলেন, لَا تَتَفَكَّرْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: لَا تَتَفَكَّرْ فِي الْفَقْرِ فَيَكْثُرَ هَمُّكَ وَغَمُّكَ، وَيَزِيدَ فِي حِرْصِكَ، وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي ظُلْمِ مَنْ ظَلَمَكَ فَيَغْلُظَ قَلْبُكَ، وَيَكْثُرَ حِقْدُكَ، وَيَدُومَ غَيْظُكَ، وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي طُولِ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا، فَتُحِبَّ الْجَمْعَ، وَتُضَيِّعَ الْعُمْرَ، وَتُسَوِّفَ فِي الْعَمَلِ، 'তিনটি বিষয়ে

---

৯. *ইবনুল খাররাত, আল-'আকিবাহ ফী যিকরিল মাওত, পৃ. ১৯৫।*
১০. *তাবারাণী আওসাত্ব হা/৬৩১৯; ছহীহুল জামে' হা/২৯৭৬, সনদ হাসান।*
১১. *ইবনু বাত্তাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা, ৭/১৫০ হা/১০৮; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১৩/৩৮৩, সনদ জাইয়িদ।*
১২. *বুখারী হা/৩২৭৬; মুসলিম হা/১৩৪; মিশকাত হা/৬৫।*
১৩. *ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ, ১/১৪৪।*
১৪. *সিলসিলা ছহীহাহ ৭/১৩২৫।*

চিন্তা-ভাবনা করবে না। (১) দরিদ্রতা সম্পর্কে চিন্তা করবে না, তাহ'লে তোমার দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা বেড়ে যাবে এবং লোভ-লালসা বৃদ্ধি পাবে। (২) যালেমের যুলুম সম্পর্কে তুমি চিন্তা করবে না, তাহ'লে তোমার অন্তর শক্ত হয়ে যাবে, হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে এবং তোমার রাগ স্থায়ীরূপ নিবে। (৩) দুনিয়াতে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকা নিয়ে চিন্তা করবে না, তাহ'লে তুমি সম্পদ সঞ্চয়ে উদ্ধীব হয়ে পড়বে, সময় নষ্ট করবে এবং আমল সম্পাদনে বিলম্বে করবে'।[১৫]

সুতরাং চিন্তার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করার আগে চিন্তার সীমানা সম্পর্কে অবগত হওয়া যরূরী। যাতে চিন্তার ইবাদত করতে গিয়ে আল্লাহ্র অবাধ্যতা না হয়ে যায়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তার সীমানা অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখুন। সর্বদা চিন্তার ইবাদতে মগ্ন থেকে তাঁর রেযামন্দি হাছিল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

চিন্তা-ভাবনার উপকারিতা ও ফলাফল

১. আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করা যায় :

আল্লাহ্র পরিচয় জানার অর্থ হ'ল তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা। কবরে প্রত্যেক আদম সন্তানকে মৌলিক যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হবে তার রব সম্পর্কে। অর্থাৎ তাকে সর্বপ্রথম তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বান্দা যদি দুনিয়াতে তাওহীদের জ্ঞান অর্জন না করে থাকে, তাহ'লে সে কোনভাবেই মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হবে না। ফলে তার কবরটা জাহান্নামের টুকরায় পরিণত হবে। সুতরাং জীবদ্দশায় আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করা তথা তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন। আর আল্লাহ্র পরিচর জানার প্রধান উপায় হ'ল- চারপাশের সৃষ্টিরাজি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। যিনি যত বেশী চিন্তা-ভাবনা করবেন, তত দ্রুত ও সহজে আল্লাহ্র পরিচয়, বড়ত্ব ও মহত্ত্ব তার সামনে উদ্ভাসিত হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, إن أول ما أوجب الله على العبد معرفته، والثاني: .. النظر والاستدلال، المؤديان إلى معرفة الله تعالى، 'আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বান্দার উপর ফরয করেছেন, তা হ'ল তাঁর পরিচয় জানা। আর দ্বিতীয়টি হ'ল ... (তাঁর সৃষ্টিরাজি) পর্যবেক্ষণ করা এবং তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে বের করা। আল্লাহ্র পরিচয় জানতে এই দু'টি বিষয়ই মোক্ষম ভূমিকা পালন করে থাকে'।[১৬]

আল্লাহ বলেন, وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ– 'আর তারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)*। এই আয়াতে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যারা প্রকৃত অর্থে চিন্তার ইবাদত করে এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজি নিয়ে ভাবে, তারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করতে পারে এবং তাঁকে ভয় করতে শিখে। আর যারা চিন্তা করে না তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায়। ফলে তারা ঈমান আনে না; বরং কুফরী করে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ– 'বস্তুতঃ কাফেরদের যা থেকে সতর্ক করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(আহক্বাফ ৪৬/৩)*। ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেন, والذين جحدوا وحدانية الله عن إنذار الله إياهم معرضون، لا يتعظون به، ولا يتفكرون فيعتبرون، 'যারা আল্লাহ্র সতর্কবাণীর ব্যাপারে তাঁর একত্বকে অস্বীকার করে, তারা (আল্লাহ্র নির্দেশনাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা এর মাধ্যমে উপদেশ হাছিল করে না, চিন্তা-ভাবনা করে না এবং শিক্ষা লাভ করে না'।[১৭]

তাওহীদের জ্ঞান লাভ করার জন্য আল্লাহ নিজেদের নিয়েও চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। তিনি বলেন, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، 'আর নিদর্শন রয়েছে তোমাদের মাঝেও, তোমরা কি দেখ না'? *(যারিয়াত ৫১/০৮)*। ক্বাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, من سار في الأرض رأى آيات وعبرا، ومن تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعبد الله، 'যে ব্যক্তি যমীনে চলাচল করবে, সে অসংখ্য নিদর্শন ও উপদেশ লাভের খোরাক পেয়ে যাবে। আর যে নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে বুঝতে পারবে যে, তাকে সত্যিকারার্থে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে'।[১৮] ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেন, أفلا تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه، فتعلموا حقيقة وحدانية خالقكم؛ 'তোমরা কি নিজেরদের দিকে তাকিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না? তবেই তো তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার একত্বের সত্যতা অনুধাবন করতে পারবে'।[১৯] ইবনে আশুর (রহঃ) বলেন, فَإِنَّ حَقَّ النَّظَرِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَعْرِفَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ، 'প্রকৃত চিন্তাদৃষ্টি (বান্দাকে) তাওহীদের জ্ঞানের দিকে ধাবিত করে'।[২০]

মূলতঃ তাওহীদ এর অর্থ হ'ল আল্লাহকে এক ও একক জানা। অর্থাৎ গোটা বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টি, রাজত্ব, পরিচালনায় আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসাবে বিশ্বাস করা, যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী কেবল তাঁরই জন্য সুনির্দিষ্ট করা এবং কোন অপব্যাখ্যা না করে আল্লাহ্র সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর

১৫. *আবুল লায়েছ সমরকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৫৭২।*
১৬. *ইবনে তাইমিয়াহ, দারূউ তা'আরুযিল আক্বলি ওয়ান নাক্বল, তাহক্বীক্ব: ড. মুহাম্মাদ রাশেদ সালিম (সঊদী আরব: ইমাম মুহাম্মাদ বিন স'ঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১১হি./১৯৯১খ্রি.) ৮ম খণ্ড, পৃ. ০৫।*
১৭. *তাফসীরে তাবারী (জামে'উল বায়ান), ২২/৮৯।*
১৮. *তাফসীরে কুরতুবী, ১৭/৪০।*
১৯. *তাফসীরে তাবারী, ২২/৪২০।*
২০. *ইবনে আশূর আত-তূনুসী, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর, ২১/৫২।*

ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করা। আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ– 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। মুফাসসিরগণ বলেন, অত্র আয়াতে لِيَعْبُدُونِ -এর অর্থ হ'ল لِيُوَحِّدُوْنِ (তারা আমার একত্বের স্বীকৃতি দিবে)।[২১] নাছিরুদ্দীন বায়যাবী (রহঃ) বলেন, أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة، النظر في صنعه والاستدلال بأفعاله، 'আল্লাহ্র পরিচয় জানা, তাঁর তাওহীদের জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁকে ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত সাব্যস্ত করার উপায় হ'ল তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে এর প্রমাণ খুঁজে নেওয়া'।[২২]

২. ঈমানের জ্যোতি বৃদ্ধি পায় :

বান্দার জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ হ'ল ঈমান। পৃথিবীর সবকিছু হারিয়ে গেলেও হৃদয়ে যদি ঈমানের আলো প্রজ্বলিত থাকে, তাহ'লে তার যেন কিছুই হারায়নী। কেননা যার সীনাতে ঈমানের চিহ্ন আছে, আল্লাহ তার পাশে থাকেন। আর আল্লাহ যার সহায় হয়ে যান, তার কোন কিছু হারানোর ভয় থাকে না। সুতরাং মুমিন বান্দা জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে হ'লেও তার ঈমানকে হেফাযত করেন। তার শরীরে আঘাত লাগতে পারে, কিন্তু ঈমানকে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হ'তে দেন না। তার গায়ের পোষাক ময়লা হয়ে যেতে পারে, ঈমানের উপর তিনি পাপের ময়লা জমতে দেন না। জান্নাতের জন্য পাগলপারা একজন মুমিন বান্দা পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে হ'লেও বুকের পিঞ্জরে স্বীয় ঈমানের আলো জ্বালিয়ে রাখেন। এই যে ঈমানের আলোয় আলোকিত হওয়ার নিরন্তর কোশেশ, জান্নাতের পথে নিরবধি ছুটে চলার প্রচেষ্টা, দ্বীনের পথে অবিচল থাকার দৃঢ় শক্তি, এগুলোর অধিকাংশই চিন্তার ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা লাভ করে থাকেন। তিনি যখন দুনিয়া ও পরকালের স্থায়িত্ব, মৃত্যু, জান্নাত-জাহান্নাম, আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজি প্রভৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, তখন তার পরহেযগারিতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে যায়, হৃদয়ে বিকীর্ণ হয় ঈমানের প্রদীপ্ত আলো। আমের ইবনু আব্দে ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর একাধিক ছাহাবীকে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ ضِيَاءَ الْإِيْمَانِ التَّفَكُّرُ 'চিন্তা-ভাবনা হ'ল ঈমানের আলো'।[২৩] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, مفتاحُ الإيمانِ: التَّفكرُ فِيمَا دَعَا اللهُ عِبَادَهُ إلى التَّفكرُ فيهِ، 'ঈমানের চাবিকাঠি হ'ল আল্লাহ যে ব্যাপারে চিন্তা করতে বলেছেন, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা'।[২৪] আল্লামা শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الإيمان। 'নির্মল চিন্তা মানুষকে ঈমানের কাছে পৌঁছে দেয়'।[২৫] খলীফা আল-আবদী (রহঃ) বলেন, 'যদি আল্লাহ্র ইবাদত না করা হ'ত, এমনকি কেউ যদি আল্লাহ্র ইবাদত হ'তে নাও দেখত, তবুও মুমিনগণ রাতের আগমন নিয়ে চিন্তা করত; যখন রাত এসে সকল কিছুকে ছেয়ে ফেলে, সবকিছুকে (আঁধারে) ঢেকে ফেলে। দিবসকে নিয়ে চিন্তা করত- যখন দিন এসে রাতের প্রভাব একেবারে মুছে দেয়। তারা যমীন ও আসমানের মাঝে ভাসমান মেঘমালা নিয়ে চিন্তা করত। আকাশের তারকারাজি ও শীত-গ্রীষ্ম নিয়ে চিন্তা করত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুমিনগণ রবের এসব সৃষ্টিরাজি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত, তাহ'লে অবশ্যই তাদের অন্তরগুলো তাদের রবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যেত'।[২৬]

৩. আল্লাহভীতি অর্জন :

চিন্তার ইবাদতের একটি বড় উপকারিতা হ'ল এর মাধ্যমে বান্দার বিবেক উন্মুক্ত হয়। ফলে হৃদয়ে প্রবেশ করে আল্লাহভীতি। যাতে তার সারা দেহে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্র হক্বগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে কমতি করা হয়েছে, জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য তার পাথেয় নেই বললেই চলে, জান্নাতে যাওয়ার রসদ তার জোগাড় করা হয়নি। এই ভাবনাগুলো তার ভিতরে পরহেযগারিতা ও নেক আমলের বীজ বপন করে দেবে। ফলে তার অন্তর পরিবর্তিত হবে। বাহ্যিক আমল উন্নত হবে। ইবনে আওন (রহঃ) বলেন, الْفِكْرَةُ تُذْهِبُ الْغَفْلَةَ وَتُحْدِثُ لِلْقَلْبِ الْخَشْيَةَ كَمَا يُحْدِثُ الْمَاءُ لِلزَّرْعِ النَّبَاتَ، 'চিন্তা-ভাবনা উদাসীনতা দূর করে দেয়, আর অন্তরে আল্লাহভীতি পয়দা করে, যেমনভাবে পানি বীজ থেকে উদ্ভিদের জন্ম দেয়'।[২৭] হাতেম আল-আ'ছাম (রহঃ) বলেন, مِنَ الْعِبْرَةِ يَزِيدُ الْعِلْمُ وَمِنَ الذكر يزيد يَزِيدُ الْحُبُّ وَمِنَ التَّفَكُّرِ يَزِيدُ الْخَوْفُ 'উপদেশের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আর চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায়'।[২৮] অনুরূপভাবে বান্দা যখন কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, তখন তার ঈমান ও তাক্বওয়া উর্ধ্বমুখী হবে। নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবায়ে কেরাম কুরআন নিয়ে চিন্তা করতেন এবং প্রভাবিত হ'তেন। আবুবকর (রাঃ) ছিলেন একজন নরম দিলের মানুষ। তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন কান্না সংবরণ করতে পারতেন না। ওমর (রাঃ)-এর অবস্থাও ছিল একই রকম। একবার তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতে গিয়ে এই আয়াতে পৌঁছেন, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، مَا لَهُ

২১. *শাওক্বানী, তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর, ৫/১১০; তাফসীরে মাযহারী, ৯/৯১; তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৪৫।*
২২. *তাফসীরে বায়যাবী (আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল), ১/৫৫।*
২৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/১৮৫।*
২৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, হাদিউল আরওয়াহ, পৃ. ৬৮।*
২৫. *শাওক্বানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/৪৭০।*
২৬. *জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আদ্দুররুল মানছূর, ৪/৩৪৩।*
২৭. *তাফসীরে বাগাভী, ২/১৫২।*
২৮. *গাযালী, ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৪/৪২৫।*

مِنْ دَافِعٍ– ‘আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, তা থেকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না’ *(তূর ৫২/৭-৮)*। এই আয়াত পাঠ করার পর তিনি আল্লাহ্র ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি ছালাতে যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হ’ত এবং আল্লাহ্র আযাব ও জাহান্নাম সংক্রান্ত আয়াত আসত, তিনি ভয়ে কাঁদতে থাকতেন। একেবারে পিছনের কাতারে অবস্থানকারী মুছল্লীরাও তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন’।[২৯]

আলী ইবনে ফুযাইল (রহঃ) একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে গিয়ে তো ভয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। একবার তিনি সূরা আন‘আম তেলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন, وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ– ‘যদি তুমি তাদের সেই সময়ের অবস্থা দেখতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর তারা বলবে, হায় যদি আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেওয়া হ’ত, তাহ’লে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম’ *(আন‘আম ৬/২৭)*। ইবরাহীম ইবনে বাশার (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান এবং মৃত্যুবরণ করেন। আমি তার জানাযা ছালাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম’।[৩০] তারা কত গভীরভাবে কুরআনের আয়াত হৃদয়ে ধারণ করতেন, কত প্রবলভাবে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হ’তেন ও উক্ত ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। অথচ আমরাও এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করি, কিন্তু চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য সালাফদের অনুপরিমাণ অনুভূতিও আমাদের ভিতরে জাগ্রত হয় না। আল্লাহ আমাদেকে তাঁর কালামে পাক অনুধাবন করার নে‘মত দান করুন। চিন্তার ইবাদতের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় তাঁর ভয়ে ভীত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৪. নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় :

আমাদের জীবনের মূল দায়িত্বই হ’ল আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং নেক আমল করা। কারো যদি নেক আমলে গাফলতি আসে এবং ইবাদতের আগ্রহে ভাটা পড়ে, তবে তাকে চিন্তার ইবাদতে খুব বেশী জোর দেওয়া উচিত। কেননা এর মাধ্যমে বান্দার অন্তরে ইবাদতের প্রতি এক ঐকান্তিক অভিনিবেশ তৈরী হয়। নেক আমল সম্পাদনের স্পৃহা বহুগুণ বেড়ে যায়। যেমন চিন্তার যেসব ক্ষেত্র নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে, তখন তার মনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঈমানের আলো জ্বলে উঠবে। তার হৃদয় আল্লাহমুখী হয়ে যাবে। ফলে ইবাদত সম্পাদনে তার ভিতরে প্রেরণা জেগে উঠবে।

অনুরূপভাবে আমরা যখন ফযীলতপূর্ণ বা ভীতি মূলক কোন হাদীছ শুনি এবং সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করি, তখন ঐ হাদীছের প্রতি আমল করার আগ্রহ অনেক গুণ বেড়ে যায়। জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অথবা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আশায় ইবাদতের গতি একটু হ’লেও বাড়ে। যার চিন্তা শক্তি যত বেশী, ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমল সম্পাদনে তার আগ্রহ-উদ্দীপনা তত বেশী হয়ে থাকে। ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, مَا طَالَتْ فِكْرَةُ امرئ قَطُّ إِلَّا فَهِمَ، وَمَا فَهِمَ امْرُؤٌ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ، وَمَا عَلِمَ امْرُؤٌ قَطُّ إلا عمل، ‘যখনই কোন ব্যক্তির চিন্তা প্রলম্বিত হয়, তখন সে বুদ্ধিমান হয়। আর যে বুদ্ধিমান হয়, সে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়। আর যে জ্ঞানী হয়, সে আমল করে’।[৩১] শায়খ ছালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) বলেন, الذكر التام هو الذي يكون ذكرا لله باللسان وبالقلب، يعني انك تذكر الله بلسانك وتذكر الله بقلبك، فأحيانا يكون الذكر بالقلب انفع للعبد من الذكر المجرد، إذا تفكر الإنسان في نفسه وقلبه، في آيات الله الكونية والشرعية، بقدر ما يستطيع، حصل على خير كثير، ‘পূর্ণাঙ্গ যিকির হ’ল জিহ্বা ও হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্র যিকির করা। এর অর্থ হ’ল- আপনি আপনার জিহ্বা ও হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবেন। কখনো কখনো নিছক স্বাভাবিক যিকিরের চেয়ে অন্তরের যিকির বান্দার জন্য বেশী উপকারী হয়। যখন মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্র সার্বজনীন ও শারঈ নির্দেশনা নিয়ে হৃদয় দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারবে’।[৩২]

অন্তর হ’ল মানব দেহের রাজধানী। অন্তর যখন চিন্তার ইবাদতে রত হয়, তখন তার প্রভাবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভাবিত হয় এবং নেক আমল সম্পাদনে ঝুঁকে পড়ে। সেজন্য চিন্তা-ভাবনাকে অন্তরের শ্রেষ্ঠ ইবাদত গণ্য করা হয়। ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন, مَنْ تَفَكَّرَ فِي خَلْقِ نَفْسِهِ عَرَفَ أَنَّهُ إِنَّمَا خُلِقَ وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ لِلْعِبَادَةِ؛ ‘যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে জানতে পারবে যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, ফলে তার দেহ ইবাদতের জন্য অনুগত হয়ে যাবে’।[৩৩] হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ، وَلَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا عُبَادَةَ كَالتَّفَكُّرِ، وَلَا حُسْنَ كَحُسْنِ الْخَلْقِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، ‘মূর্খতার চেয়ে তীব্রতর কোন দরিদ্রতা নেই। বিবেকের চেয়ে অধিক উপকারী কোন সম্পদ নেই। চিন্তা-ভানার সমতুল্য কোন ইবাদত নেই। সদাচরণের মত কোন সৌন্দর্য নেই। নির্লোভের সমতুল্য কোন ধার্মিকতা নেই’।[৩৪]

[ক্রমশঃ]

---

২৯. ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবে ওমর, পৃ. ১৬৭।
৩০. যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৮/৪৪৬।
৩১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/১৮৪।
৩২. উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন, ১/৫৮৩।
৩৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৭/৪১৯।
৩৪. ইবনু আবীদ্দুনয়া, আল-ওরা‘উ, পৃ. ১২২।

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(৪র্থ কিস্তি)

আলবানী (রহঃ) কর্তৃক ছহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীছের সমালোচনা :

(১) قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِىَ فَلْيَسْتَقِئْ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গিয়ে পান করে থাকলে সে যেন তা বমি করে ফেলে'।[১]

আলবানী বলেন, 'এই বাক্যে হাদীছটি মুনকার। হাদীছটি ইমাম মুসলিম عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ أَخْبَرَنِى أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّىُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, উক্ত হাদীছের রাবী عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ থেকে ইমাম মুসলিম হাদীছ গ্রহণ করলেও ইমাম আহমাদ, ইবনু মা'ঈন ও নাসাঈসহ অন্যান্য ইমামগণ তাকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। সেকারণে ইমাম যাহাবী স্বীয় 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাকে যঈফ রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীছে নাকারাত (অপরিচিতি) থাকার কারণে ইবনু মা'ঈন তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনু হাজার স্বীয় তাক্বরীবে বলেন, সে যঈফ।

আলবানী বলেন, আমার বক্তব্য হ'ল- দাঁড়িয়ে পান করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একাধিক ছাহাবী থেকে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে আবু হুরায়রাও রয়েছেন। তবে তা ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বমির কথা রয়েছে, তবে ভুলে যাওয়ার কথা নেই। আর এ অংশটিই মুনকার। বাকি পুরো হাদীছটিই মাহফূয। তাই ঐ অংশটি আমি সিলসিলা ছহীহাহ-তে[২] সংকলন করেছি।[৩]

উক্ত হাদীছে আলবানী نسيان বা ভুলে যাওয়ার বিষয়টিকে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন। যা কেবলমাত্র মুসলিমে সংকলিত 'উমার ইবনু হামযার সূত্রেই এসেছে। অথচ অধিকাংশ মুহাদ্দিছের মতে তিনি দুর্বল। উপরন্তু উক্ত শব্দটি যুক্ত করার মাধ্যমে তিনি কয়েকজন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করেছেন।

তবে ইমাম নববী এর প্রতিবাদ করে অন্যান্য বর্ণনার সাথে এর সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, কিছু বিদ্বান হাদীছটির ব্যাপারে অনেক বাতিল বক্তব্য পেশ করেছেন এবং এর সনদের কোন রাবীকে যঈফ সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। অথচ তা বাতিলযোগ্য। বরং হাদীছের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই। এর পুরোটাই ছহীহ।[৪]

কিন্তু উক্ত প্রতিবাদের ক্ষেত্রে নববী 'উমার ইবনু হামযার ব্যাপারে কিছু বলেননি, যা আলবানী উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ড. হামযা মালিয়াবারীর মতে, ইমাম মুসলিমের মানহাজ হ'ল, মুসলিমে সংকলিত কোন হাদীছের মধ্যে ত্রুটি থাকলে তা তিনি অনুচ্ছেদের শেষাংশে উল্লেখ করেন।[৫] আলবানীর সিদ্ধান্তের সাথে এটা মিলে যায়। কেননা ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীছের ক্ষেত্রে এমনটিই করেছেন। তথা হাদীছটি অনুচ্ছেদের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন। অতএব উক্ত হাদীছের ব্যাপারে আলবানীর সিদ্ধান্তই অগ্রাধিকারযোগ্য।[৬]

(২) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «إِنِّى لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ» আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে কেউ যদি বীর্যপাতের পূর্বেই পুরুষাঙ্গ বের করে নেয়, তবে কি তাদের উপর গোসল ফরয হবে? এ সময়ে আয়েশা (রাঃ) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি এবং সে ('আয়েশা) এরূপ করি। অতঃপর আমরা গোসল করি।

হাদীছটি মুসলিম (হা/৩৫০) ও বায়হাক্বীতে عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة থেকে মারফূ' সূত্রে সংকলিত হয়েছে।

আলবানী বলেন, দু'টি কারণে এর সনদ যঈফ। (১) আবূয যুবায়ের সনদে 'আন'আনা করেছেন। অথচ তিনি মুদাল্লিস। ইবনু হাজার তাকে 'সত্যবাদী কিন্তু তাদলীস করেন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাহাবী বলেছেন, ছহীহ মুসলিমে কয়েকটি হাদীছ রয়েছে যেখানে আবূয যুবায়ের জাবের থেকে শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট করেননি। এছাড়া লাইছ সূত্রেও তা স্পষ্ট হয়নি। (২) 'ইয়ায ইবনু 'আব্দিল্লাহ্র দুর্বলতা। তিনি হ'লেন ইবনু 'আব্দির রহমান আল-ফিহরী আল-মাদানী। ইমাম বুখারী তাকে মুনকিরুল হাদীছ বলেছেন। একথার দ্বারা ইমাম বুখারী তার চরম দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেন। আবু হাতিম বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু হিব্বান তাকে

১. *ছহীহ মুসলিম, ৩/১৬০১, হা/২০২৬।*
২. *সিলসিলা ছহীহাহ, ১/৩৩৭, হা/১৭৫।*
৩. *সিলসিলা যঈফাহ, ২/৩২৬, হা/৯২৭।*
৪. *নববী, শরহ মুসলিম, পানাহার অধ্যায়, দাড়িয়ে পান করা অনুচ্ছেদ, ১৩/১৬৯-১৭০।*
৫. *ড. হামযা মিলিয়াবারী, 'আবকারিইয়াতুল ইমাম মুসলিম (বৈরূত : দারু ইবনি হাযম, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩০-৩৭।*
৬. *মানহাজুল 'আল্লামা আলবানী ফী তা'লীলিল হাদীছ, পৃ. ২৮৮-২৯০।*

www.at-tahreek.com

স্বীয় 'ছিক্বাত'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনু মা'ঈন বলেছেন, 'যঈফুল হাদীছ'। ইবনু শাহীন তাকে ছিক্বাহ রাবীর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। আবু ছালিহ বলেছেন, নির্ভরযোগ্য। ইবনু হাজার সব মতামতের সারাংশ স্বরূপ স্বীয় 'তাক্বরীবে' বলেছেন, فيه لين। যাহাবী স্বীয় মীযানে যারা তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন তাদের বক্তব্যকে যঈফ সাব্যস্ত করে বলেন, 'তারা তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন! অথচ আবু হাতিম বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। সেকারণে তাকে স্বীয় 'কিতাবুয যু'আফা'য় অন্তর্ভুক্ত করেছেন'। অতঃপর আলবানী বলেন, এ রাবী দুর্বল। তার থেকে একক কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও তার বিপরীতে কোন বর্ণনা না আসে।

অথচ মারফূ' সূত্রে বর্ণিত উক্ত দুর্বল হাদীছের বিপরীতে আয়েশা থেকে মাওকূফ সূত্রে আশ'আছ ইবনু ছাউয়ার কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ আহমাদ ও আবু ইয়া'লাতে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে তিনি আবূয যুবায়ের থেকে আয়েশার সূত্রে বলেছেন তিনি বলেন, আমরা একবার এরূপ করেছিলাম। তারপর দু'জনে গোসল করেছিলাম। অর্থাৎ আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিলিত হয়ে বীর্যপাত ছাড়াই পৃথক হন। অতঃপর গোসল করেন। আলবানী বলেন, তাক্বরীবের বর্ণনা মতে আশ'আছ যঈফ রাবী। মুসলিম তার হাদীছ মুতাবা'আত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে তার বর্ণনা আমার নিকটে 'ইয়াযের বর্ণনার চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা অন্য তুরুক থেকে এর শাহেদ রয়েছে। যেটি আব্দুর রহমান ইবনুল ক্বাসিম তার পিতা থেকে আয়েশার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাকে বীর্যপাত ব্যতীত সহবাস শেষ করা ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এবং রাসূল এরূপ করেছি। তারপর একত্রে গোসল করেছি। এটি আবু ইয়া'লা স্বীয় মুসনাদে, ইবনুল জারূদ স্বীয় 'মুনতাক্বা'-য় এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ছহীহ সনদে সংকলন করেছেন। অতএব হাদীছটি মাওকূফ হওয়ারই উপযুক্ত। মারফূ' সূত্রটি ছহীহ নয়। তবে পরবর্তীতে 'মুদাওয়ানা'-তে আমি আলোচ্য হাদীছের আরেকটি মারফূ' সূত্র পেয়েছি। যেটা হ'ল- ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر । ফলে 'ইয়াযের তাফাররুদ দূরীভূত হ'ল। হাদীছটির 'ইল্লত কেবল আবূয যুবায়েরের 'আন'আনা মা'আল মুখালাফা-তে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।[৭]

পর্যালোচনা :

প্রথমতঃ ইমাম মুসলিম হাদীছটি স্বীয় বাবে মৌলিক দলীল হিসাবে সংকলন করেননি। বরং শাহেদ হিসাবে এনেছেন। অর্থাৎ এ বিষয়ক অনুচ্ছেদে তিনি কয়েকটি হাদীছ এনেছেন যা মিলনের পর গোসল ওয়াজিব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। তারপর উক্ত হাদীছ দ্বারা অনুচ্ছেদটি সমাপ্ত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আলবানী হাদীছটি পুরোপুরি যঈফ সাব্যস্ত করেননি। বরং এটাকে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য হিসাবে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন এবং রাসূলের আমল সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ)-এর বক্তব্য হিসাবে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী হিসাবে নয় বরং তার কর্ম হিসাবে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। মূলতঃ এর মারফূ', মাওকূফ উভয় সূত্রই দুর্বল। কিন্তু মাওকূফ সূত্রটি অন্য তুরুকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত ছহীহ শাওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং হাদীছ শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে মাওকূফ সূত্রটিকে তিনি ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।[৮]

সারকথা :

উপরে উল্লেখিত কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আলবানী নিজস্ব চিন্তাধারা ও মতামতের ভিত্তিতে ছহীহুল বুখারী ও মুসলিমে সংকলিত হাদীছের সমালোচনা করেননি। বরং ইলমুল হাদীছের একজন মুজতাহিদ বিদ্বান হিসাবে উছূলুল হাদীছের নীতিমালা এবং রাবীদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের মতামতের ভিত্তিতে ইলমী গবেষণা পেশ করেছেন। তাঁর এই নিরপেক্ষ সমালোচনার ফলে যে কেবল ছহীহাইনের কিছু হাদীছের দুর্বলতার দিকসমূহ প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, বরং ছহীহাইনের অনেক হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি সমালোচকদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন এবং শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আতসহ বিভিন্ন দলীল-প্রমাণের সাহায্যে সেগুলো ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ : (১) ছহীহুল বুখারীর হাদীছ- مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ... -এর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী ও ইবনু রজব হাম্বলী সমালোচনা পেশ করেছেন। আর তার জবাব দিয়েছেন ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)। আলবানী তাঁদের সমালোচনার জবাবে সিলসিলা ছহীহায় ইবনু হাজারের দলীলসমূহ উল্লেখ করে বলেন, হাদীছটি ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তাই কেবল সনদগত দুর্বলতার ভিত্তিতে তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সমালোচনা করা সহজ নয়। কেননা তাকে শক্তিশালী করার মত প্রয়োজনীয় শাওয়াহেদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর তিনি সমালোচনার জবাব দিয়েছেন এবং হাদীছটি ছহীহ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ১১ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন।[৯]

(২) ছহীহ মুসলিমের হাদীছ ... خلق الله البرية يوم السبت - এর ব্যাপারে ইমাম বুখারী, তাঁর উস্তায আলী ইবনুল মাদীনী, বায়হাক্বী প্রমুখ বিদ্বান সমালোচনা করেছেন। তাঁরা হাদীছটির মর্মার্থ মুনকার ও কুরআন বিরোধী সাব্যস্ত করেছেন। আলবানী সিলসিলা ছহীহায় উক্ত সমালোচনার জবাব

৭. *সিলসিলা যঈফাহ, ২/৪০৬-৪০৮, হা/৯৭৬।*

৮. *রাদ'উল জানী আল-মু'তাদ্দা 'আলাল আলবানী, পৃ. ১২০-২১।*
৯. *সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ, ৪/১৮৩-১৯৩, হা/১৬৪০।*

দিয়েছেন এবং বিস্তারিত আলোচনা পেশ করে হাদীছটিকে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।[১০]

(৩) ছহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীছ ... إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا -কে ইমাম বুখারী, আবূদাঊদ, ইবনু মা'ঈন, ইবনু খুযায়মা প্রমুখ বিদ্বান যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। আলবানী তার প্রতিবাদ করেছেন এবং আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছ থেকে এর শাওয়াহেদ পেশ করে একে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।[১১]

মোদ্দাকথা এরূপ সমালোচনার ক্ষেত্রে আলবানী প্রথম মুহাদ্দিছ নন। বরং তাঁর পূর্বে ইমাম দারাকুৎনীসহ অনেক অগ্রগণ্য বিদ্বান এরূপ করেছেন।[১২] আলবানী বলেন, আমার পূর্বে অনেক বিদ্বান প্রায় হাযার বছর পূর্বে এরূপ সমালোচনা করেছেন, যারা ইলমুল হাদীছের ময়দানে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও অগ্রগামী। যেমন ইমাম দারাকুৎনীসহ অন্যান্য বিদ্বান, যারা ছহীহাইনের অনেক হাদীছের সমালোচনা করেছেন। আর আমার সমালোচনাকৃত হাদীছের সংখ্যা দশের বেশী হবে না।[১৩]

ইমাম দারাকুৎনী বুখারীর সর্বাধিক সংখ্যক হাদীছের সমালোচনা করেছেন।[১৪] যদিও তার অধিকাংশের জবাব ইবনু হাজার আসক্বালানী ও নববীসহ পরবর্তী বিদ্বানগণ পেশ করেছেন। তবে ইবনু হাজার কর্তৃক ফাৎহুল বারীর ভূমিকা 'হাদীউস সারী'তে প্রদত্ত জবাব সবচেয়ে বিস্তারিত ও প্রসিদ্ধ।

তবে ইবনু হাজার-এর পর্যালোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে কেবল ছহীহ হাদীছই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে মুতাবা'আত হিসাবে কখনও কখনও ত্রুটিযুক্ত হাদীছও এনেছেন। তবুও সেটি কেবল ঐ সময়ই এনেছেন, যখন বিভিন্ন তুরুকে রাবীদের সংখ্যায় বা ধীশক্তিতে অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত উভয় সনদের কোনটিকেই প্রাধান্য দিতে না পেরে ইমাম বুখারী দু'টিকেই স্বীয় গ্রন্থে এনেছেন।[১৫] এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম যাহাবী বলেন, 'সংখ্যার সমতা থাকলেও যদি মুখস্তশক্তিতে দু'টি সনদের রাবীদের মধ্যে তারতম্য থাকে এবং সেকারণে একটি সনদকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া সম্ভব না হয়, তখন ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয় সূত্রকেই স্ব স্ব গ্রন্থে এনেছেন। বিশেষত শব্দের ভিন্নতা থাকলেও যখন অর্থের দিক দিয়ে সমন্বয় সম্ভব হয়েছে'।[১৬]

তবে জবাব প্রদান শেষে ইবনু হাজারও বলেছেন, لَيْسَت كلها قادحة بل أَكْثرهَا الْجَواب عَنهُ ظَاهر والقدح فِيهِ مندفع وَبَعضهَا الْجَواب عَنهُ مُحْتَمل واليسير مِنْهُ فِي الْجَواب عَنهُ تعسف 'এর সবগুলো ত্রুটিযুক্ত নয়। বরং অধিকাংশের জবাব স্পষ্ট হয়েছে এবং দোষ-ত্রুটি দূরীভূত হয়েছে। কিছু জবাব সম্ভাবনার উপর দেওয়া হয়েছে। আর সামান্য কতিপয় সমালোচনার জবাব দেওয়া কষ্টকর'।[১৭] তিনি বলেন, فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح، وقد حررتها وحققتها، وقسمتها، وفصّلتها. لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر 'আমি বুখারীর হাদীছসমূহ সমন্বয় করেছি, তাহক্বীক্ব করেছি, ভাগ করেছি এবং সুবিন্যস্ত করেছি। কিন্তু আল্লাহ্র শুকরিয়া যে সামান্য কিছু (দোষ-ত্রুটি) ব্যতীত এর মধ্যে এমন কিছু প্রকাশ পায়নি, যা গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তুর উপর প্রভাব ফেলতে পারে'।[১৮]

অতঃপর সার্বিক পর্যবেক্ষণে বলা যায়, ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের ব্যাপারে যেসকল ইমাম সমালোচনা করেছেন তারা কেউ এর বিশুদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেননি। বরং সেখানে অন্তর্ভুক্ত কেবল ত্রুটিযুক্ত হাদীছগুলোর ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল এসকল হাদীছের ত্রুটিসমূহের উপর ইলমী পর্যালোচনা পেশ করা; সার্বিক মূল্যায়ন করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান নয়। কেননা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইমামদ্বয় দিয়ে গেছেন।[১৯]

অতএব ছহীহাইনের অন্তর্ভুক্ত সকল হাদীছই বিশুদ্ধতার নিরিখে উত্তীর্ণ। ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ এই কিতাবের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে দৃঢ়মত পোষণ করেছেন। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির যথার্থই বলেছেন, 'ছহীহ বুখারীর যে সব হাদীছ সমালোচিত হয়েছে তার অর্থ হ'ল সেগুলো ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেনি। তবে হাদীছগুলো স্বীয় অবস্থানে ছহীহ। তিনি বলেন, মুহাক্কিক ওলামায়ে হাদীছদের নিকট এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের প্রতিটি হাদীছই ছহীহ। এ দু'টি গ্রন্থের কোন একটি হাদীছও দুর্বল বা ত্রুটিযুক্ত নয়। ইমাম দারাকুৎনীসহ মুহাদ্দিছগণের কেউ কেউ যে সমালোচনা করেছেন, তার অর্থ হ'ল তাদের নিকট সমালোচিত হাদীছসমূহ ইমাম বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক স্ব স্ব গ্রন্থে গৃহীত শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারেনি। তবে স্বাভাবিকভাবে হাদীছগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউই মতভেদ করেননি'।[২০]

---

১০. *পূর্বোক্ত, ৪/৪৪৯-৫০, হা/১৮৩৩।*
১১. *ইরওয়াউল গালীল, ২/৩৮-৩৯, ১২০-১২২, হা/৩৩২, ৩৯৪।*
১২. *ইবনুছ ছালাহ, আল-মুক্বাদ্দিমা, পৃ. ২৯।*
১৩. *উক্কাশা আব্দুল মান্নান আত-তূীবী, ফাতাওয়াউশ শাইখ আলবানী ওয়া মুকারানাতুহু বি ফাতাওয়াইল 'উলামা (কায়রো : মাকতাবাতুত তুরাছিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫২৬।*
১৪. *এ সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন, 'ছহীহুল বুখারীতে সমালোচিত হাদীছের সংখ্যা ১১০টি যার মধ্যে ৭৮টি তিনি এককভাবে এবং বাকী ৩২টি ইমাম মুসলিমের সাথে যৌথভাবে তাখরীজ করেছেন। দ্র. হাদয়ুস সারী মুক্বাদ্দামাতু ফাৎহিল বারী, ১/৩৪৬।*
১৫. *আবূ বকর কাফী, মানহাজুল ইমাম বুখারী ফি তাছহীহীল আহাদীছ ও তা'লীলীহা, পৃ. ২২১।*
১৬. *শামসুদ্দীন যাহাবী, আল মাওক্বিযাহ ফি 'ইলমিল মুছত্বলাহ (হালব : মাকতাবাতুল মাতবূ'আত আল-ইসলামিয়াহ, তাবি), পৃ. ৫২।*
১৭. *ফাৎহুল বারী, ১/৩৮৩।*
১৮. *হাদয়ুস সারী মুক্বাদ্দামাতু ফাৎহিল বারী, পৃ. ৫০৩।*
১৯. *আবূবকর কাফী, মানহাজুল ইমাম বুখারী ফি তাছহীহীল আহাদীছ ও তা'লীলীহা, পৃ. ২২১।*
২০. *আল-বা'ইছুল হাছীছ শারহু ইখতিছারি 'উলূমিল হাদীছ, পৃ. ৩৩-৩৪।*

অভিযোগ নং ৫ : ইমামগণের বক্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা

শু'আইব আরনাঊত্ব আলবানীর ব্যাপারে উক্ত অভিযোগ পেশ করে বলেন, 'তিনি হাদীছের উপর হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামদের মন্তব্যসমূহ এড়িয়ে যান। তিনি যখন কোন হাদীছকে ছহীহ সাব্যস্ত করেন, যেটাকে অন্যান্য (হাদীছের) হাফেযগণ যঈফ বলেছেন; তখন অন্যান্য (হাফেয, ইমামদের) মন্তব্যসমূহ তিনি উল্লেখ করেন না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মানুষকে নিজের সিদ্ধান্তের দিকে আনুগত্যশীল করতে চান'।[২১]

পর্যালোচনা :

আলবানীর তাখরীজসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত অভিযোগ সঠিক নয়। বরং যেকোন হাদীছ যঈফ বা ছহীহ সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বোক্ত ইমামদের মন্ত ব্যসমূহ যথাসম্ভব উল্লেখ করেছেন এবং তার আলোকেই দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে যেটিকে তিনি সঠিক মনে করেছেন, তার অনুকূলে সমাধান পেশ করেছেন। এক্ষেত্রে ইমামগণের কারো কোন সিদ্ধান্ত তার নিকটে ভুল মনে হ'লে স্বাধীনভাবে তিনি তা পেশ করেছেন। যেমন-

(১) ইমাম হাকেম এমন অনেক রাবীকে ছিক্বাহ সাব্যস্ত করেছেন, যাদের ব্যাপারে আলবানীসহ মুহাদ্দিছগণ সমালোচনা করেছেন। কেননা ইমাম হাকেম মুহাদ্দিছগণের নিকটে শৈথিল্যবাদী হিসাবে পরিচিত। যেমন রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুনক্বাদির-এর ব্যাপারে ইমাম হাকেম বলেন, তিনি বিশ্বস্ত। এর জবাবে আলবানী বলেন, কখনোই তিনি বিশ্বস্ত নন। বরং ইমামগণ তাঁর দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। যাহাবী স্বীয় 'মীযানুল ই'তিদালে' এবং ইবনু হাজার স্বীয় 'লিসানুল মীযানে' তার ব্যাপারে আলোচনা পেশ করেছেন। সেখানে কেউ তাকে ছিক্বাহ বলেছেন বলে উল্লেখ করা হয়নি। বরং যার বক্তব্যই পেশ করা হৌক না কেন হাকিম ব্যতীত সকলেই তাকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। অতএব তার তাওছীকের উপর নির্ভর করা যাবে না।[২২]

(২) অনেক রাবীর ব্যাপারে তিনি ইমাম যাহাবীর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। যেমন ছাবীহ আবুল মালীহ আল-ফারেসীর ব্যাপারে যাহাবী হাকেমের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে বলেন, স্বল্প সংখ্যক হাদীছ বর্ণনার কারণে তিনি অপরিচিতদের অন্তর্ভুক্ত।[২৩] এর জবাবে আলবানী বলেন, আবুল মালীহের ক্ষেত্রে এরূপ বক্তব্যের ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। তিনি অপরিচিত নন। আর কিভাবেই বা তিনি অপরিচিত হ'তে পারেন! একদল ছিক্বাহ রাবী তো তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যাদের কথা তাহযীব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ওয়াকী' ইবনুল জার্রাহ, মারওয়ান ইবনু মু'আবিয়া আল-ফাযারী, হাতেম বিন ইসমাঈল, আবূ 'আছেম যাহহাক ইবনু মুখাল্লাদ প্রমুখ। তাহ'লে কোথায় তার অপরিচিতি? এমনকি ইবনু মা'ঈন এবং ইবনু হাজার তাকে ছিক্বাহ বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে স্বীয় 'ছিক্বাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২৪]

(৩) আলবানী ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর গবেষণা থেকে ব্যাপক ফায়েদা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি তার সকল সিদ্ধান্তের অন্ধ অনুসরণ করেননি। বরং যাচাই-বাছাই করেছেন। ফলে উপযুক্ত দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে কোন কোন রাবীর সমালোচনায় তার বিরোধিতাও করেছেন। যেমন, ছাখর ইবনু ইসহাকের ব্যাপারে ইবনু হাজার বলেন, তিনি লাইয়েনুল হাদীছ।[২৫] এর জবাবে আলবানী বলেন, বরং তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। ... ইবনু হাজার কর্তৃক স্বীয় তাক্বরীব গ্রন্থে তাকে 'লাইয়েন' সাব্যস্ত করাটা উচিৎ হয়নি। কেননা এর অর্থ দাড়ায় সে মা'রূফ বা পরিচিত। অথচ তিনি দুর্বল হিসাবে পরিচিত। তবে আর কেউ তার উক্ত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেননি।[২৬]

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, আলবানী পূর্ববর্তী ইমামগণের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন। অনুসরণও করেছেন। কিন্তু কারো সিদ্ধান্তের অন্ধ অনুসরণ করেননি। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবূ হাতেম বা জাওযাজানীর মত কঠোর নীতি অবলম্বন করেননি। আবার ইবনু হিব্বান, হাকেম বা ঈজলীর মত শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। আবার এককভাবে ইবনু হাজারের সিদ্ধান্তের উপর আত্মসমর্পণও করেননি। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিক্বাহ, দুর্বল সকল রাবীর ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেছেন। মুহাদ্দিছগণের মতামত জমা করেছেন। অতঃপর এ শাস্ত্রের মূলনীতির অনুসরণে সম্ভবপর যাচাই-বাছাই করে তার নিকটে অগ্রগণ্য মতটি স্বাধীনভাবে পেশ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। তবে দলীল ব্যতীত কোন রাবীকে ছিক্বাহ বা যঈফ সাব্যস্ত করেননি।

আর দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে বলা যায়, প্রথমতঃ আলবানী স্বয়ং বিভিন্ন লেখনী ও বক্তব্যে বারবার বলেছেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান কখনো স্থবিরতাকে গ্রহণ করে না। তিনি বলেছেন, আমি অনেক লেখকের ব্যাপারে বিস্মিত হই, যাদের বিশ বছর পূর্বে লিখিত কোন বই এখনো প্রকাশ হচ্ছে। অথচ তাতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। এটা কি ইলম! না আসমান থেকে নাযিলকৃত অহি! না এটা মানবীয় প্রচেষ্টা, যা ভুল হ'তে পারে সঠিকও হ'তে পারে?[২৭] তিনি বলেছেন, ...পরবর্তী যুগের

---

২১. *আল্লামা শায়খ শু'আইব আল-আরনাঊত্ব; সীরাতুহূ ফী ত্বলাবিল 'ইলমি ওয়া জুহূদুহূ ফী তাহক্বীক্বিত তুরাছ, পৃ. ২০৬; মাসিক বাইয়েনাত (পাকিস্তান, ৭৭তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৩৪।*

২২. *ইরওয়াউল গালীল, ১/৩২৬।*

২৩. *আবূ 'আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক্ব 'আলাছ ছহীহাইন, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯০ খ্রি.), ১/৪৯১।*

২৪. *সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ, ৬/৩২৪।*

২৫. *তাক্বরীবুত তাহযীব, ১/৪৩৪।*

২৬. *আল-আলবানী, তাখরীজু আহাদীছি মুশকিলাতুল ফিকার (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৪৩।*

২৭. *আলবানী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, মাজাল্লাতুল বায়ান, রবিউল আখের, ১৪১১ হি., ৩৩ তম সংখ্যা, পৃ. ১২।*

কোন তালিবুল ইলম কোন হাদীছের সনদ যাচাই করে তা ছহীহ বা হাসান হিসাবে পায়, বিশেষত যদি হাদীছটির কোন শাওয়াহেদ বা মুতাবা'আত খুঁজে পায়, তবে অবশ্যই তার জন্য স্বীয় সিদ্ধান্ত ও ইজতিহাদের উপর নির্ভর করতে হবে। তবে এর জন্য শর্ত হ'ল- উক্ত তালিবুল ইলমকে শক্তিশালী হ'তে হবে।[২৮] সুতরাং যিনি নিজেই এই সাক্ষ্য ও নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁর ব্যাপারে কিভাবে বলা যায় যে, তিনি লোকদেরকে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে আনুগত্যশীল করতে চান?

দ্বিতীয়তঃ আলবানীর ইলমী মজলিসসমূহে সমসাময়িক অনেক প্রথিতযশা বিদ্বান অংশগ্রহণ করতেন, যারা এখনো ইলমে হাদীছের ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। আলবানীর ভুল-ত্রুটিসমূহ সংশোধনে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সেকারণে তাঁর রচনাবলীর বিভিন্ন স্থানে তাঁর ভুল সংশোধনের জন্য ছাত্র ও সাথীবৃন্দের প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে দেখা গেছে। এছাড়া তাঁর অনেক ছাত্র একই হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। যেমন তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আবু ইসহাক্ব হুয়ায়নী যেসব হাদীছের ব্যাপারে আলবানীর থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তার উপর الترياق باحاديث قواها الالباني وضعفها الحويني ابو اسحاق নামে[২৯] পৃথক একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

অতএব একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, 'তিনি মানুষকে স্বীয় মন্তব্যসমূহের আনুগত্য করাতে চান'-কথাটি মোটেও সঠিক নয়।

৬. আলবানী কোন শায়খের নিকটে জ্ঞানার্জন করেননি :

শায়খ আলবানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ প্রচেষ্টায় ইলমুল হাদীছ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে ইলম অর্জন করেছেন। সরাসরি কোন শিক্ষকের নিকটে প্রথাগতভাবে জ্ঞানার্জন করেননি। সেকারণে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ইলমের কোন অস্তিত্ব নেই। পুরোটাই বাহ্যিকতার উপর ভিত্তিশীল। সেকারণে তিনি দলীলের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে মতামত পেশ করেন। আলবানীর বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন হিন্দুস্তানী হানাফী বিদ্বান শায়খ হাবীবুর রহমান আ'যমী। তাঁর মতে, আলবানী ওলামায়ে কেরামের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণের মাধ্যমে ইলম অর্জন করেননি বা ফায়েদা হাছিলের উদ্দেশ্যে তাদের সামনে কখনো বসেননি। বরং নিজে নিজে জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁর একাডেমিক জ্ঞানের পরিধি মুখতাছারুল কুদূরী পর্যন্ত। বরং তাঁর অধিক দক্ষতা ছিল ঘড়ি মেরামতের ক্ষেত্রে।[৩০]

২৮. *আদ-দুরার ফী মাসাইলিল মুছত্বলাাহি ওয়াল আছার, পৃ. ১২-১৪।*
২৯. *কায়রো : মাকতাবাতু দারিল হিজায, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.।*
৩০. *হাবীবুর রহমান আ'যমী, আলবানী : শুযূযুহু ওয়া আখতাউহু (কুয়েত : মাকতাবা দারুল 'আরূবাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৯।*

পর্যালোচনা :

প্রথমতঃ আলবানীর জীবনী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত অভিযোগ সঠিক নয়। আলবানী বংশগতভাবেই ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। পিতা শায়খ নূহ নাজাতী ইবনু আদম আলবানী ছিলেন সমকালীন আরনাউত্বী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে হানাফী ফিক্বহের সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য আলেম।[৩১] দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর নিকটে মানুষ ফৎওয়া গ্রহণের জন্য আগমন করত।[৩২] আলবানী প্রাথমিক শিক্ষার পর পিতার নির্দেশনায় ঘরোয়া পরিবেশে দ্বীনী ইলম অর্জনে ব্রতী হন। পিতার নিকটে তাজবীদসহ কুরআন হিফয, নাহু-ছরফ ও ফিক্বহের তা'লীম গ্রহণ করেন।[৩৩] উমাইয়া মসজিদের ইমাম ও ছূফী শায়খ মুহাম্মাদ সা'ঈদ বুরহানীর নিকটে তিনি হানাফী ফিক্বহের 'মারাকিল ফালাহ শারহু নূরিল ঈযাহ', আরবী ব্যাকরণের শুযূরুয যাহাবসহ বালাগাতের বেশ কিছু গ্রন্থ পাঠ করেন। সমকালীন হলবের বিশিষ্ট আলেম শায়খ রাগেব আত-তাব্বাখ তাকে হাদীছের একটি গ্রন্থ পাঠদানের ইজাযত প্রদান করেন।[৩৪] এছাড়াও শায়খ মুহাম্মাদ বাহজা বাইতারের দরসে তিনি নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতেন। তাই তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা কম হ'তে পারে। কিন্তু তাঁর কোন শিক্ষক ছিলেন না, এ কথা বলার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকের নিকট থেকে সরাসরি শ্রবণই জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম নয়। জ্ঞানার্জনের জন্য অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাপন্ন হ'তে হবে। আর তা দু'ভাবে সম্ভব। মৌখিকভাবে সরাসরি গ্রহণের মাধ্যমে অথবা লেখক ও সংকলকগণের গ্রন্থরাজি অধ্যয়নের মাধ্যমে। তবে এক্ষেত্রে লেখকগণের পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং তাঁর লেখনীর উদ্দেশ্য যথাযথ অনুধাবন করার জন্য ওলামায়ে কেরামের সহযোগিতা একান্ত যরূরী।[৩৫] কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এর জন্য বহু শায়খের শরণাপন্ন হ'তে হবে। বহু বিদ্বানকে পাওয়া যাবে, যাদের বিশেষ কোন শিক্ষক ছিল না। নিজস্ব প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করেছেন। অথচ তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে দ্বীনের আলোয় আলোকিত করেছেন, সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করেছেন, শিরক ও বিদ'আতের মুলোৎপাটন করেছেন।[৩৬]

চতুর্থ শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম ইবনুল বাজী (রহঃ) তাঁর যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ ফক্বীহ ও হাফেযুল হাদীছ ছিলেন। তাঁর বর্ণনাসমূহের ক্ষেত্রে সেসময় তিনি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সংরক্ষণশীল রাবী হিসাবে বিবেচিত হ'তেন। অথচ তাঁর পিতাই ছিলেন তাঁর একমাত্র শিক্ষক। মুছান্নাফ

৩১. *ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দা'ওয়াতুহু, পৃ. ১১।*
৩২. *নাছিরুদ্দীন আলবানী; মুহাদ্দিছুল 'আছর, পৃ. ১১।*
৩৩. *ইমাম আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াকিফ ওয়া ইবার, পৃ. ১৪।*
৩৪. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৪৬-৫২।*
৩৫. *ইবরাহীম আশ-শাত্বিবী, আল-মুওয়াফাক্বাত, (কায়রো : দারু ইবনি আফফান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.), ১/১৪৫-৪৭।*
৩৬. *মুহাম্মাদ ইবনু 'উমার বাযমূল, আল-ইনতিছার লি আহলিল হাদীছ (রিয়াদ : দারুল হিজরাহ, তাবি), পৃ. ১৭৭।*

ইবনু আবী শায়বাসহ অনেক হাদীছ গ্রন্থ এবং অন্যান্য ইলমী ভাণ্ডার তিনি পিতার কাছ থেকেই অর্জন করেছিলেন। ফলে আর কারো নিকটে তাঁর জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন হয়নি। তাঁর ব্যাপারে ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, 'তিনি স্বীয় যুগের ফক্বীহ ও ইমাম ছিলেন। সেসময় আন্দালুসে তারা মত বিদ্বান আর কেউ ছিল না।[৩৭] এক্ষণে এরূপ আলেমদের কি কেবল শিক্ষকের আধিক্য না থাকা বা প্রথাগত শিক্ষা না থাকার দোষে অভিযুক্ত করা যাবে?

তৃতীয়তঃ আলবানীর জ্ঞানার্জনের মূল উৎস ছিল (১) বহু বছর যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন গবেষণায় লেগে থাকা। এককভাবে ইলমে হাদীছের ময়দানে অধ্যয়ন, গবেষণা, লেখনী ও ছাত্রদের সাথে ইলমী পর্যালোচনার মধ্যে তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর ব্যয় করেছেন। যা তাঁকে উক্ত ময়দানে ইলমের মহীরূহে পরিণত করেছে। (২) সমসাময়িক বিদ্বানদের সাথে অধিক উঠাবসা। যে সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

অতএব কোন জ্ঞান শিক্ষকের মাধ্যমে অর্জিত হ'লেই তা সঠিক হবে, তা না হ'লে তা ভুল হবে, এ চিন্তাধারা সঠিক নয়। মূল বিষয় হ'ল শারঈ জ্ঞান ও ব্যাখ্যাসমূহ দলীল সম্মত হ'তে হবে। দলীলের অনুকূল হ'লে তা গ্রহণীয় হবে, না হ'লে তা বর্জনীয় হবে। এক্ষণে শায়খ আলবানীর চিন্তাধারা, রচনাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহ কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, তা ইতিপূর্বে বর্ণিত সমসাময়িক বিদ্বানদের মন্তব্য থেকে অনুধাবন করা সম্ভব। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ বলেন, 'বর্তমান যুগে ইলমে হাদীছের ব্যাপারে তিনি যে প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী, তাঁর তুলনীয় কেউ আছে বলে আমার জানা নেই'।[৩৮] তিনি বলেন, 'হাদীছের ক্ষেত্রে আলবানীর খেদমত খুবই প্রসিদ্ধ। ...প্রত্যেক শারঈ জ্ঞান অন্বেষণকারীই তাঁর গ্রন্থরাজি ও রচনাবলীর মুখাপেক্ষী। সেখানে প্রভূত উপকার রয়েছে, রয়েছে পর্যাপ্ত জ্ঞান। তাঁর ব্যাপক লেখনী খুবই প্রসিদ্ধ। কোন লাইব্রেরীই তাঁর অধিকাংশ কিংবা কমপক্ষে অল্প কিছু গ্রন্থ থেকে মুক্ত নেই।[৩৯] *[ক্রমশঃ]*

৩৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৫২৩।*

৩৮. *কুতুবু ও রাসাইলু 'আব্দিল মুহসিন আল-'আব্বাদ, পৃ. ৩০৪।*
৩৯. *নাছিরুদ্দীন আলবানী: মুহাদ্দিছুল 'আছর, পৃ. ৩৪-৩৫।*

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com
রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

মতলববাজদের দুরভিসন্ধিতে সাম্প্রদায়িক হামলা

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

[গত ৫ই অক্টোবর'২২ বুধবার অনুষ্ঠিত শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকা থেকে জার্মান বেতার 'ডয়চে ভেলে'র প্রতিনিধি সমীর কুমার দে মোবাইলে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২২ শুক্রবার রাত্রি ৯.২৭ মিনিটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। যা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল]

(১) ডয়চে ভেলে : *আর কয়েকদিন পরই শুরু হচ্ছে দুর্গাপূজা (১-৫ই অক্টোবর)। গত বছর পূজার সময় একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকটা যেলায় মন্দির ও হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে ব্যাপক তাণ্ডব চালানো হয়। এসব সাম্প্রদায়িক হামলা কেন হয়? কারা থাকে এসবের পিছনে? গত বছর পূজার সময় সাম্প্রদায়িক হামলা হ'ল, এবারের পূজা কতটা নির্বিঘ্ন হবে?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : ইসলাম অন্য ধর্মের লোকদের উপর কোন ধরনের যুলুম স্বীকার করেনা। এটা যারা করে, তারা নিজেদের মতলব হাছিল করার জন্য করে। এতে ইসলামের কোন অনুমোদন নেই। এতে সাধারণ মুসলমানদেরও কোন সম্পৃক্ততা নেই বলে আমরা মনে করি।

(২) ডয়চে ভেলে : *সাম্প্রদায়িক হামলা কেন হয়?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : কোন ধার্মিক লোক কখনোই অন্য ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেনা। এই উপমহাদেশে আমরা হাযার বছর ধরে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান মিলেমিশে বসবাস করছি। আমরা তো শুধু পত্র-পত্রিকায় দেখি আর ভাবি, কী করে এগুলো হয়, কারা করে? এটা নিশ্চিত যে এতে কিছু লোকের কারসাজি আছে।

(৩) ডয়চে ভেলে : *সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে হিন্দুদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয় আদৌ কি কাটে?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : প্রশাসন যদি সুশাসন রাখে, তাহ'লে কেটে যাবে। একইভাবে ইণ্ডিয়ায় মুসলমান ভাইদের উপর হচ্ছে। সেটাও মনে করি মতলববাজদের কাজ। ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নানা ধর্মের লোক বসবাস করে। এটাই নিয়ম। সবাই এক ধর্মের লোক হবে, এটা আদৌ আশা করা যায় না। অতএব এক কথায় উত্তর হ'ল, মতলববাজরা দুরভিসন্ধি নিয়ে কাজ করছে। এখানে ধর্মের কোন বিষয় নেই। প্রশাসন যদি শক্তভাবে এটা দেখে, তাহ'লে আশা করি তাদের ভয় কেটে যাবে।

(৪) ডয়চে ভেলে : *সাম্প্রদায়িক হামলা বা হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলা করে কার লাভ?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : যারা হামলা করে, তাদের কোন লাভ হয়ত আছে। তবে এতে তাদের কোন লাভ তো হচ্ছেই না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনছে।

(৫) ডয়চে ভেলে : *হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলার ব্যাপারে আপনার ধর্মে কোন অনুমতি বা বিধিনিষেধ আছে কি?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : ইসলামে অন্য ধর্মের লোকদের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করার অনুমোদন নেই। রাসূলের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত একজন ইহূদী ছেলে কর্মচারী ছিল। এমন অসংখ্য প্রমাণ আমাদের ধর্মে আছে। এই হামলাগুলো আসলে যাদের দুরভিসন্ধি আছে, তারাই করছে। তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া উচিৎ।

(৬) ডয়চে ভেলে : *হিন্দুরাও তো এ দেশের নাগরিক। তাহ'লে তাদের নিয়ে কেন বিদ্রুপ করা হয়?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : যারা করছে, তারাই এটা বলতে পারবে। এ দেশ সবার। ভারতে মুসলমানরা আতঙ্কের মধ্যে আছেন। কিন্তু আমাদের দেশে সেটা নেই। শুধুমাত্র ইসলামের কারণেই আমাদের এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত কায়েম হয়েছে।

(৭) ডয়চে ভেলে : *পূজা মণ্ডপে এবার সিসিটিভি বসানো হচ্ছে। সিসিটিভি দিয়ে কি হামলা প্রতিরোধ সম্ভব?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : এর মাধ্যমে কারা করেছে সেটা দেখা যেতে পারে, কিন্তু যারা তাদের পাঠায় তারা তো পিছনে থাকে, তাদের ধরাই তো আসল কাজ। সরকারের বহু বিভাগ আছে। ইচ্ছা করলে তারা ধরতেও পারে। কেন ধরেনা, সেটা আমরা জানিনা। আমরা শুধু জানি, এদেশে অমুসলিমদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

(৮) ডয়চে ভেলে : *এই ধরনের হামলা প্রতিরোধে সরকারের পদক্ষেপগুলো কি যথেষ্ট?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : আমার তো মনে হয় পরস্পরে আস্থার সম্পর্ক সৃষ্টি করাই আসল কাজ। যেটা ইসলামে আছে, সেটা প্রচার করলে আর কিছুই লাগেনা।

(৯) ডয়চে ভেলে : *পুলিশ পাহারায় পূজা উদযাপন কতটা স্বস্তির?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : পূজা উদযাপন পুলিশ পাহারায় হবে কেন? স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিক প্রত্যেকে তার ধর্ম পালন করবে, সেখানে পুলিশ কেন?

(১০) ডয়চে ভেলে : *হামলার বিচারের ব্যাপারে সরকার বা আগে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কতটা আন্তরিক ছিল?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : আমি মনে করি, পলিটিক্যাল লোকদের সব কাজই পলিটিক্যাল। তাদের সবই লোক দেখানো। ক্ষমতা লাভের জন্য তারা কত কী করে সেটা তো আপনারা আমাদের চেয়ে বেশী জানেন।

(১১) ডয়চে ভেলে : *সরকার আর কি পদক্ষেপ নিলে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : সরকারের কোন যবরদস্তী পদক্ষেপে ধর্মীয় সম্প্রীতি আসবে না। ধর্মীয় বিষয়টা হৃদয়ের বিষয়। হিন্দুদের বাড়িতে মুসলমানরা কামলা খাটছে না? আবার মুসলমানদের বাড়িতে হিন্দুরা কামলা খাটছে না? শিল্প ও কল-কারখানায় কাজের সময় হিন্দু-মুসলমানদের কোন ভেদাভেদ আছে কি? সবাই তো স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। এগুলোর মধ্যে গোলমাল লাগিয়ে দেয় কিছু মতলবী লোক।

(১২) ডয়চে ভেলে : *ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে আপনারা কী করতে পারেন?*

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব : আমি সপ্তাহে একদিন জুম'আর খুৎবা দেই। আপনি যদি কখনো এ প্রসঙ্গে আমার খুৎবা বা অন্যান্য বক্তৃতা শোনেন, তাহ'লে বুঝতে পারবেন। তাছাড়া আমাদের যে মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকা আছে, সেখানেও আমাদের লেখা যায়। ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আমি ও আমাদের সংগঠন কথা বলে থাকে। আমাদের কাছ থেকে অন্যেরা কোনদিন ভিন্নরূপ আচরণ পায়না। হিন্দু ভাইদের উদ্দেশ্যে বলব, তারা যেন আদৌ কোন ভয় না পান। এটা তাদেরও দেশ, আমাদেরও দেশ। যারা এগুলো করে, তারা দুষ্টু লোক।

যু-ক্বারাদ ও খায়বার যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জেযা এবং ছাহাবীগণের অতুলনীয় বীরত্ব

হোদায়বিয়া থেকে ফেরার পথেই যু-ক্বারাদের ঘটনা ঘটে। সেখান থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরপরই সংঘটিত হয় খায়বার যুদ্ধ। এই খায়বার যুদ্ধেও রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জেযা বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল। এই উভয় স্থানে ছাহাবীগণ অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। বিশেষত সালামাহ বিন আকওয়া ও আলী (রাঃ)-এর অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের কারণে কাফেররা পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং মুসলিম মুজাহিদরা বিজয় লাভ করেন। সেই সাথে তারা লাভ করেন বহু গনীমত। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ।-

ইয়াস ইবনু সালামাহ (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণিত, তিনি (সালামা) বলেন, (মুসলমানদের গনীমতের মাল লুণ্ঠনকারী লুটেরাদের ধাওয়া করে ছাহাবী সালামা বিন আকওয়া)। সে পবিত্র সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন, আমি তখন এতই দ্রুতগতিতে তাদের পিছু ধাওয়া করে যাচ্ছিলাম যে, আমার পিছনে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কোন ছাহাবীকেই দেখতে পেলাম না। এমনকি তাদের ঘোড়ার খুরের ধূলিও আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল না। অবশেষে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তারা (শত্রুরা) এমন একটি গিরি পথে উপনীত হ'ল যেখানে 'যু-ক্বারাদ' নামক একটি প্রস্রবণ রয়েছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তারা পানি পান করতে অবতরণ করল। তখন তারা পিছনে তাকিয়ে আমাকে তাদের পিছু ধাওয়া করে দৌড়ে আসতে দেখতে পেল। আমি সেখান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিলাম। তারা এক ফোঁটা পানিও পান করতে পারল না। তখন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে একটি টিলায় আশ্রয় নিল। আর আমিও তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলাম। আমি তাদের যে কোন একজনের নিকটবর্তী হ'তাম আর তার কাঁধের অস্থিতে তীর নিক্ষেপ করে বলতাম, 'এটা নেও, আমি আকওয়ার পুত্র, আজ দুধ পান স্মরণের দিন'। সে তখন বলল, তার মা তার জন্য কাঁদুক, তুমি কি সে আকওয়া, যে আমাদের সেই ভোর থেকে অতিষ্ঠ করে রেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে নিজের জানের দুশমন! আমি সেই তোমার ভোরবেলার আকওয়া।

তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তারা দু'টি ক্লান্ত ঘোড়া টিলায় ছেড়ে চলে গেল। তখন আমি ঐ দু'টাকে হাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে এলাম। সেখানে কিছু দুধভর্তি একটি সাতীহা (চামড়ার পাত্র) এবং একটি পানি ভর্তি সাতীহা নিয়ে এসে আমির আমার সাথে মিলিত হ'ল। আমি তখন ওযূ করলাম ও (দুধ) পান করলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম, তখন তিনি ঐ পানির (কুয়ার) কাছে ছিলেন যেখান থেকে আমি ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সমস্ত উট ও মুশরিকদের নিকট থেকে আমার ছিনিয়ে আনা বর্শা ও চাদর প্রভৃতি হস্তগত করেছেন। তখন বিলাল (রাঃ) ঐ লোকদের কাছ থেকে আমার উদ্ধারকৃত একটি উট যবেহ করে তার কলিজা এবং কুঁজ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য ভুনা করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে সুযোগ দিন, আমি আমাদের মধ্য থেকে একশ' জনকে বাছাই করে নিয়ে ঐ দুশমনদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সকলকে এমনভাবে হত্যা করব যে, তাদের খবর বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনভাবে হাসলেন যে, আগুনের আভায় তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশ পেল।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি মনে কর যে, তুমি তা করতে পারবে হে সালামাহ! আমি বললাম, হ্যাঁ, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, এতক্ষণে তো তারা গাতফান পল্লীতে আতিথ্য গ্রহণ করছে। রাবী বলেন, এমন সময় গাত্ফান গোত্রের একটি লোক আসল। সে বলল, অমুক ব্যক্তি তাদের জন্য একটি উট যবেহ করেছে। অতঃপর তারা যখন এর চামড়া খসাচ্ছিল তখন তারা ধুলো বালি উড়তে দেখতে পেল। তারা বলে উঠল ওরা (আকওয়া ও তার বাহিনী) তোমাদের নিকটে এসে পড়েছে। তখন তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপর যখন আমরা সকালে উপনীত হ'লাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আজকে আমাদের সেরা অশ্বারোহী হচ্ছে আবূ কাতাদা আর আমাদের সেরা পদাতিক সেনা সালামাহ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আমাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক হিসাবে গণীমতের দুই অংশ দিলেন। দু'ভাগ একত্রে দিলেন। এরপর মদীনায় ফিরে আসার সময় আমাকে তাঁর সাথে স্বীয় উটনী 'আযবা'র পিছনে বসিয়ে নিলেন।

রাবী বলেন, পথ চলার সময় আনছারের এক ব্যক্তি, যাকে পদব্রজে চলার ব্যাপারে কেউ পরাজিত করতে পারতো না, সে বলতে লাগল, কেউ কি আছে যে, মদীনায় পৌঁছার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে? কোন প্রতিযোগী আছে কি? এ কথাটি সে বারবার বলছিল। যখন আমি তার এ কথাটি শুনলাম তখন বললাম, তুমি কি কোন সম্মানিত লোককে সম্মান দিতে জান না বা কোন ভদ্রলোককেই পরোয়া করবে না? সে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কাউকে নয়।

রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান, আপনি আমায় অনুমতি দিন যেন আমি ঐ ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারি। তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হ'লে। তখন আমি বললাম, আমি তোমার দিকে আসছি। তারপর আমি লাফ দিয়ে নীচে নেমে দৌড়ালাম। তারপর এক বা দু'টিলা অতিক্রম করার দূরত্বে রইলাম তখন পর্যন্ত আমার দম বন্ধ রেখে তার পিছু পিছু দৌড় দিলাম। আরও দু'এক টিলা পর্যন্ত ধীরগতিতে চলার পর সজোরে দৌড় দিয়ে তার নিকট পৌঁছে গেলাম এবং তার দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঘুষি মেরে বললাম, ওহে আল্লাহ্র কসম! তুমি হেরে গেছ। সে বলল, আমিও তাই মনে করছি। অতএব আমি তার পূর্বেই মদীনায় পৌঁছে

গেলাম। আল্লাহ্র কসম! এরপর আমরা তিন রাতের অধিক মদীনায় থাকতে পারিনি। অমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমরা খায়বারের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। তখন আমার চাচা আমির (রাঃ) উৎসাহমূলক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন,

تَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا
وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا * فَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا
وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا-

'আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র অনুগ্রহ না হ'লে আমরা হেদায়াত পেতাম না, ছাদাক্বাও দিতাম না আর ছালাতও আদায় করতাম না। আমরা আপনার অনুগ্রহ থেকে কখনো অমুখাপেক্ষী হ'তে পারি না। তাই আপনি আমাদের কদম দৃঢ় রাখুন, যখন আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হই এবং আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি বর্ষণ করুন।

তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আমি আমির। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমার রব তোমাকে ক্ষমা করুন'। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন যার জন্য বিশেষভাবে ক্ষমার দো'আ করতেন সে শহীদ হ'ত। তখন স্বীয় উটের উপর আসীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমিরকে দিয়ে আমাদের আরো উপকৃত করলেন না কেন? তিনি (রাবী) বলেন, তারপর যখন আমরা খায়বারে উপস্থিত হ'লাম, তখন খায়বার অধিপতি মারহাব তরবারি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে এসে বলল,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ * شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ،

'খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, পূর্ণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বীর পুরুষ। যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘনীভূত হয় তখন সে তরবারিসমূহ চমকাতে থাকে'।

রাবী বলেন, তার মোকাবিলায় আমার চাচা আমির (রাঃ) কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বললেন,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى عَامِرٌ * شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ

'খায়বার জানে যে, আমি আমির অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত যুদ্ধে অবতীর্ণ এক অজেয় বীর বাহাদুর'।

রাবী বলেন, তারপর তাদের মধ্যে আঘাত বিনিময় হ'ল। মারহাবের তরবারির আঘাত আমিরের ঢালের উপরে পড়ল। তখন আমির (রাঃ) নীচে থেকে তাকে (মারহাবকে) আঘাত করতে চাইলে তা ফিরে এসে তার নিজের উপরই পতিত হ'ল, আর তাতে তার নিজ দেহের শাহরগটি কেটে গিয়ে তার মৃত্যু হ'ল।

সালামাহ (রাঃ) বলেন, তখন আমি বের হ'লাম। নবী করীম (ছাঃ)-এর কয়েকজন ছাহাবীকে বলাবলি করতে শুনলাম যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমিরের আমলগুলো কি বরবাদ হয়ে গেল? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (এ কথা) কে বলেছে? আমি বললাম, আপনারই কয়েকজন ছাহাবী। তিনি বললেন, যারা এরূপ বলেছে তারা মিথ্যা বলেছে এবং তার প্রতিদান সে দু'বার পাবে।

অতঃপর তিনি আমাকে আলী (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি এমন এক ব্যক্তির কাছে (আজ) পতাকা সমর্পণ করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে অথবা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। তারপর আমি আলী (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম। তখন তার চোখ ছিল রোগগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার চোখে থুথু দিলেন। (তাতে) তিনি সুস্থ হ'লেন। তখন তিনি তার হাতে পতাকা দিলেন। এবারো মারহাব বেরিয়ে এসে কবিতা আওড়াতে লাগল,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ * شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ،

'খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বীর পুরুষ। যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘনীভূত হয় তখন সে তরবারিসমূহ চমকাতে থাকে'।

তখন আলী (রাঃ) বললেন,

أَنَا الَّذِى سَمَّتْنِى أُمِّى حَيْدَرَهْ * كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ
أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ،

'আমি সে ব্যক্তি যাকে আমার মা হায়দার নামে ডাকে। যেমন বিশাল বন্যসিংহ ভয়ংকর, (আমার কাছে আগত) দুশমনের আমি প্রতিদান দেই 'সান্দারার' দাড়িপাল্লায় পূর্ণ করে'। অর্থাৎ তাদের নির্দ্বিধায় হত্যা করি।

রাবী বলেন, তিনি (আলী রাঃ) মারহাবের মাথায় তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন। তারপর তার হাতেই (খায়বার) বিজয় হ'ল। *(মুসলিম হা/১৮০৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা/৪৫২৭; ইসলামিক সেন্টার হা/৪৫২৯)*।

শিক্ষা :

১. জিহাদে অংশগ্রহণ করে ভুলবশত কিংবা অসতর্কতায় নিজের অস্ত্রে নিজে নিহত হ'লেও শাহাদতের মর্যাদা পাওয়া যাবে।
২. জিহাদের ময়দানে শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য নিজের শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করা যায়। যেভাবে আমির ও আলী (রাঃ) করেছিলেন।
৩. ইহকাল ও পরকালীন বিজয় ও সফলতার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহব্বত থাকা যরূরী।
৪. অসীম বীরত্বের জন্য কোন মুজাহিদকে নেতা দ্বিগুণ গনীমত প্রদান করতে পারেন।

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

শরীরে কোলেস্টেরল বৃদ্ধির লক্ষণ সমূহ

আধুনিক জীবনযাত্রা, অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, এসবের কারণে যে অসুখগুলি সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া তাদের অন্যতম। কোলেস্টেরলের কথা শুনলেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কিন্তু শরীরে কোলেস্টেরল থাকলেই যে বিপদ, এমন কিন্তু নয়। ভালো আর খারাপ দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে ভালো কোলেস্টেরলই আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়। তবে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়।

শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে একটু জোরে হাঁটাহাঁটি করলে বা সিঁড়ি ভাঙলেই হাঁপিয়ে উঠি আমরা। যাকে সাধারণত আমরা কোন সমস্যা মনে করি না। কিংবা মনে করি এমনটা তো হ'তেই পারে। কিন্তু যদি অল্পতেই এমন হয় তাহ'লে বুঝতে হবে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেছে।

শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে তা একটি দরজার মতো কাজ করে। যে দরজা দিয়ে অনায়াসেই ঢুকে পড়ে আরও অনেক রোগ। তাই প্রথম দিকেই শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে শরীরে নানা রোগব্যাধি বাসা বাঁধতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ, ওবেসিটি তো বটেই, কোলেস্টেরলের হাত ধরে হৃদযন্ত্রও ক্ষতি হ'তে পারে। তাই খারাপ কোলেস্টেরলকে অবহেলা করলে তার ফলও সুখকর হবে না।

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে রাশ টেনে সুশৃঙ্খলিত জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি সঠিক ডায়েট লিস্ট অনুসরণ করে সহজেই শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তবে তার আগে জানতে হবে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার লক্ষণগুলো সম্পর্কে। যদিও শরীরে কোলেস্টেরলে মাত্রা বাড়লে কোন উপসর্গ দেখে তা বোঝার উপায় থাকে না। তবে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লে শরীরে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

যেসব লক্ষণে বুঝা যায় শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়েছে :

১. কোলেস্টেরল খুব বেড়ে গেলে পায়ের টেন্ডন লিগামেন্টগুলোতে প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে পায়ের ধমনিগুলো সরু হয়ে গেলে পায়ের নিচের অংশ অনেকটা অক্সিজেনসহ রক্ত পৌঁছাতে পারে না। তাতে পা ভারী হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সহজেই। পায়ের যন্ত্রণা শুরু হয়। উরু বা হাঁটুর নিচে পেছনের দিকে ব্যথা হ'তে পারে। হাঁটার সময়েই এই ধরনের ব্যথা বাড়ে।

২. একই কারণে ঘাড় ও হাতের সংযোগস্থলেও ব্যথা হয়। খুব ঘন ঘন একই স্থানে ব্যথা হলে একটু সতর্ক থাকুন।

৩. নিতম্বেও ব্যথা হওয়া উচ্চ কোলেস্টেরলের লক্ষণ হ'তে পারে। যদি মাঝে মাঝেই নিতম্বে ব্যথা হয় তাহ'লে কিন্তু সেই লক্ষণ ভাল নয়।

৪. চোখ বলে দিতে পারে কোলেস্টেরল বেড়েছে কিনা? কোলেস্টেরল বাড়লে চোখে কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন- (ক) উচ্চ কোলেস্টেরলের কারণে চোখের পাতার উপরের পৃষ্ঠে সাদা বা হলুদ রঙের হালকা দাগ দেখা যাবে। (খ) চোখের মণির চারপাশে সাদা গোল গোল দাগ দেখলে বুঝতে হবে কোলেস্টেরল বেড়েছে। (গ) উচ্চ কোলেস্টেরলের কারণে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। সাধারণত টিভি বা মোবাইলের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এমন ঝাপসা অনুভূত হয়। কিন্তু যদি কোন কারণ ছাড়াই মাঝে মাঝেই এমন হয় তাহ'লে বুঝতে হবে, হয়তো কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়েছে। এসব লক্ষণের মাধ্যমেই চোখ বলে দেবে রক্তে কোলেস্টেরল বেড়েছে কিনা।

৫. কোলেস্টেরল জমলে মস্তিষ্কেও রক্ত সঞ্চালন কমে। এই কারণে ঘাড়ে ও মস্তিষ্কের পিছনের দিকে মাঝে মাঝে একটানা ব্যথা হয়।

৬. কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা হচ্ছে, অথচ ইসিজি রিপোর্টে তেমন কিছু সমস্যা খুঁজে পাননি? এমন হ'লে একবার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখে নিন রক্তে কোলেস্টেরল প্রবেশ করেছে কি-না। আসলে উচ্চ কোলেস্টেরল থাকলে রক্তনালীতে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায়। পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে হৃদযন্ত্রে চাপ পড়ে বুকে ব্যথা হ'তে পারে।

॥ সংকলিত ॥

দারুল হাদীছ আস-সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, ফেনী

জমিদার ভবন, শাপলা চত্বর, পানির ট্যাঙ্কি, সদর হাসপাতাল রোড, ফেনী, মোবাইল : ০১৭১২-৭৩৬৩৬২

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অত্র প্রতিষ্ঠানে কিছু সংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে সকল সনদ/মার্কসীট-এর ফটোকপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, জীবন বৃত্তান্ত ও প্রিন্সিপাল বরাবরে হাতে লেখা আবেদন পত্র জমাদানের অনুরোধ রইল। নিম্নে শিক্ষক ও স্টাফদের সংখ্যা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা হ'ল।

বিষয়	সংখ্যা	যোগ্যতা	বেতন
হাফেয	২ জন	অভিজ্ঞ হাফেয	আলোচনা সাপেক্ষে
আরবী শিক্ষক	৪	দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/আরবী ও ইসলাম শিক্ষা বি.এ অনার্স, এম এ	
বাংলা	৩	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স	
ইংলিশ	৩	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স	
গণিত	৩	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স	
শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা+চারুকারু	২	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স	
গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান	২	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স	
বিজ্ঞান	৩	পদার্থ/রসায়ন/জীব বিজ্ঞান অনার্স ও মাস্টার্স	
ডে-কেয়ার	২	যে কোন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স	
অফিস সহকারী	২	এইচ.এস.সি	
দারোয়ান	২	৮ম শ্রেণি পাশ	
পিয়ন	২	৮ম শ্রেণি পাশ	

বিঃ দ্রঃ নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুহাম্মাদ আরীফুর রহমান
প্রিন্সিপাল, দারুল হাদীছ আস-সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, ফেনী

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আবাসিক, অনাবাসিক, ডে- কেয়ার

মাদ্রাসার বিভাগ সমূহ

- **ক্যাডেট বিভাগ :** প্লে থেকে দাখিল নবম
- **হিফয বিভাগ :** মক্তব, নাযেরা, হিফয
- **কিতাব বিভাগ :** ৩য় শ্রেণী থেকে কুল্লিয়া (পর্যায়ক্রমে)

অফিস সময়
সকাল ৮.০০- রাত ৮.০০ পর্যন্ত।

হট লাইন ঃ ০১৭৯০-৬৫৩৮৯০, ০১৭১২-৭৩৬৩৬২

مدرسة دار الوحي النموذجية
Darul Oahi Ideal Madrasah
দারুল ওহী আইডিয়াল মাদ্রাসা
ESTD : 2014

ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা সমন্বিত একটি যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

We are committed to announce the Quranic knowledge - কুরআনের জ্ঞান প্রচারে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

ভর্তি ফিতে আবাসিকে ৫০% ছাড় ও অনাবাসিকে ভর্তি ফ্রি
(নভেম্বর-ডিসেম্বর)

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে
ভর্তি চলছে

জেনারেল প্লে গ্রুপ থেকে নবম শ্রেণী
(ক্রমান্বয়ে আলিম পর্যন্ত)

তাহফীয মক্তব, নাযেরাসহ আন্তর্জাতিক মানের
তাহ্ফীযুল কুরআন বিভাগ

আবাসিক অনাবাসিক ফুল টাইম

ফী সংক্রান্ত তথ্যাবলী

অনাবাসিক (জেনারেল)			আবাসিক (জেনারেল)		
বিবরণ	প্লে-৪র্থ	৫ম-৯ম	বিবরণ	প্লে-৪র্থ	৫ম-৯ম
মাসিক বেতন	৩০০/-	৭০০/-	টিউশন ফি	২,০০০/-	২,৫০০/-
ডে-কেয়ার ফি	২০০/-	৪০০/-	হোস্টেল চার্জ	৪,৫০০/-	৪,৫০০/-
সর্বমোট	৫০০/-	১১০০/-	সর্বমোট	৬,৫০০/-	৭,০০০/-

তাহফীয			তাহফীয	
	আবাসিক	৭,০০০/-		৭,৫০০/-
	অনাবাসিক	১০০০/-	জেনারেল	১,৫০০/-

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ইমাম হোসেন

যোগাযোগ : বেলাটি, পোঃ আমদিয়া, থানা : মাধবদী, যেলা : নরসিংদী।
মোবাইল : ০১৭৯৭-৫০৯৯১০, ০১৭৯৭-৫০৯৯১১, ০১৭৯৭-৫০৯৯১২
E-mail: info@daruloahi.com / daruloahi@gmail.com

darul oahi
www.daruloahi.com
Darul Oahi Ideal Madrasah

কবিতা

মেরামত করা অন্তর

-মুহাম্মাদ মুবাশ্বিরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

জীবন প্রদীপ জ্বলেছে যেদিন সেদিন থেকে
আমি তোমাকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করি,
তুমি আমাকে ওয়াসওয়াসা দাও
থামবে না তুমি জানি, থাকতে জীবন তরী।
সদাচার ভুলিয়ে দিয়েছ হিংসার বীজ
অন্তরে ঢুকেছে নিকৃষ্ট অহংকার,
হৃদয়ে জমে থাকা ভালোবাসার
প্রাচীর ভেঙ্গে করেছ ছারখার!
আমি ছিলাম প্রথম কাতারের মুছল্লী
আজিকে কর্ণকুহরে যায় না আযান
মোড়ের আড্ডায় আমি যেন সদা সচল
যেন নিন্দিত জাহাজের কাপ্তান!
আজ আমার বেশভূষা বদলে গেছে
বদলে গেছে ভাব ও কাজ,
জাতি-ধর্ম ভুলে গিয়ে আমি
ধরেছি নাস্তিকতার সাজ।
ইচ্ছে মত চালিয়েছ অপকর্মের পথে
ভেবেছিলে ফিরবে না আমার হুঁশ,
কিন্তু আমার চেতনা ফিরেছে আজ
আল্লাহভীতি নিয়ে হয়েছি সন্তোষ।
তোমার পথের শেষটা খুব বর্বর
তাই অন্তর মেরামত করে এসেছি ফিরে
শয়তান তোমার গতি চলমান
জানি এবার অন্যকে ধরবে ঘিরে।
হে মানুষ! হকের পথে থাক সদা
শয়তানের বিরুদ্ধে লড় নিরন্তর
ঠেকাও নাফসে আম্মারাহকে
শুধরাও নিজেকে সাফ কর 'অন্তর'।

মুমিন

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইবরাহীমপুর, ঢাকা।

মুমিন সে আল্লাহ্র নাম যে সদা করে স্মরণ
সফল সে অধিক নেকী যে করে অর্জন।
মুমিন ব্যক্তি শস্যক্ষেতের সুকোমল চারা
বিপদ-মুছীবতে পড়ে, হয় না দিশেহারা।
মুমিন ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন করে রক্ষণ
হালাল রূযীতে সে করে জীবন যাপন।
বিপদাপদে মুমিন হয় না বিচলিত
আল্লাহ্র ভয়ে সে সদা থাকে শংকিত।
মুমিনগণ ধৈর্যশীল, ধৈর্যে রয় অটল
আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে সে হয় সফল।
ছালাত কায়েম করে সদা যাকাত করে দান
দৃঢ় বিশ্বাস মুমিনের মযবূত ঈমান।
সচ্চরিত্র সদাচার শুদ্ধস্বত্ব আচরণ
পরহিত পরোপকার মুমিনের আবরণ।
মুমিনের মনে কোন হিংসা-বিদ্বেষ নাই
মুমিনেরা ন্যায়পরায়ণ পরস্পর ভাই ভাই।
আল্লাহকে ডাকে মুমিন ভয় ও প্রত্যাশায়
আল্লাহ্র দয়া মুমিনের জন্য সুনিশ্চয়।

কুরআনের সৈনিক

-হাফেয তৌফীকুল ইসলাম
ছাত্র, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হে কুরআনের সৈনিক!
বলছি তোমায় হিফয থেকে আমার অভিজ্ঞতা
যেন বৃদ্ধি পায় তোমার হিফযের দক্ষতা।
হিফয পড়ার শুরুতেই নাও তুমি শপথ
কুরআন হিফযের মাধ্যমে পাবে তুমি সুপথ।
শুরুতেই তোমার দায়িত্ব হবে ছহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন বুঝা
যেন কুরআন তোমার কাছে মনে না হয় বোঝা।
যদি না থাকে ভালোবাসা তোমার কুরআনের প্রতি
তাহ'লে তোমার কুরআন হিফয পাবেনা কোন গতি।
সবক তুমি শিখবে এমনভাবে
আটকাতে পারবে না কেউ।
পড়া তোমার হবে সাবলীল যেন
একই গতিতে চলমান কোন ঢেউ।
পড়ার সময় তোমার থাকতে হবে পূর্ণ মনোযোগ
মনে রেখ মনোযোগহীনতা ক্ষতিকর এক রোগ।
বিভ্রান্ত তোমায় করতে চাইবে বিতাড়িত শয়তান
কিন্তু লক্ষ্যে তুমি থাকবে অটুট, চেষ্টায় বলীয়ান।
সবক তুমি এমনভাবে করবে মুখস্থ
সাত সবক ইয়াদ থাকে যেন একেবারে কণ্ঠস্থ।
সাত সবক ভাল হলে ভাল হবে পারা
মূল্য নেই কুরআন হিফযের পূর্ণ ইয়াদ ছাড়া।
আমূখতা যদি শোনাও তুমি একদম নির্ভুলভাবে
তবেই তুমি ইয়াদ ওয়ালা ভাল হাফেয হবে।
পড়ায় যদি দাও ফাঁকি, তুমিই বড় বোকা
কারণ আল্লাহ বা শিক্ষক নয় তুমি নিজেকেই দাও ধোকা।
নিজেকে ফাঁকি দিয়ে হয়ো না আর বখীল
পরলোকে কুরআনই হবে জান্নাতে যাওয়ার দলীল।
হে কুরআনের হাফেয! মনে রেখ তুমি আল্লাহ্র সৈনিক
কুরআনের সাথে যোগাযোগ তোমার হয় যেন দৈনিক।

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

স্বদেশ

বাংলাদেশে বিচারাধীন কারাবন্দীর সংখ্যা এশিয়ার মধ্যে সর্বাধিক

বিচারাধীন বন্দী তথা হাজতীর সংখ্যায় এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে এবং বিশ্বে পঞ্চম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী একটি দেশের কারাগারে সর্বোচ্চ ৩৪ শতাংশ বিচারাধীন বন্দী থাকলে সেটিকে আদর্শ মান হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু সরকারী হিসাব মতে, ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত দেশের ৬৮টি কারাগারে বন্দীর সংখ্যা ৭৭.৯ শতাংশ। যা আদর্শ মানের দ্বিগুণেরও বেশী। মোট বন্দী সংখ্যা ৮৩ হাযার ৮৬০। এর মধ্যে বিচারাধীন ৬৫ হাযার ৩৯২ জন।

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত এবং সবচেয়ে কম রয়েছে পাকিস্তানে। আর বৈশ্বিক তালিকার প্রথমে রয়েছে মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লিচেনস্টেইন।

উল্লেখ্য যে, বিচারাধীন আসামীদের মধ্যে শুধু মাদক মামলায় গ্রেফতার আসামীর সংখ্যাই মোট আসামীর ৩৭ শতাংশ। আইনানুযায়ী এসব আসামীর ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ এক বছর শাস্তি হ'তে পারে। কিন্তু বিচারের অপেক্ষায় সে সময়ের চেয়ে অনেক বেশী দিন থাকতে হয় এসব বন্দীর। এছাড়াও মামলাজট, দীর্ঘসূত্রিতা এবং অন্যান্য কারণে দেশের কারাগারগুলিতে বন্দীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

মানুষ হারাম খেলে ও চুরি করলে উন্নয়ন সম্ভব নয় : মন্ত্রীপরিষদ সচিব

মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, দেশের উন্নয়ন চাইলে চরিত্র ঠিক করতে হবে। মানুষ হারাম খেলে ও চুরি করলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীর মানুষ গবেষণা করে ঠিক করেছে দুর্নীতি দূর করতে চরিত্র ঠিক করতে হবে। হার্ভার্ড, কেমব্রিজের বড় বড় গবেষকগণ একমত যে, গুড গভর্নেন্স না করলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। গুড গভর্নেন্স বাস্তবায়ন করতে গেলে মানুষের চরিত্র ঠিক করতে হবে। আর চরিত্র ঠিক করতে হ'লে ধর্মীয় বিধান মানতে হবে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর 'সুশাসন নিশ্চিতকরণে বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সেমিনারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) ঋণচুক্তির প্রক্রিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এসব কথা বলেন মন্ত্রীপরিষদ সচিব।

[ধন্যবাদ সচিব ছাহেবকে। কিন্তু মুশকিল হ'ল ক্ষমতাসীন মানুষ যদি আমাদের মত উপদেশ দেন, তাহ'লে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে কারা? তারা যদি এরূপ উপদেশ দিয়েই দায় সারতে চান, তাহ'লে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তারা রেহাই পাবেন না। অতএব আমরা বলব, যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। দুর্নীতি দমন করুন! (স.স.)]।

হিফয প্রতিযোগিতায় ১১১টি দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী বাংলাদেশের 'তাকরীম'

গত ২১শে সেপ্টেম্বর বুধবার মক্কার হারাম শরীফে অনুষ্ঠিত বাদশাহ আব্দুল আযীয ৪২তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে বাংলাদেশের হাফেয ছালেহ আহমাদ তাকরীম (১৩)। তার বাড়ী টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপযেলার ভাদ্রা গ্রামে। তার পিতা হাফেয আব্দুর রহমান মাদ্রাসার শিক্ষক ও মা গৃহিণী। সে মাত্র সাড়ে ৯ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করে। বর্তমানে সে মীরপুরের মারকাযু ফয়যিল কুরআন আল-ইসলামী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে। পুরস্কার স্বরূপ সে পেয়েছে ১ লাখ রিয়াল (প্রায় সাড়ে ২৭ লাখ টাকা), সনদ ও সম্মাননা ক্রেস্ট। প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ১১১টি দেশের ১৫৩ জন হাফেয অংশ নেয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঊদী বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীযের উপদেষ্টা ও মক্কা নগরীর গভর্নর খালেদ আল-ফয়ছাল, দেশটির ইসলাম ও দাওয়াহ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল লতীফ বিন আব্দুল আযীয সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

হাফেয তাকরীম এ বছরের মার্চ মাসে ইরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় ২৯টি দেশের মধ্যে প্রথম এবং মে মাসে লিবিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় ৪০টি দেশের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে।

[আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই এবং আলেম বা-আমল হওয়ার জন্য দো'আ করি (স.স.)]।

বিশ্বে সবচেয়ে দূষিত শহর ঢাকা

বাংলাদেশের ঘনবসতিপূর্ণ রাজধানী ঢাকা এ বছর পুনরায় বিশ্ব দূষিত শহরের তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। ঢাকা দীর্ঘদিন ধরে বায়ু দূষণে ভুগছে। এর বাতাসের গুণমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় ও বর্ষাকালে কিছুটা উন্নত হয়। ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর ১৭৪ রেকর্ড করা হয়েছে। পাকিস্তানের লাহোর, চীনের বেইজিং ও ভিয়েতনামের হ্যানয় যথাক্রমে একিউআই ১৭৪, ১৬৪ ও ১৬৩ স্কোর নিয়ে পরবর্তী তিনটি স্থানে রয়েছে।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদফতর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার বায়ু দূষণের তিনটি প্রধান উৎস হ'ল, ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলা। জাতিসঙ্ঘের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী প্রতি ১০ জনের মধ্যে নয়জন দূষিত বাতাসে শ্বাস নেন এবং বায়ু দূষণের কারণে প্রতি বছর প্রধানত নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে আনুমানিক ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে।

সাফ চ্যাম্পিয়ন নারী ফুটবলারদের বিষয়ে যা বললেন মাওলানা আহমাদুল্লাহ

নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে ২০২২ সালের দক্ষিণ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশীপে জয়ী হয়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। এ বিষয়ে গত ২০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক পেজে এক পোস্টের মাধ্যমে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'আস-সুন্নাহ ফাউণ্ডেশন'এর চেয়ারম্যান মাওলানা আহমাদুল্লাহ। যেখানে তিনি বলেন, 'মহিলা ফুটবল দলের শিরোপা জেতায় যারা অতি উৎফুল্ল, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় পর্দানশীন মেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করার ঘটনায় তাদের এত উৎফুল্ল হ'তে দেখা যায়নি কেন? তবে কি তাদের লক্ষ্য নারীর উন্নতি নাকি উন্নয়নের নামে নারীর উন্মুক্ত উপস্থাপন? যারা নারী ফুটবলারদের দিয়ে এদেশে 'ধর্মবিদ্বেষ' কায়েম করতে চাইছেন, তাদের ভাবখানা এমন যেন মহিলা ফুটবল দল নেপালের বিরুদ্ধে খেলতে নামেনি, বরং ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল! বাস্তবতা হ'ল, এদেশের মানুষ ধর্মপরায়ণ। খেলোয়াড়রাও এর বাইরে নন।

আপনারা যাদের 'ইউজ' করে ইসলামবিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন, তাদের একজন আল্লাহ্‌র উপর ভরসার কথা লিখে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। আরেকজন মাকে নামায-রোযা করতে বলেছেন। কখনো আবার পুরো দল সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এ থেকে পরিষ্কার

যে, তারা মুসলমানের সন্তান। তারা আমাদেরই বোন। হয়তো ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা তাদের নাই। যারা পাহাড়ী আছেন, তারাও আমাদের অংশ।

তাছাড়া এসব মেয়েরা নিতান্ত গরীব ঘরের সন্তান। যদি তারা একটু সচ্ছল ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তেন, তাহ'লে তাদের কয়জন ফুটবলকে পেশা হিসাবে বেছে নিতেন সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। সুতরাং 'নারীবাদ'-এর মতো বড়লোকী তত্ত্ব তাদের জীবনে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বহীন।

অতএব এদের দিয়ে ইসলাম বিদ্বেষ ও আলেমদের প্রতি ঘৃণার চর্চা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এই দেশে সফল হবে না। বরং তাদের মধ্যে সামান্য দাওয়াতী কাজ করা গেলে এরা একেকজন হাযারো মানুষের হেদায়াতের কারণ হ'তে পারেন ইনশাআল্লাহ।

তবে এটা সত্য যে, যেটাকে 'খেলা' বলা হচ্ছে সেটা মূলতঃ একটা সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে যাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে অনেক সময় তারা নিজেরাও জানেন না যে, সামান্য পয়সার বিনিময়ে তাদের কোন কাজে 'ইউজ' করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ তাদের ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ লালনকারীদের হেদায়াত দান করুন!

[চমৎকার মন্তব্যের জন্য তরুণ আলেম মাওলানা আহমাদুল্লাহকে ধন্যবাদ। তাঁর বক্তব্যের সাথে আমরা পুরোপুরি একমত। জাহেলী আরবের নারীরা প্রকাশ্যে ফ্যাশন করে বেড়াত। এর বিরুদ্ধে মুসলমান নারীদের ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর। পূর্বেকার জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না' (আহযাব ৩৩)। আল্লাহর এই নির্দেশকে অমান্য করে পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার মেয়েদেরকে দেশে-বিদেশে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মন্দ পরিণতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর গযব থেকে রক্ষা করুন (স.স.)]।

জন্মদাতা বা জন্মদাত্রী থেকে যাচ্ছে অদৃশ্যে

বাড়ছে নবজাতক হত্যাকাণ্ড

গুম, খুন ও অপহরণের মিছিলের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে নবজাতক হত্যার সংখ্যা। এসব ঘটনা এখন আর কাউকে আলোড়িত করে না। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের অধঃপতন কতটা হ'লে নবজাতককে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আরবের অন্ধকার যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত যেভাবে পুতে ফেলা হ'ত, এ যুগেও কিছু ডাস্টবিন কিংবা ময়লার ভাগাড়ে নবজাতককে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। গত এক বছরে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৩০০ নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

অপরাধ গবেষকরা বলছেন, যেকোন জায়গায় এসব শিশুদের ফেলে দেয়া হচ্ছে। ব্যাগে, বস্তায়, কাপড়ে মুড়িয়ে। কোনও শিশুর কান্না মানুষের কাছে পৌঁছালে ভাগ্যচক্রে বেঁচে যাচ্ছে। আর এসব ঘটনায় মামলা হ'লেও আসামী খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের মতে, সামাজিক অবক্ষয়, ইন্টারনেটের ভয়াবহ আগ্রাসন, মাদকের সয়লাব, পর্নোগ্রাফী, বিবাহবহির্ভূত অবাধ মেলামেশা মূলতঃ এই অনাকাঙ্খিত ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী।

শুধু নবজাতক হত্যাই নয়, ভ্রূণ নষ্ট করাও যেখানে ইসলামে পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ। সেখানে ৯২ ভাগ মুসলমানের দেশে ভ্রূণ নষ্ট করা এবং নবজাতককে হত্যা করে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ একজন মানুষ হত্যা আর ভ্রূণ হত্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যারা এ কাজ করছে বা এতে সম্মতি ও সহায়তা করছে তারা প্রত্যেকেই খুনের অপরাধে অপরাধী।

বিদেশ

সিমলাকে রাজধানী করে স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী

নযীরবিহীন শক্তির প্রদর্শনী করে কানাডায় এক লাখ ১০ হাযার শিখ ভারতের পাঞ্জাবে খালিস্তান নামক পৃথক শিখ রাষ্ট্র গঠনের জন্য আয়োজিত গণভোটে ভোট দিয়েছে। অনুষ্ঠিত ঐ গণভোটে সিমলাকে রাজধানী করে স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। আয়োজক সংগঠক এসএফজে জানিয়েছে, কানাডায় খালিস্তানের পক্ষে ভোট আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে লণ্ডনে আয়োজিত ভোটে ৩০ হাযার শিখ অংশ নিয়েছিল। ইতালিতে এর চেয়ে অল্প কিছুসংখ্যক ভোটার কম উপস্থিত ছিল। জেনেভায় ১০ হাযারের কম ছিল উপস্থিতি।

কানাডায় বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ শিখ বসবাস করে। তাদের মধ্যে খালিস্তান আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ভারত সরকার এই আন্দোলন নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই সমস্যায় রয়েছে। এ নিয়ে ভারত ও কানাডা সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্বও দেখা দিয়েছে। কানাডা সরকার ভারত সরকার কর্তৃক খালিস্তান গণভোট আয়োজন থেকে এসএফজেকে বিরত রাখার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে জানায়, এসএফজে যতদিন দেশর আইন মেনে চলবে, ততদিন তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে দেয়া হবে।

মুসলিম জাহান

মদীনায় স্বর্ণ ও তামার নতুন খনির সন্ধান

পবিত্র শহর মদীনার আশেপাশে সোনা ও তামা সমৃদ্ধ নতুন খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে সঊদী ভূতাত্ত্বিক জরিপ (এসজিএস)। তারা বলেছে যে, স্বর্ণের ও তামার খনিটি মদীনার আবা আল-রাহার সীমানা ও উম্ম আল-বারাক হেজাযের সীমানার মধ্যে রয়েছে। এছাড়া আরো চারটি স্থানে তামার আকরিক আবিষ্কৃত হয়েছে। আর উম্ম আল-দামার সাইটটি ৪০ বর্গ কিলোমিটারেরও অধিক এলাকা জুড়ে তামা, দস্তা, সোনা এবং রৌপ্য জমা রয়েছে। যার মধ্যে স্বর্ণের আনুমানিক পরিমাণ ৩ লাখ ২৩ হাযার কেজি। খবরে বলা হয়েছে, মদীনা অঞ্চলে অবস্থিত উম্ম আল-দামার মাইনিং সাইটের লাইসেন্স পেতে ১৩টি সঊদী এবং বিদেশী কোম্পানী জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে প্রায় ৫৩৩ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রায় চার হাযার জনের কর্মসংস্থানও হবে। ফলে তা জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সঊদী আরবের বার্ষিক তামা এবং দস্তা কেন্দ্রীভূত উৎপাদনের পরিমাণ ৬৮ হাযার। পাশাপাশি ২ কোটি ৪৬ লাখ টন ফসফেট আকরিক উত্তোলন করা হয় যা দিয়ে সাড়ে ৫২ লাখ টন ফসফেট সার উৎপন্ন হয়। ফসফেট সার উৎপাদনে সঊদী আরব বিশ্বে শীর্ষ পাঁচের মধ্যে রয়েছে। সম্প্রতি দেশটির খনিজসম্পদ মন্ত্রী খালিদ আল-মুদাইফার জানান, ২০২২ সালে দেশটির খনি শিল্পে ১৭০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আসবে বলে তারা আশাবাদী।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সঊদী আরবে খনি থেকে সম্পদ আহরণের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। যার মূল্য লক্ষ্য তেলভিত্তিক অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসা।

এক বৈঠকে সম্পূর্ণ কুরআন শোনালেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ফিলিস্তীনী নারী

এক বৈঠকেই সম্পূর্ণ কুরআন শুনিয়েছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ফিলিস্তীনী নারী সানা তালাল আল-রানতিসী (৩৩)। তিনি গাযা উপত্যাকার রাফা এলাকার বাসিন্দা। সম্প্রতি দারুল কুরআনিল কারীম নামে গাযার একটি সামাজিক সংস্থা পুরো কুরআন এক বৈঠকে শোনানোর একটি ইভেন্ট চালু করে। প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এ ইভেন্টে শত শত হাফেয অংশগ্রহণ করেন। গত ২ মাসে সেখানে সানা সহ ৩৩২ জন হাফেয ও ২৪৯ হাফেযাসহ মোট ৫৮১ জন অংশ নিয়েছেন বলে জানান সংস্থার পরিচালক বেলাল ইমাদ। তিনি বলেন, 'এতে অংশ নিয়ে এক বৈঠকে পুরো কুরআন শোনানো সর্বকনিষ্ঠ হাফেযের বয়স ছিল ৯ বছর এবং বয়োবৃদ্ধ হাফেযের বয়স ছিল ৬০ বছর। প্রতিদিন ফজরের পর থেকে পুরো কুরআন মুখস্থ শোনানোর কার্যক্রম শুরু হয়, যা সূর্যাস্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে'। মূলত পবিত্র কুরআন হিফয করার ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা তৈরি করতে এ ধরনের আয়োজন ফিলিস্তীনে এবারই প্রথম বলে জানান বেলাল ইমাদ।

আল-জাযিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, সানার বয়স যখন ২৬, তখন শুনে শুনে পবিত্র কুরআন হিফয করেন তিনি। পরে মোবাইলে ব্রেইল পদ্ধতিতে কুরআন মুখস্থ করতে অনলাইন কোর্সও করেন। এ প্রসঙ্গে সানা তালাল জানান, 'সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। তিনি আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের পরিবারভুক্ত করেছেন। বর্তমানে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি ইসলাম বিষয়ে পাঠদান করছেন।

ড. ইউসুফ আল-ক্বারযাভীর মৃত্যু

প্রখ্যাত মিসরীয় বিদ্বান ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ড. ইউসুফ আল-ক্বারযাভী গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কাতারের রাজধানী দোহায় মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। ড. ক্বারযাভী মিসর ভিত্তিক সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপদেষ্টা ছিলেন। ইখওয়ানের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি কয়েকবার কারাবরণ করেন এবং সবশেষে মাতৃভূমি ত্যাগ করে কাতারে স্থায়ী হন।

মুসলিমদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। যেমন মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের অভিজাত সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স-এর সাবেক চেয়ারম্যান এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি), রাবেতা 'আলম আল-ইসলামী ও ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার, অক্সফোর্ড-এর সম্মানিত সদস্য হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ১৭০টি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি করতেন। এছাড়া জুম'আর খুৎবাসহ বিভিন্ন টিভিতে তিনি নিয়মিত বক্তব্য প্রদান করতেন।

ড. ক্বারযাভী ১৯২৬ সালে মিসরে নীল-নদের তীরবর্তী ছাফাত তোরাব গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দু'বছর বয়সে পিতৃহারা হওয়ার পর চাচার নিকটে লালিত-পালিত হন। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্সটিটিউট এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে শিক্ষকতা ও গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ স্ত্রী, ৩ কন্যা এবং ৪ পুত্র রেখে যান।

ইসলামী শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৪ সনে তিনি সঊদীআরব থেকে মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার হিসাবে গণ্য 'বাদশাহ ফয়ছাল পুরস্কার' এবং ১৯৯০ সালে ইসলামী অর্থনীতিতে অবদান রাখায় ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জেদ্দা (আইডিবি) পুরস্কার লাভ করেন।

উল্লেখ্য, ড. ক্বারযাভী মুসলিম সমাজের ইখওয়ানী ও আধুনিকতাপন্থী ঘরানায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলেও শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে ভুল-ভ্রান্তি ও শৈথিল্যবাদী অবস্থানের কারণে তিনি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। যেমন শারঈ বিধান বাস্তবায়নের উপর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার প্রদান, নারীর ক্ষমতায়নের পশ্চিমা ব্যাখ্যাকে উৎসাহিত করা, সর্বধর্ম সমন্বয় মতবাদ বা আন্তঃধর্ম সংলাপের পৃষ্ঠপোষকতা করা, ইক্বামতে দ্বীনের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতাকে উৎসাহিত করা, রজমের বিধানকে শরী'আত বিরোধী মনে করা, গান-বাজনাকে জায়েয মনে করা, আরব বসন্তের সময় মিসরসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে সরকার বিরোধী তৎপরতাকে সমর্থন করা ইত্যাদি।

[আল্লাহ তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন- আমীন!]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পানিবিহীন টয়লেট উদ্ভাবন : মলকে বানাবে ছাই, মূত্রকে বিশুদ্ধ পানিতে রূপান্তর

পরিবেশ দূষণ ও পানির অপচয় রোধে বিশেষ ধরনের প্রযুক্তিসম্পন্ন 'পানিবিহীন টয়লেট' প্রস্তুত করেছে ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনকারী বহুজাতিক কোম্পানি স্যামসাং। আর এই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছে মার্কিন ধনকুবের বিল গেটস-এর অলাভজনক সংস্থা 'বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশন'।

ওয়াটারলেস টয়লেটে পানির কোন ব্যবহার নেই। মলত্যাগ করা হ'লে এটির সঙ্গে সংযুক্ত উচ্চমাত্রার তাপ প্রযুক্তি সেটিকে প্রথমে শুকিয়ে এবং তারপর পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। তরল বর্জ্য বা মূত্রকে বিশুদ্ধ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য পানিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াও রয়েছে টয়লেটটিতে। মলকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা এবং মূত্রকে বিশুদ্ধ পানিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি ঘটে স্বল্প সময়ের মধ্যে। ২০১১ সালে এই ওয়াটারলেস টয়লেট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে সেটি শেষ হয়েছে।

বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশন থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই প্রকল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে, '১৫৯৬ সালে ব্রিটিশ প্রযুক্তিবিদ ও আবিষ্কারক স্যার জন হ্যারিংটন ফ্ল্যাশ টয়লেট আবিষ্কার করেছিলেন। তার পর থেকে গত প্রায় সাড়ে ৪০০ বছরে টয়লেটের কোন পরিবর্তন হয়নি'।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হ'ল মনুষ্যবর্জ্য প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়া ও তা সৃষ্ট রোগ-জীবাণুর আক্রমণ থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা। যেসব দেশে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বেশী, সেসব অঞ্চলে পানিবাহিত রোগবালাই রোধে এই টয়লেট খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুপেয় পানির সংকট চলছে, আবার ফ্ল্যাশ টয়লেটের কারণে বিপুল পরিমাণ পানি অপচয়ও হচ্ছে। পানির অপচয় রোধেও এটি উপযোগী।

ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ৩৬০ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যকর পয়োনিষ্কাশন বা টয়লেট সুবিধাবঞ্চিত। উন্মুক্ত পরিবেশে মলমূত্র ত্যাগের কারণে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে মারা যায় অন্তত ৫ লাখ শিশু।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : নওগাঁ ২০২২

সমাজ পরিবর্তনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওজোয়ান ময়দান, নওগাঁ ৭ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের নওজোয়ান ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বায়ুর প্রবাহ ফিরানো কঠিন, নদীর স্রোত ঘুরানো কঠিন, কিন্তু অত কঠিন নয়, যত কঠিন হ'ল সমাজ পরিবর্তন করা। নবী-রাসূলগণ সমাজ পরিবর্তনের সেই গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা প্রথমে মানুষের নিকট আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। অথচ বিশ্বের সর্বত্র চলছে মানুষের সার্বভৌমত্ব। যেখানে মানুষ মানুষের গোলাম। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দেশে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও বিশুদ্ধতম আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষকে আল্লাহ্র দেখানো ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সরল পথের দিকে আহ্বান জানায়।

তিনি বলেন, যেকোন বিদ'আত চালুর পিছনে চার শ্রেণীর লোক কাজ করে। আলেম, সমাজনেতা, ধনিক শ্রেণী ও রাষ্ট্র। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৬১৪ বছর পর খৃষ্টান-মুসলিম ক্রুসেড যুদ্ধের সময় যীশুখৃষ্টের কথিত জন্মদিবস 'বড়দিন' উৎসব পালনের অনুকরণে ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কূকূবূরীর চালু করা 'ঈদে মীলাদুন্নবী'র বিদ'আত প্রসার লাভের পিছনে উক্ত চার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যিনি যেখানে থাকেন হক কথা বলবেন। কেননা নবী-রাসূলগণ মার খেয়েছেন তবুও হক ছেড়ে বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। ইসলাম কায়েম হবে নবী-রাসূলদের তরীকায় এবং কুরআন ও হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমে, কোন নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্বহের অনুসরণে নয়। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ যত বেশী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে, তত বেশী সমাজে দ্রুত পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাবেক যেলা সভাপতি ও সাপাহার সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল ক্বাইয়ূম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশীউর রহমান এবং কেন্দ্রীয় ও যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আল-'আওন' ও 'আল-হেরা' শিল্পীগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন শহর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ফারূক ছিদ্দীকী।

সম্মেলনে নওগাঁ ছাড়াও জয়পুরহাট, বগুড়া, রাজশাহী প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুধী সমাবেশ

আনন্দনগর, নওগাঁ, ২রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম।

বগুড়া ১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। সভাশেষে মুহাম্মাদ আল-আমীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ভোলা ১৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ভোলা যেলার উদ্যোগে যেলা শহরের প্রেসক্লাব ভবনে এক যুব ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কামরুল হাসান। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর বরিশাল বিভাগীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম। ভোলা শহরে প্রথমবারের মত সংগঠনের ব্যানারে আয়োজিত এই সমাবেশে বোরহানুদ্দীন, লালমোহন, চরফ্যাশনসহ বিভিন্ন উপযেলা থেকে দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ ব্যাপক উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে ইকবাল হোসাইনকে সভাপতি ও তানভীর আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র ভোলা যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

গাযীপুর ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের ৩৪নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত আব্দুস সোবহান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে এক যুব ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, বগুড়া

হেরিটেজ আইডিয়াল একাডেমীর অধ্যক্ষ ড. আব্দুল্লাহিল কাফী প্রমুখ। সমাবেশে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান। সমাবেশ শেষে মুহাম্মাদ আলে ইমরানকে সভাপতি ও কাযী মুহাম্মাদ তামীমকে সাধারণ সম্পাদক করে গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

পলাশবাড়ী, নীলফামারী ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন পলাশবাড়ী দারুস সুন্নাহ মডেল মাদ্রাসা ময়দানে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল আবু সাঈদ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, ৪নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইবরাহীম তালুকদার ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আতীকুর রহমান।

ফরিদপুর ৭ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের পৌর মার্কেটে অবস্থিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী কার্যালয়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে এক জনাকীর্ণ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর বরিশাল বিভাগীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম মৃধা, অর্থ সম্পাদক আক্কাছ আলী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসাইন, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছত্বফা, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রানা ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক পারভেয মিঞা, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাছুম বিল্লাহ প্রমুখ।

অতঃপর তিনি বাদ এশা যেলা সদরের খানবাড়ি জামে মসজিদে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, একইদিন বাদ আছর তিনি 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুছ ছামাদের আমন্ত্রণে সদরপুর উপযেলার সাড়ে সাতরশিতে অবস্থিত সৈয়দবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সফর করেন এবং উপস্থিত সুধীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বাদ এশা তিনি এ্যাডভোকেট মঈনুল ইসলামের আমন্ত্রণে যেলা সদরের রঘুনন্দনপুর, কোমরপুরস্থ নবনির্মিত হামযা (রা.) জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন।

মাসিক ইজতেমা ও তা'লীমী বৈঠক

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

সৈয়দপুর, নীলফামারী ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সৈয়দপুর উপযেলার উদ্যোগে শহরের সবজি বাজারস্থ বায়তুল আহাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী জনাব ছালাহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। নীলফামারী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান সহ উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইজতেমা শেষে কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং ছালাত শেষে মুছল্লীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কলমাকান্দা উপযেলাধীন কালিহালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। একইদিন রাত ৮-টায় অত্র উপযেলার নল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৃথক আরেকটি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান বক্তব্য প্রদান করেন। বৈঠক শেষে আব্দুল মান্নানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' যেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

ইসলামী সম্মেলন

হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁদপুর যেলার উদ্যোগে হাজীগঞ্জ উপযেলার কাঠালী আব্দুল খলীল মুন্সিবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর দাম্মাম, সঊদীআরব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জামাল গাযী বিন ছফিউল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত হোসাইন প্রমুখ। উক্ত সম্মেলনে বেলাল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ বকুলকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র চাঁদপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, একইদিন ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব যেলা সদরের মুছআ'ব ইবনু উমায়ের (রাঃ) জামে মসজিদে এবং ড. নূরুল ইসলাম ফেনী যেলা শহরের দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ

চাংলা, বদলগাছী, নওগাঁ ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বদলগাছী উপযেলাধীন চাংলা দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বদলগাছী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি গোলাম আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন।

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা উপযেলাধীন জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামদই এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা নাজীবুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবু ছালেহ আল-মাহমূদ। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ তাওফীকুল ইসলাম।

তাবলীগী সফর

নওগাঁ ১৩ ও ১৪ই সেপ্টেম্বর মঙ্গল ও বুধবার : 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বাদ যোহর যেলার পত্নীতলা উপযেলাধীন চৌধুরীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও বাদ মাগরিব আবাদিয়া পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। একইদিন বাদ যোহর 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম সাপাহার উপযেলার গোডাউন পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর জবাই কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও বাদ মাগরিব পাতাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। পরদিন ১৪ই সেপ্টেম্বর বুধবার বাদ যোহর তারা দু'জন পোরশা উপযেলার কালাইবাড়ী বাজার ওয়াক্তিয়া আহলেহাদীছ মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। অতঃপর বাদ আছর কেন্দ্রীয় দাঈ একই উপযেলার নিতপুর দিয়াড়পাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও 'সোনামণি' পরিচালক কপালি মোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং বাদ মাগরিব উভয়ে মহাদেবপুর উপযেলার কুঞ্জবন বায়তুল হামদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন।

বাগাপুর, ঢাকা ১৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ইস্টার্ণ হাউজিং আফতাব নগর প্রকল্পের অন্তর্গত বাগাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনব্যাপী এক তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সফরে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী ও 'আন্দোলন'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য মাহবূবুর রহমান (ত্রিমোহনী), যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুর রাযযাক, রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ ও জনাব তাজুল ইসলাম (আঙ্গারজোড়া) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাফীযুদ্দীন আহমাদ জাহেদ।

উল্লেখ্য, সকাল ১০-টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে জুম'আ পর্যন্ত এবং বাদ আছর থেকে এশা পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন স্থানীয় মেম্বার গাযী আলাউদ্দীন ও ব্যবসায়ী গাযী সোহেল।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

পরিদর্শন ও সুধী সমাবেশ

নরসিংদী, ২১শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার চৌয়া বড়টেক, পাঁচদোনায় অবস্থিত দারুত তাওহীদ সালাফিয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এসময় অত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এবং যেলা 'আন্দোলন' এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক বাদল মিঞা এবং প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আব্দুল মাজেদ তাঁকে ও তাঁর সফরসঙ্গীদের স্বাগত জানান এবং মাদরাসার বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন। এসময় তিনি উক্ত মাদ্রাসা কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

অতঃপর একইদিন বাদ যোহর তিনি মাধবদীর বেলাটি, আমদিয়ায় অবস্থিত দারুল ওহী আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল ওহী জামিলা খাতুন আইডিয়াল মহিলা মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। এসময় উক্ত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ ইমাম হোসাইন এবং মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল এইচ এম আখতার হোসাইন তাঁকে ও তাঁর সফরসঙ্গীদের স্বাগত জানান ও মাদরাসার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। সেখানে দুপুরে আতিথেয়তা গ্রহণের পর তিনি উক্ত মাদ্রাসা কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন এবং মাদ্রাসার সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

একইদিনে তিনি যেলা সদরের পাদুয়ারচরে 'আন্দোলন' আল-ক্বাছীম শাখা, সঊদী আরব-এর সভাপতি আবু যায়নাব ছাদ্দামের উদ্যোগে পরিচালিত পরিকল্পনাধীন মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্সের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি দেলোওয়ার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইসহাকসহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

শম্ভুক, শিবচর, মাদারীপুর ৭ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'-এর অধিভুক্ত ইত্তিবাউস সুন্নাহ মাদ্রাসা ময়দানে এক অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর বরিশাল বিভাগীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম, ফরিদপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছত্বফা, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রানা ইসলাম, অত্র মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মুহাম্মাদ সোহাগ মিয়া, স্থানীয় সুধী জনাব আব্দুর রায্যাক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মিরাজ বিন আছগার। ইতালী প্রবাসী জনাব বাশার মিঞার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসাটি স্থানীয় মাযহাবীদের তীব্র বাধার মুখে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। আল্লাহ্র অশেষ রহমতে প্রশাসনিক সহযোগিতায় বিগত মে'২২ থেকে পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত পাঠদান অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য যে, একইদিনে ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব মাদারীপুর যেলা সদরের নবনির্মিত আত-তাকওয়া জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

সরিষাডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ৮ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র অধিভুক্ত চুয়াডাঙ্গা সদরের নীলমনিগঞ্জ সরিষাডাঙ্গা দারুস সুন্নাহ মডেল মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে মাদ্রাসা পরিদর্শন উপলক্ষে এক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা তারীকুয্যামান, 'সাধারণ সম্পাদক' নাজমুল হক্ব, বরিশাল বিভাগীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাবীবুর রহমান হাবীব, অত্র মাদ্রাসার সহ-সভাপতি মুসলিমুদ্দীন মাষ্টার, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য নাছিরুদ্দীন ও সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক রেযাউল করীম আহমাদ। এসময় মাদ্রাসার শিক্ষক শাহ আলমের তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা চমৎকারভাবে তাদের শিক্ষামূলক পরিবেশনা উপস্থাপন করে।

সোনামণি

প্রশিক্ষণ

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এনামুল হক।

খিরাইকান্দি, দেবিদ্বার, কুমিল্লা ১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার দেবিদ্বার উপযেলাধীন খিরাইকান্দি আল-হেরা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি' ও অত্র মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা আতীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

কামারজুড়ী, গাযীপুর ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার গাছা থানাধীন হাজী আব্দুল আলীম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খত্বীব মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

একই দিন দুপুর সাড়ে ১২-টায় যেলার গাছা থানাধীন কামারজুড়ী-পাতাকুর তাজদীদ একাডেমী এন্ড কলেজে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মাওলানা ফাইযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'যুবসংঘ' মহানগরের সভাপতি মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন ও তাজদীদ একাডেমী এন্ড কলেজের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুরশেদুল হক।

কলমাকান্দা, নেত্রকোণা ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার কলমাকান্দা উপযেলাধীন নল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। একই সময় পৃথকভাবে পর্দার মধ্যে মহিলা তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একইদিন বাদ যোহর কলমাকান্দা উপযেলার বানাইকোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৃথক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

সোনামণি সম্মেলন

শাসনগাছা, কুমিল্লা ১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে সোনামণি সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মাওলানা আতীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ।

মহিলা সংস্থা

মাদারটেক, সবুজবাগ, ঢাকা ২০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বিকাল ৫-টা হ'তে রাত সাড়ে ৭-টা পর্যন্ত যেলার সবুজবাগ থানাধীন মাদারটেক দারুলহাদীছ মহিলা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা ও যেলা 'মহিলা সংস্থা'র সদস্যা রোজিনা আখতারের সভানেত্রিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'মহিলা সংস্থা'র সভানেত্রী মারিয়াম বিনতে আযীমুদ্দীন ও সাবেক সভানেত্রী শামসুন্নাহার। এসময়ে তারা সাংগঠনিক কাজের তদারকি ও পর্যালোচনা করেন এবং নতুন শাখা গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

মারকায সংবাদ

মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর উদ্যোগে মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবনের ৩য় তলার হলরুমে 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আসক্তি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মাদ দুরুল হুদা। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজের প্রভাষক আব্দুল মান্নান। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০ম ও আলিম শ্রেণীর ছাত্ররা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও দারুণ উপভোগ্য ছিল। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : বাড়ি থেকে সফরের উদ্দেশ্যে ফজরের ছালাতের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে বের হ'তে হ'লে আযানের আগেই ছালাত আদায় করে নেওয়া যাবে কি?

-তোফায়েল আহমাদ, মেহেরপুর।

উত্তর : যাবে না। কারণ সময়ের পূর্বে ছালাত আদায় যথেষ্ট নয়। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত *(নিসা ৪/১০৩)*। অতএব ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পরেই ফজরের ছালাত আদায় করতে হবে। যদি রাস্তায় ওয়াক্ত হয়, তবে সেখানেই পড়বে। সেই সুযোগ না থাকলে পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে *(উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/২১৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১২০, ১২৬)*। আর পরিবহনে ক্বিবলামুখী না হ'লেও চলবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৮; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ইরওয়া হা/৫৮৮; ইবনু মাজাহ হা/১০২০)*। তবে ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত শুরু করা বাঞ্ছনীয় *(আবূদাঊদ হা/১২২৪-২৮; নায়ল ২/২৯১ পৃঃ)*।

স্মর্তব্য যে, যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও এশা একত্রে জমা তাক্বদীম অথবা জমা তাখীর করা যায়। অর্থাৎ পরের ছালাত আগে এনে বা আগের ছালাত পরে নিয়ে জমা করা যায় *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৪)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : ছেলে তার খালা ও ফুফুর বাসায় থাকে। কিন্তু তারা শারঈ পর্দার বিধান যথাযথভাবে মেনে না চলায় ছেলেকে বিভিন্নভাবে গুনাহের সম্মুখীন হ'তে হয়। এক্ষণে তার করণীয় কি?

-যাহীন, রংপুর।

উত্তর : খালা এবং ফুফু উভয়ে মাহরাম। আর মাহরামের সামনে নারীরা নিজেদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে *(নিসা ৪/২৪)*। তবে খালাতো ও ফুফাতো বোনদের থেকে পর্দা করে চলতে হবে *(নূর ২৪/৩১; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৯৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/২৯০, ৯৭)*। এক্ষণে কোন ব্যক্তি যদি প্রতিনিয়ত শারঈ পর্দা লংঘনের আশংকা করে, তবে তাদেরকে সাধ্যমত নছীহত করবে। আর তাতে কাজ না হ'লে নিরাপদ স্থান বেছে নিবে।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : আমার পিতা অনেক বছর আগে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর ব্যাংক এখন সূদসহ টাকা চায়। এক্ষণে আমি সূদসহ পরিশোধ করলে গুনাহগার হব কি?

-রাক্বীবুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সূদ ছাড়াই মূল ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। কোনভাবেই তারা মেনে না নিলে বাধ্যগত অবস্থায় সূদ সহ ঋণ পরিশোধ করবে। আর এতে সন্তানের কোন গুনাহ হবে না। কেননা একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৩০১)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : কুরআন মাজীদ পাঠ করার পূর্বে বিশেষ কোন দো'আ, আমল বা অন্য কোন করণীয় আছে কি? এসময় নিয়মিতভাবে দরূদে ইব্রাহীমী পাঠ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, রংপুর।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে কোন বিশেষ দো'আ বা আমল নেই। বরং ওযূ করে 'আ'উযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' বলে তেলাওয়াত শুরু করবে *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭৭-৮০; নববী, আল-মাজমূ' ২/৭২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/২৬৬-৬৭)*। আর তেলাওয়াতের পূর্বে নিয়মিত দরূদে ইব্রাহীমী পাঠের কোন দলীল নেই। তাই দলীলবিহীন আমল থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : আমার কাপড়ের দোকানে থ্রি পিছ বিক্রি করা হয়, যাতে ঐ পোষাকটি পরিহিতা বেপর্দা নারীর ছবি থাকে। যা দেখে ক্রেতা কাপড়টি পরলে কেমন দেখাবে তা বুঝতে পারে। এক্ষণে উক্ত ছবি রাখা বৈধ হবে কি? এছাড়া মেয়েদের মাথাকাটা প্লাস্টিকের মূর্তিতে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছবি সরিয়ে ফেলবে বা ঢেকে রাখবে। কেননা প্রাণীর ছবি-মূর্তি হারাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় গৃহে (প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোন বস্তুই রাখতেন না; বরং তা নষ্ট করে ফেলতেন *(বুখারী হা/৫৯৫২; মিশকাত হা/৪৪৯১)*। একইভাবে প্লাস্টিকের ম্যানিকুইন বা মূর্তি রাখা যাবে না। তবে দৈহিক অবয়ব ছাড়া সাধারণ হ্যাঙ্গারে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা যাবে *(মুগনী ৭/২৮২; ফাৎহুল বারী ১০/৩৯১)*।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : নারীদের জন্য বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন, ফাউণ্ডেশন ইত্যাদির সাথে জড়িত থেকে দ্বীনী কাজ করা জায়েয হবে কি?

-হাফীযুর রহমান, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তর : দাওয়াতের দায়িত্ব নারী ও পুরুষের উপর সমান। তবে নারীদের ক্ষেত্র আলাদা। তারা পর্দার মধ্যে থেকে নারী সমাজের মধ্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবেন' *(সূরা তওবা ৯/৭১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৪০; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিলেমিশে বসবাস করে এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ মুসলিমের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে না' *(তিরমিযী হা/২৫০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২; ছহীহাহ হা/৯৩৯)*। জামাআ'তবদ্ধভাবে কাজ করলে সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেয়ার মতো দু'টি ফরয কাজ সহজে সম্পাদন করতে পারে। এর পাশাপাশি সে তাদের

সাথে সদাচরণের সুযোগ পায়। যে ব্যক্তি সমাজ জীবনে মানুষের সাথে লেনদেনে ও আচার-অনুষ্ঠানে মেলামেশা করেনি তথা পার্থিব জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণায় পতিত হয়নি, এমন ব্যক্তির চেয়ে যে ব্যক্তি এসব কিছুতে পতিত হয়ে ধৈর্যের সাথে সেটাকে অতিক্রম করে, সে অনেক উত্তম মুমিন *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/১৭৮)*। তবে এ কাজে অবশ্যই স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি নিবে এবং পূর্ণ পর্দার বিধান মেনে চলবে।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : শক্তিশালী কোন কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ কয়েক ফোঁটা পেশাব বের হয়ে গেলে করণীয় কি? দুই পা সহ পোশাক ও লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে কি?

-হাসীবুর রশীদ
নিউ ডিগ্রী গভঃ কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : এজন্য কাপড় হৌক বা শরীর হৌক অপবিত্র স্থান ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৯১)*। উল্লেখ্য যে, পেশাব থেকে পবিত্রতার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ কবরের অধিকাংশ আযাব পেশাবের কারণেই হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কারণ অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাব (থেকে সাবধান না হওয়ার) ফলেই হয়ে থাকে' *(দারাকুৎনী হা/৪৬৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৫৮-১৬০)*।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : আমি কম্পিউটার কম্পোজের কাজ করি। অনেক কাজ আছে যেগুলি হারাম না হালাল কাজে ব্যবহার হবে তা বুঝা যায় না। বিদেশী অনেক কাজ আসে যেখানে মদের মেনুর নামও থাকে। এছাড়া ফটোকপিও করি যেখানে যাচাই-বাছাই প্রায় অসম্ভব এবং অন্যের জিনিস পড়ে দেখাও ঠিক নয়। এসব কাজ হারাম হবে কি?

-ইব্রাহীম, পাবনা।

উত্তর : যদি স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, উক্ত লেখা হারাম এবং অশ্লীলতা বা অন্যায় কোন কাজে ব্যবহার করা হবে, তাহ'লে তা কম্পোজ করে দেওয়া যাবে না। তাছাড়া ফটোকপির বিষয়বস্তু জানা বা বুঝা না গেলে ফটোকপি করা যাবে। আর যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, সেগুলি হারাম বা বিদ'আতী কাজে ব্যবহার করা হবে, তাহ'লে তাতে সহযোগিতা করা যাবে না। সর্বোপরি সাধ্যমত তাক্বওয়া অবলম্বন করে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : খাদ্য গ্রহণের পর মেযবানের জন্য পঠিতব্য দো'আটি পাঠ করলেই যথেষ্ট হবে, না খাবার শেষের দো'আটিও পাঠ করতে হবে?

-শেরশাহ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : প্রথমে খাওয়ার দো'আ পড়বে। অতঃপর মেযবানের জন্য দো'আ পড়বে। খাবার পরে একাধিক দো'আ রয়েছে। যেমন- *আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন্ গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়া লা কুউওয়াহ।* অর্থাৎ 'সেই আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমাকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ছাড়াই খাওয়ালেন ও রূযী দান করলেন'। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমান খাদ্য ভক্ষণের পর অথবা পানীয় পানের পর যদি দো'আটি পড়ে, তবে তার পূর্বের গোনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়' *(তিরমিযী হা/৩৪৫৮; মিশকাত হা/৪৩৪৩)*। এরপর মেযবানের জন্য বর্ণিত অন্যতম দো'আ- *আল্লা-হুম্মা বা-রিক্ লাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ার হাম্হুম* অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দান কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের উপর রহমত বর্ষণ কর' *(মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/২৩১৫)* পাঠ করবে।

প্রশ্ন (১০/৫০) : হায়েয বা নিফাস অবস্থায় পরীক্ষার খাতায় কুরআনের আয়াত লিখতে হ'লে করণীয় কি?

-রেযাউল করীম, খলীফাপাড়া, রংপুর।

উত্তর : হায়েয ও নিফাসওয়ালী নারীদের জন্য বিশুদ্ধ মতে কুরআন তেলাওয়াত যেমন জায়েয, তেমনি লেখাও জায়েয *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/২০৯)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : মেয়েদের নাক ফুটিয়ে অলংকার ব্যবহার করা জায়েয কি? এটি কি সৃষ্টিগত আকৃতি পরিবর্তনের শামিল?

-মুহায়মিনুল হক, কলেজ রোড, মাগুরা

উত্তর : সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য মনে করে কেউ নাকফুল ব্যবহার করলে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই *(হাশিয়া ইবনু আবেদীন ৬/৪২০; ফৎওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/৩৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব, ফৎওয়া নং ১৪৯২৭)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'কোন অঞ্চলে যদি এটা সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা হিসাবে ফুটা করা হয় এবং তাতে অলঙ্কার ঝুলানো হয় তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৩৭)*। আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ বলেন, সৌন্দর্যের কারণে নারীদের কানে অলঙ্কার ব্যবহারের ন্যায় নাকফুল ব্যবহারের প্রচলন থাকলে তা ব্যবহারে কোন দোষ নেই *(শরহ সুনান আবু দাউদ ২৩/২৯৫)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : জনৈক ব্যক্তি অনেক ফযীলত মনে করে প্রতিদিন সূরা বাক্বারাহ্র প্রথম ৫ আয়াত তেলাওয়াত করেন। এর বৈধতা আছে কি?

-মুমিনুল ইসলাম, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : সূরা বাক্বারার প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠের বিশেষ কোন ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়নি। সূরা বাক্বারার প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী, শেষ তিন আয়াত, আলে ইমরানের প্রথম আয়াত পাঠের ফযীলত সম্পর্কে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যেটি অত্যন্ত যঈফ *(আহমাদ হা/২১২১২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৪৬৮)*। তাছাড়া ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে সূরা বাক্বারার প্রথম চার আয়াতসহ মোট দশ আয়াতের ফযীলত সম্পর্কে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, এটিও যঈফ *(দারেমী হা/৩৩৮৩)*। অতএব উক্ত বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ না থাকায় তার উপর আমল করা যাবে না। তবে সূরা বাক্বারাহ, আয়াতুল কুরসী ও বাক্বারার শেষ দু'আয়াত পাঠের

বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। সেকারণ এগুলির উপর আমল করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : ওযূ করার পর কিছু খেলে কুলি করা আবশ্যক কি?

-আব্দুল্লাহ বাসসাম, নওদাপড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ওযূ করার পরে কিছু খেলে কুলি করা মুস্তাহাব। কারণ কোন কোন সময় দু'দাঁতের মাঝে খাবার আটকে থাকে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একবার দুধ পান করার পর পানি আনালেন। এরপর কুলি করলেন এবং বললেন, এতে তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে *(মুসলিম হা/৩৫৮; মিশকাত হা/৩০৭)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'দুধ পান করার পর কুলি করা মুস্তাহাব। অনুরূপ যেকোন খাবার গ্রহণ করার পর কুলি করা মুস্তাহাব। যাতে ছালাতরত অবস্থায় মুখের ভিতর কোন খাবার আটকে না থাকে' *(শরহ নববী ৪/৪৬)*। স্মর্তব্য যে, ওযূর পরে উটের গোশত খেলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে *(মুসলিম হা/৩৬০; মিশকাত হা/৩০৫)*।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : নানার বাড়ীতে থাকার সময় রাতে কান্নাকাটি করলে নানী আমার কান্না থামানোর জন্য বয়সের কারণে বুকে দুধ না থাকা সত্ত্বেও স্তন্যদান করতেন। তিনি নিশ্চিত যে আমি সেখান থেকে কিছু গলধঃকরণ করিনি। এক্ষণে আমি মামার দুধ ভাই হিসাবে গণ্য হব কি?

-রণি আহমাদ, জয়পুরহাট।*
[শুধু আহমাদ নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : দুধ মা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ দুধ পান করার বয়সে দুধ পান করাতে হবে *(বুখারী হা/২৬৪৭; মিশকাত হা/৩১৬৮)*। দ্বিতীয়তঃ পৃথক পৃথক সময়ে পাঁচবার দুধ পান করাতে হবে *(মুসলিম হা/১৪৫১; মিশকাত হা/৩১৬৭; আশ-শারহুল মুমতে' ১২/১১২-১১৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একবার বা দু'বার দুধপান অথবা এক চুমুক বা দু'চুমুক হারাম সাব্যস্ত করে না *(মুসলিম হা/১৪৫১; মিশকাত হা/৩১৬৪)*। প্রশ্নমতে যেহেতু নানী নিশ্চিত যে বাচ্চা দুধ পান করেনি, সেহেতু ভাগ্নে মামার দুধ ভাই হিসাবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়ার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-মুহাম্মাদ মুজীব, চট্টগ্রাম।

উত্তর : অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া বা তার সেবা করা যেমন মুসলমানের উপর ওয়াজিব, তেমনি এর বিশেষ ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে প্রভু! কিভাবে আমি আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহ'লে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে?' *(মুসলিম হা/২৫৬৯; মিশকাত হা/১৫২৮)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি রোগীকে দেখার জন্য যায়, আসমান থেকে একজন ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে বলে, ধন্য তুমি, ধন্য হোক তোমার এ পথ চলা। জান্নাতে তুমি একটি গৃহ তৈরী করে নিলে' *(তিরমিযী হা/২০০৮; মিশকাত হা/৫০১৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৭৮)*। তিনি আরো বলেন, 'যে মুসলিম সকাল বেলায় কোন অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে যায়, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তুর হাযার ফেরেশতা দো'আ করতে থাকে। যদি সে তাকে সন্ধ্যায় দেখতে যায়, তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরী হয়' *(তিরমিযী হা/৯৬৯)*। তিনি বলেন, 'কোন মুসলিম যখন তার অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের রোগের খবর জানার জন্য যায়, সে না ফেরা পর্যন্ত জান্নাতের খুরফার মধ্যে অবস্থান করে। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! খুরফাহ কী? তিনি বললেন, জান্নাতের ফল-পাড়া' *(মুসলিম হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৫২৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, সে রহমতের মধ্যে বিচরণ করতে থাকে। অতঃপর সে যখন (রোগীর নিকটে) বসে যায়, তখন রহমতে স্থিতিশীল হয়ে যায় *(আহমাদ হা/১৪২৯৯; ছহীহাহ হা/২৫০৪)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : ছালাতরত অবস্থায় কোন বিশেষ কারণে কয়েক ধাপ স্থান পরিবর্তন করতে হ'লে ছালাত হবে কি?

-নাজমুছ ছাকীব, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাত অবস্থায় অকারণ নড়াচড়া করা বা হাটাহাটি করা নিষিদ্ধ। কিন্তু কাতার পূরণ করার জন্য বা ফাঁকা জায়গা পূরণ করার জন্য স্থান পরিবর্তন করা মুস্তাহাব *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২৭, ৩১০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১১২-১৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন *(ছহীহাহ হা/১৮৯২; ছহীহুত তারগীব হা/৫০৫)*। এক্ষণে ফাঁকা জায়গা পূরণ করার ক্ষেত্রে উত্তম হ'ল পিছন থেকে সামনে গিয়ে পূরণ করা। এমন কেউ না করলে পাশের মুছল্লীরা ফাঁকা জায়গা পূরণ করে নিবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩১২)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : প্রতিদিন সূরা জুম'আ পাঠ করলে জুম'আর দিন তার মৃত্যু হবে একথার সত্যতা আছে কি? এছাড়া উক্ত সূরা নিয়মিত পাঠের অন্য কোন ফযীলত আছে কি?

-তাজমিলা বেগম, বগুড়া।

উত্তর : জুম'আর দিন সূরা জুম'আ পাঠের বিশেষ কোন ফযীলত ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। তবে রাসূল (ছাঃ) মাঝে মধ্যে জুম'আর রাতে এশার ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা জুম'আ পাঠ করতেন *(মুসলিম হা/৮৭৯; আবুদাউদ হা/১১২৫)*। তাছাড়া সূরা জুম'আ মুফাছ্ছাল সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা বিশেষ মর্যাদার অধিকার রাখে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুফাছ্ছাল সূরাসমূহ নাযিলের মাধ্যমে আমাকে মর্যাদা মণ্ডিত করা হয়েছে *(ছহীহুল জামে' হা/১০৫৯)*। উল্লেখ্য যে, 'যে ব্যক্তি সূরা জুম'আ পাঠ করবে তাকে সে পরিমাণ ছওয়াব দেওয়া হবে যে পরিমাণ মুছল্লী জুম'আয় আসবে এবং যে পরিমাণ

লোক শহরে অবস্থান করবে' মর্মে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি জাল *(মানাভী, আল-ফাতহুস সামাভী ৩/১০৪২)*।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : তাহাজ্জুদ ও বিতরের ছালাতে ক্বিরাআত নীরবে না সরবে পাঠ করতে হবে?

-হাবীবুর রহমান, লালমণিরহাট।

উত্তর : রাতের নফল ছালাতে কিরাআত সরবে পাঠ করা উত্তম। তবে নীরবেও পাঠ করা যায় *(আবূদাঊদ হা/১৩২৯; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪১৯৯; মিশকাত হা/১২০৪; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১২৪-২৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর রাতের ছালাতের ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি ক্বিরাআত নীরবে পড়তেন, না সরবে? তিনি বললেন, উভয়টিই করতেন। কখনো নীরবে পড়তেন, আবার কখনো সরবে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহ্র প্রশংসা যে, তিনি এ ব্যাপারে দু'ধরনেরই সুযোগ রেখেছেন *(তিরমিযী হা/৪৪৯; আবুদাঊদ হা/১৪৩৭; আহমাদ হা/২৪৪৯৭, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : স্বপ্নদোষ হওয়ার পর ভুলে যাওয়ায় একাধিক ওয়াক্তের ছালাত গোসল না করেই আদায় করেছি। দু'দিন পর মনে আসলে করণীয় কী?

-রাফী, রংপুর।

উত্তর : উক্ত ছালাতগুলি পুনরায় ক্বাযা আদায় করতে হবে। কারণ অপবিত্র অবস্থার ছালাত আল্লাহ কবুল করেন না *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৭৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১২/১৪৭; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*। উল্লেখ্য যে, পূর্বসময়ে অজ্ঞতা বা না জানার কারণে কেউ যদি অগণিত ছালাত এমন অবস্থায় আদায় করে থাকে, তাহ'লে খালেছ নিয়তে তওবা করবে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

প্রশ্ন (২০/৬০) : মসজিদে অনুদানের জন্য ডিসি অফিসে আবেদন করলে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে তারা এর এক তৃতীয়াংশ টাকা কেটে নিবে। তবে কাগজে এক লক্ষ টাকাই দেখাতে হবে। এমন অনুদান নেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল হালীম, সন্তোষপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ঘুষ সংশ্লিষ্ট থাকায় এমন অনুদান গ্রহণ করা যাবে না। কেননা ঘুষ আদান-প্রদান হারাম। এই পন্থায় অর্থ গ্রহণ করলে হারাম কাজে সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

রাসূল (ছাঃ) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার প্রতি লা'নত করেছেন *(আবূদাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন আমরা কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করি, তখন তাকে ভাতা প্রদান করি। অতএব সে এর অতিরিক্ত যা গ্রহণ করবে সেটা খেয়ানত হবে *(আবূদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্ন (২১/৬১) : বিবাহ উপলক্ষ্যে বিবাহের আগের দিন বা ২-৩ দিন পূর্বে গায়ে হলুদ করা জায়েয হবে কি? এছাড়া এসব অনুষ্ঠানে মেয়েরা পর্দার মধ্যে হলুদ শাড়ী পরতে পারবে কি?

-সুমাইয়া ইছমাত, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শরী'আত সম্মত নয়। এগুলো কুসংস্কার ও অমুসলিমদের অনুকরণ। যা নিষিদ্ধ *(আবূদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তবে বর-কনে চাইলে নিজেরা হলুদ মাখতে পারে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩২১০ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। মূলতঃ গায়ে হলুদ হিন্দুদের বৈবাহিক রীতি। বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় হিন্দুসমাজে গাত্রহরিদ্রা বা অধিবাস বিবাহ অনুষ্ঠানের অবশ্য পালনীয় শাস্ত্রাচার ও লোকাচার হিসাবে পালিত হয়ে এসেছে। পুরাণ মতে বিয়ের আগে গায়ে হলুদ সর্বপ্রথম মাখানো হয়েছিল পার্বতীকে শিবরাত্রির আগে, সেই থেকেই এই অনুষ্ঠানের জন্ম। হিন্দু সমাজে বর-কনের দাম্পত্য জীবনকে যেকোন ধরনের অকল্যাণ বা অপশক্তির অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখার কামনা থেকে যেসব লোকাচার পালন করা হয়, গায়ে হলুদ এসবেরই একটি। ভারতবর্ষে মুসলমানরা আসার পর তারাও এসব রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকে *(বাংলাপিডিয়া; দৈনিক আনন্দবাজার, কলিকাতা)*। উল্লেখ্য, বিবাহ অনুষ্ঠানে নারীরা পর্দার মধ্যে যেকোন শালীন পোষাক পরিধান করতে পারে।

প্রশ্ন (২২/৬২) : আমাদের এলাকায় মৃত ব্যক্তির জানাযায় দূর থেকে যেসব মানুষ আসে তাদের জন্য গ্রামের মানুষের নিকট থেকে চাঁদা তুলে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এটা কি সুন্নাহ সম্মত?

-আনছারুল হক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : সুন্নাত হ'ল প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনরা মাইয়েতের পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করবে। জা'ফর বিন আবু তালিব (রাঃ) মুতার যুদ্ধে শহীদ হ'লে রাসূল (ছাঃ) তার পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য প্রতিবেশীদের নির্দেশ দেন *(আবুদাঊদ হা/৩১৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; মিশকাত হা/১৭৩৯)*। অতএব দূরের মেহমানদের জন্য খাবারের আয়োজন করা প্রতিবেশীদের দায়িত্ব। সেটা সম্ভব না হ'লে এমনকি মাইয়েতের নিকটতম ব্যক্তিরাই সে ব্যবস্থা করতে পারেন *(মুগনী ২/৪১০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩৭৮)*।

উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর ৩ দিন পর মাইয়েতের পরিবারের পক্ষ থেকে 'খানা'র অনুষ্ঠান করা বিদ'আত। ছাহাবী জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, মাইয়েতের বাড়ীতে সমবেত হওয়া এবং খানাপিনার আয়োজন করাকে আমরা বিলাপ হিসাবে গণ্য করতাম (যা নিষিদ্ধ)' *(আহমাদ হা/৬৯০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৬১২)*। হানাফী বিদ্বান কামাল ইবনুল হুমাম বলেন, মাইয়েতের পরিবারের পক্ষ থেকে দাওয়াত করে খানাপিনার আয়োজন করা মাকরূহ... বরং নিকৃষ্ট বিদ'আত *(ফাৎহুল ক্বাদীর ২/১৪২)*। এছাড়া ইমাম নববী, ইবনু তায়মিয়া, ইবনু কুদামা প্রমুখ বিদ্বান এরূপ কাজ শরী'আতসিদ্ধ নয় বলেছেন *(রওযাতুত ত্বালেবীন ২/১৪৫; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৪/৩১৬; আল-মুগনী ৩/৪৯৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/১৪৫)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : সূরা মূলক কবরের আযাব থেকে বাধাদানকারী হিসাবে মৃত পিতা-মাতার কবরের আযাব মাফ হওয়ার জন্য উক্ত আমল করা যাবে কি?

-হাসীবুর রশীদ, অগ্রণী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে না। কারণ এটি দৈহিক ইবাদত। যার নেকী কেবল ব্যক্তি পাবেন। অতএব যে ব্যক্তি এটি তেলাওয়াত করবে সে-ই এর ফযীলত লাভ করবে, অন্য কেউ নয়। কারণ 'মানুষ মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/২৬৮২)*। তবে যেকোন সময় সন্তান দো'আ করলে, ছাদাক্বা করলে বা তার প্রচেষ্টায় সন্তান কুরআন শিখলে ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে পিতা সন্তানের তেলাওয়াতের কারণে উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ *(আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, টেপ নং ৯৭)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : কিছু মসজিদে দেখা যাচ্ছে ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পরেই উচ্চ আওয়াযে হাদীছ পাঠ শুরু হচ্ছে। অন্যদিকে মাসবূক মুছল্লীরা ফরযের বাকী অংশ আদায় করছেন। উচ্চ আওয়াযের কারণে মাসবূকের সূরা বা দো'আ পাঠ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আবার সব মাসবূকের ছালাত শেষ হ'তেও অন্য মুছল্লীদের সুন্নাত পড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। এক্ষণে হাদীছ পাঠ কিভাবে এবং কোন সময়ে করতে হবে?

-আব্দুল কাইয়ূম, চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর : মাসবূকের ছালাত শেষ হওয়ার পর হাদীছ পাঠ করাই উত্তম। মসজিদে মুছল্লীদের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ করা সমীচীন নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ছালাতের মধ্যে আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্টতা থাকে' *(বুখারী হা/১১৯৯; মুসলিম হা/৫৩৮; মিশকাত হা/৯৭৯)*।

এক্ষণে যদি কোন মাসবূকের ছালাত শেষ করতে অধিক বিলম্ব হওয়ার কারণে মুছল্লীদের সুন্নাত আদায়ের সময় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পরিস্থিতির বিবেচনায় হাদীছ পাঠ শুরু করতে পারে। কারণ হাদীছ শোনাও দ্বীন শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে নিয়মিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-যাকিয়া আহমাদ, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য কবরের পাশে নিয়মিত বা অনিয়মিত কোনভাবেই কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃতকে...' *(নমল ২৭/৮০)*। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মৃত্যুর পর লাশের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ'আত' *(আল-ইখতিয়ারাত ১/৪৪৭, ৯১)*। একইভাবে ইমাম শাফেঈ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ একে বিদ'আত বলেছেন *(যাদুল মা'আদ ১/৫৮৩ পৃ.; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৩৯)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : বিবাহের তিন মাসের মাথায় আলট্রাসনোগ্রাম-এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর পেটে ছয় মাসের বাচ্চা রয়েছে। তখন স্বামী তাকে তালাক দেয়। মেয়েটি এখন পিতার বাড়ীতে অবস্থান করছে। এক্ষণে মেয়ের পিতা-মাতার করণীয় কি?

-জামালুদ্দীন, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

উত্তর : এমতাবস্থায় পিতা-মাতা অভিযুক্ত ছেলেকে খুঁজে বের করে তার সাথে ঐ মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। যদি অভিযুক্ত মাহরাম হয় বা বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়, তাহ'লে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর অন্যত্র মেয়েকে বিয়ে দিবে *(আবুদাঊদ হা/২১৫৭; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৭৪)*। উক্ত নবজাতকের যাবতীয় দায়দায়িত্ব তার মায়ের উপর বর্তাবে এবং শিশুটি মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে *(বুখারী হা/২০৫৩; মিশকাত হা/৩৩১২; ওছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৩৭০)*। এক্ষণে বিয়ের পর মেয়ের পরবর্তী স্বামী উক্ত শিশুর দায়িত্ব না নিলে শিশুর নানা-নানী দায়িত্ব নিবেন। কেউ না থাকলে রাষ্ট্র বা তার প্রতিনিধি শিশুটির অভিভাবক হবে *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/১৭৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২২/০৭)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : প্রচলিত স্বাধীনতা দিবস বা কোন জাতীয় দিবস পালন করা বা এ উপলক্ষ্যে বৈধ কোন আয়োজন করা জায়েয হবে কি?

-ছালেহ সাজ্জাদ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামে এ ধরনের কোন দিবস পালনের বিধান নেই। এগুলো বিজাতীয় অপসংস্কৃতির অনুকরণ মাত্র। যা নিষিদ্ধ *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; তিরমিযী হা/২৬৯৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৪)*। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে বড় বড় ঐতিহাসিক বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। অথচ সালাফে ছালেহীন বা তাদের পরবর্তী কেউ কোন দিবস পালন করেননি। অতএব দিবস পালন ইসলামী সংস্কৃতির কোন অংশ নয় এবং সাধারণভাবেও তা পালন করা জায়েয হবে না *(আবু শামাহ, আল-বা'এছ আলা ইনকারিল বিদা' ৭৭ পৃ.; ইবনুল কাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/১৯০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/১৯০-৯১)*। আর যেগুলো ইসলাম সমর্থন করে না সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা ও সহযোগিতা করা যাবে না *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : আমার পিতাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও জমি বন্ধক নিয়ে চাষাবাদ করেন। একাজে পিতাকে সহযোগিতার জন্য জমিতে চাষ করলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-সুজন শেখ, আমতলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*
[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : লাভ ভোগ করার প্রচলিত নিয়মে বন্ধক রাখা যাবে না। কারণ ঋণের বিনিময়ে লাভ ভোগ করা সূদ *(মুগনী ৪/২৫০; ছালেহ ফাওযান, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/১৭৬-৭৭)*। ছাহাবীগণ এমন ঋণ নিষেধ করতেন, যা লাভ নিয়ে আসে *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। তবে অর্থের বিনিময়ে জমি ভাড়া (লীজ) দেয়া বা নেয়া জায়েয *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ)*। পিতাকে এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সাধ্যমত

চেষ্টা করতে হবে। কারণ অন্যায় কাজে সহযোগিতা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : মসজিদে বহুমূল্যের টাইলস্ সহ নানা বিলাসবহুল জিনিস ব্যবহারে প্রচুর ব্যয় করা বর্তমান সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-এমদাদুল হক, সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সাধারণভাবে সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কোন বাধা নেই। যাতে মুছল্লীরা প্রশান্তির সাথে ছালাত আদায় করতে পারেন। ওছমান (রাঃ) মসজিদে নববীর সৌন্দর্য বর্ধন করেছিলেন *(বুখারী ফাৎহসহ হা/৪৪৬, ১/৬৪৩)*। তবে সাজ-সজ্জার প্রতিযোগিতা এবং গর্ব-অহংকার প্রকাশের জন্য মসজিদের জাঁকজমক করা নিষিদ্ধ। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল এই যে, লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে' *(নাসাঈ হা/৬৮৯; মিশকাত হা/৭১৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯৫)*। ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীর সংস্কারের হুকুম দিয়ে বলেন, আমি লোকদেরকে বৃষ্টি হ'তে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল বা হলুদ রং লাগানো হ'তে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিৎনায় ফেলবে। আনাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে অথচ তারা একে কমই (ইবাদতের মাধ্যমে) আবাদ রাখবে *(বুখারী ২/২৭০)*। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, তোমরা যখন মসজিদের চাকচিক্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তখন তোমরা পরাজিত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে *(ছহীহুল জামে' হা/৫৮৫; ছহীহাহ হা/১৩৫১)*। আলবানী (রহঃ) এই হাদীছকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব মসজিদের চাকচিক্যে বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক হ'তে হবে।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : তাশাহহুদের সময় ডান পায়ের আংগুল কেবলামুখী করে রাখা আবশ্যক কি? পায়ের ব্যথার কারণে কেউ না রাখলে গুনাহগার হবে কি?

-মাহীন, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : তাশাহহুদের সময় ডান পায়ের আংগুল কেবলামুখী করে রাখা সুন্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯১)*। অসুস্থতা বা দৈহিক স্থূলতার কারণে যদি কেউ আংগুল কেবলামুখী করতে না পারে বা পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখতে না পারে, তাহ'লে কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৪৪৬)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : আপন ভাগ্নীর মেয়েকে এবং মায়ের আপন ফুফাতো বোনকে বিবাহ করা যাবে কি?

-আলী আলম, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : আপন ভাগ্নীর মেয়ে মাহরাম। আর মাহরামকে বিবাহ করা হারাম *(নিসা ৪/২৩; তাফসীর ক্বাসেমী ৫/৮৬, ৩/৬৩)*। তবে মায়ের ফুফাতো বোন মাহরাম নয়। সে হিসাবে মায়ের ফুফাতো বা মামাতো বোনকে বিবাহ করা জায়েয *(আহযাব ৩৩/৫০; তাফসীর সা'দী ১/৬৬৯ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : পিতা আমাকে সবসময় আমাদের মসজিদে জুম'আর খুৎবা ও ছালাত আদায় করানোর জন্য জোর করেন। কিন্তু মসজিদে আমার চেয়ে জ্ঞানী ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকায় আমি তা অপসন্দ করি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিলেট।

উত্তর : নির্দিষ্ট ইমাম থাকলে তিনিই ইমামতির সর্বাধিক হকদার। তার অনুমতিক্রমে অন্যে ইমামতি করতে পারবে। আর নির্ধারিত না থাকলে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জামা'আতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে (যার বেশী মুখস্থ)। যদি তারা তেলাওয়াতে সমান হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)...' *(মুসলিম হা/৬৭৩; মিশকাত হা/১১১৭)*। তবে সাময়িকভাবে ইমামতি বা জুম'আর খুৎবার প্রশিক্ষণের জন্য এরূপ করা হ'লে তাতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : আমার স্বামী বিসিএস ক্যাডার। সকালে ঘুমিয়ে থাকলে আমি তাকে নাশতা খেতে উঠাই। সে উঠতে অস্বীকৃতি জানালে আমি একটু জোরাজোরি করি। এমতাবস্থায় সে উঠে আমাকে মারতে শুরু করে। এক পর্যায়ে আমার শ্বশুর বাধা দিলে তাকে বঁটি দিয়ে মারতে উদ্যত হয়। তিনি অবস্থা দেখে চলে গেলে আমাকে বলতে থাকে, আজ বা কাল তোমাকে বিদায় করে দিব। তখন আমি বলি, কালকে কেন এক্ষুণি বিদায় করে দাও। তখন সে আমাকে তিন তালাক দেয়। আমরা বিচ্ছিন্ন আছি। এক্ষণে আমরা একসাথে সংসার করতে চাই। করণীয় কি?

-ফাতেমা, অভয়নগর, যশোর।

উত্তর : এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২; আহমাদ হা/২৮৭৭; হাকেম হা/২৭৯৩)*। অতএব ইদ্দতের মধ্যে অর্থাৎ তিন তোহরের মধ্যে স্বামী তাকে সরাসরি ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৪৯৮৬, সনদ হাসান)*। অতএব ইদ্দতের মধ্যে থাকায় স্ত্রীকে রাজ'আত বা ফেরত নিলেই যথেষ্ট হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১২৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২৯/৩৪৬)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : জনৈক ব্যক্তি তার মাল-সামান আমার কাছে রেখে গেছেন। তার ফিরে আসা অনিশ্চিত। উক্ত মাল ব্যবহার করা যাবে কি?

-মাহমূদুল হাসান, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রথমেই তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে

এবং তার মাল-সামান তার কাছে পৌঁছে দিবে বা তার কাছে ব্যবহারের অনুমতি নিবে। যদি যোগাযোগ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তার জন্য এক বছর অপেক্ষা করবে। যদি এক বছরের মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহ'লে তার জিনিসপত্র ব্যবহার করা যেতে পারে এবং যেকোন সময় দাবী করলে ফেরত দিতে হবে। অথবা ঐ ব্যক্তির মাল-সামানের আনুমানিক মূল্য ধরে তার নামে ছাদাক্বা করে দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ছাদাক্বা করার পরেও যদি সে তার জিনিস দাবী করে তাহ'লে তাকে ফেরত দিতে হবে এবং উক্ত ছাদাক্বার ছওয়াব ছাদাক্বা দানকারী পেয়ে যাবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩০৩৩; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩০/৪১৩-১৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৪১, ফৎওয়া ক্রমিক ৮৪০৬)*। তবে মূল্যবান কিছু না হ'লে বা সামান্য কিছু হ'লে ব্যবহার করায় দোষ নেই *(ইরওয়া হা/১৫৫৯; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : কোন নারীর ঠোঁটের উপরের লোম তথা গোঁফ জাতীয় কিছুটা দৃশ্যমান থাকায় তা মুণ্ডন করা যাবে কি?

-হোসনে মোবারক, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : অস্বাভাবিক ও কুশ্রী লাগলে বা নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হ'লে তা উৎপাটন বা ওয়াক্সিং করতে পারে *(আল- মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৪/৮২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : আমার পিতা প্রবাসী। বাসায় মা ও বড় বোনকে নিয়ে আমি থাকি। বাসার প্রয়োজন মেটানোর জন্য পাশে আত্মীয়-স্বজন আছেন। এক্ষণে মা ও বোনকে একাকী রেখে ওমরাহ সফরে যাওয়া জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, টেকনাফ, কক্সবাজার।

উত্তর : মা ও বোনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে ওমরায় যাওয়া যাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/৩১৪)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : নারী-পুরুষের মাথার চুল ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি? সেলুনের চুল কাটার পর যে চুল আবর্জনা হিসাবে থেকে যায়, তা বিক্রি করা যাবে কি?

-সাঈদুর রহমান, বেলতৈল, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : চুল বিক্রয়যোগ্য বস্তু নয়। কারণ চুল দেহেরই একটি অংশ। আল্লাহ বলেন, 'আমরা আদম সন্তানকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি' *(ইসরা ১৭/৭০)*। তাই এটি জায়েয হবে না যে, এভাবে মানব দেহের কোন অংশ অপদস্থ ও অপমানিত হৌক' *(আল-ইনাইয়া শারহুল হেদায়া ৬/৪২৫; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৬/১০২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যা মানব দেহের যে অংশ লেগে থাকা অবস্থায় বিক্রয় নিষিদ্ধ, তা বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও নিষিদ্ধ; যেমন মানুষের চুল' *(আল-মাজমূ' ৯/২৫৪)*। ইমাম মালেক (রহঃ)-কে মানুষের মুণ্ডন করা চুল বিক্রয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বিষয়টিকে চরম অপসন্দ করেন *(ইবনু আব্দিল বার্র, আল-কাফী ফী ফিক্বহি আহলিল মাদীনাহ ২/৬৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : পিতা-মাতা আমার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। আমাকে সংসার থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। বড় ভাই ও ভাবীকে নিয়েই তারা ব্যস্ত। আমার স্ত্রী গরীব ঘরের সন্তান হওয়ায় তার সাথে মন্দ আচরণ করেন। টাকা-পয়সা সব বড় ভাইকে দিতে চান। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মোশাররফ হোসাইন, অক্সিজেন মোড়, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সন্তানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে একজন ছাহাবী বসে ছিলেন। তার পুত্র সন্তানটি আগমন করলে সে চুমু দিয়ে নিজের কোলে বসাল। একটু পরে তার কন্যা সন্তানটি আসলে তাকে পাশে বসিয়ে দিল। এটি দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি উভয়ের মাঝে ইনছাফ করলে না কেন? *(বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৮৭০; ছহীহাহ হা/২৮৮৩, ২৯৯৪, ৩০৯৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা যেমন সন্তানদের থেকে সমানভাবে সদাচরণ ও ভদ্রতা কামনা কর তেমনি দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা কর *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫১০৪; ছহীহুল জামে' হা/১০৪৬)*। এক্ষণে সন্তান পিতার প্রতি সদাচরণ বৃদ্ধি করে বুঝাবে যাতে তার প্রতি অন্যায় করা না হয়। পিতা না বুঝলেও তার প্রতি সদাচরণ অব্যাহত রাখবে *(লোকমান ৩১/১৫)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায় *(ত্বাবারাণী, আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৯)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : বর্তমানে অনেকে পরীক্ষার প্র্যাকটিক্যাল খাতা অর্থের বিনিময়ে অন্য কারো মাধ্যমে করিয়ে নিয়ে নিজের নামে জমা দিচ্ছে। এভাবে প্রতারণা করা এবং প্রতারণায় সহযোগিতা করা জায়েয হবে কি?

-আবুল কাসেম, বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : এটি একটি প্রতারণা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*। অতএব প্রতারণার কাজে কাউকে সহযোগিতা করা যাবে না *(মায়েদাহ ৫/২)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, কোনভাবেই পরীক্ষায় প্রতারণা করা বৈধ নয়। ছাত্রের প্রতারণায় যদি শিক্ষক চুপ থাকেন বা সহায়তা করেন, তাহ'লে শিক্ষকও সমানভাবে গুনাহগার হবেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৩৯৭)*।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : কোন বিদ'আতী আলেম বা জাতীয় কোন ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা যাবে কি? এক্ষেত্রে সালাফদের নীতি কি?

-ইমরান, সিলোনিয়া, দাগনভূঞা, ফেণী।

উত্তর : মানুষ হিসাবে সবার প্রতি মানবিক সমবেদনা দেখানো যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; মিশকাত হা/৪৯৬৯; ছহীহাহ হা/৯২৫)*। জনৈক ইহূদী বালক রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করত। সে অসুস্থ হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখতে যান *(বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪)*। অতএব বিদ'আতী ব্যক্তির বিদ'আত কুফরী সমতুল্য না হ'লে তার মৃত্যুতে তার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করায় বাধা নেই। যেহেতু সে

মুসলিম। সে ফাসেক বা বিদ'আতী হ'লে সে পাপ তার উপরেই চাপবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, জালাউল আফহাম ১৫৯ পৃ.)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মুনাফিক না হ'লে প্রত্যেক মুসলিম- হোক সে ফাসিক কিংবা বিদ'আতী- তার জানাযা পড়া বা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করা জায়েয *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩৫)*।

তবে ক্ষেত্রবিশেষে ফিৎনা সৃষ্টিকারী বিদ'আতীর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করাতে বাধা নেই। কারণ তাদের মৃত্যুতে বিদ'আতের প্রচার ও প্রসার কমে যাবে। জনৈক বিদ'আতী আব্দুল মজীদ মারা গেলে আব্দুর রাযযাক ছান'আনী (রহঃ) বলেন, সে আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি আব্দুল মজীদ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীকে রেহাই দিয়েছেন *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৪৩৫)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, রাফেযী নেতা হাসান বিন ছাফী বিন বাযদান তুর্কী মারা গেলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করেন *(আল-বিদায়াহ ১২/৩৩৮)*। তিনি এক বিদ'আতীর মৃত্যুসন উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই বছর মুসলমানদেরকে অমুক বিদ'আতী থেকে রেহাই দেন *(আল-বিদায়াহ ১২/৩৩৮)*।

তবে মৃতব্যক্তিকে গালমন্দ করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কেননা তারা তাদের কর্মফলের প্রতি ধাবিত হয়েছে' *(বুখারী হা/১৩৯৩; মিশকাত হা/১৬৬৪ 'জানাযেয' অধ্যায়)*। বর্তমান যুগে স্রেফ দলীয় বিদ্বেষবশতঃ কোন ব্যক্তির বিপদে বা মৃত্যুতে যেভাবে উল্লাস প্রকাশ করা হয় ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়, তা চরম ধৃষ্টতা ও শিষ্টাচার বিরোধী। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ নভেম্বর	০৫ রবীঃ আখের	১৬ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪৮	০৬:০৪	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:২০	০৬:৩৬
০৩ নভেম্বর	০৭ রবীঃ আখের	১৮ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৪৯	০৬:০৫	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৫
০৫ নভেম্বর	০৯ রবীঃ আখের	২০ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫০	০৬:০৬	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪
০৭ নভেম্বর	১১ রবীঃ আখের	২২ কার্তিক	সোমবার	০৪:৫১	০৬:০৭	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩
০৯ নভেম্বর	১৩ রবীঃ আখের	২৪ কার্তিক	বুধবার	০৪:৫২	০৬:০৯	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	১৫ রবীঃ আখের	২৬ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫৩	০৬:১০	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	১৭ রবীঃ আখের	২৮ কার্তিক	রবিবার	০৪:৫৪	০৬:১১	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৩১
১৫ নভেম্বর	১৯ রবীঃ আখের	৩০ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৫৫	০৬:১৩	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
১৭ নভেম্বর	২১ রবীঃ আখের	০২ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৪:৫৬	০৬:১৪	১১:৪৩	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩১
১৯ নভেম্বর	২৩ রবীঃ আখের	০৪ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৪:৫৭	০৬:১৫	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩০
২১ নভেম্বর	২৫ রবীঃ আখের	০৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৪:৫৮	০৬:১৭	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৩ নভেম্বর	২৭ রবীঃ আখের	০৮ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৪:৫৯	০৬:১৮	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৫ নভেম্বর	২৯ রবীঃ আখের	১০ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০১	০৬:১৯	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৭ নভেম্বর	০২ জুমাঃ উলাঃ	১২ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০২	০৬:২১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৯ নভেম্বর	০৪ জুমাঃ উলাঃ	১৪ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০৩	০৬:২২	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১০	০৬:৩০
০১ ডিসেম্বর	০৬ জুমাঃ উলাঃ	১৬ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০৪	০৬:২৪	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১০	০৬:৩০
০৩ ডিসেম্বর	০৮ জুমাঃ উলাঃ	১৮ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০৫	০৬:২৫	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	১০ জুমাঃ উলাঃ	২০ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০৭	০৬:২৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৭ ডিসেম্বর	১২ জুমাঃ উলাঃ	২২ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০৮	০৬:২৮	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	১৪ জুমাঃ উলাঃ	২৪ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০৯	০৬:২৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
১১ ডিসেম্বর	১৬ জুমাঃ উলাঃ	২৬ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:১০	০৬:৩০	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১৩ ডিসেম্বর	১৮ জুমাঃ উলাঃ	২৮ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:১১	০৬:৩১	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	২০ জুমাঃ উলাঃ	৩০ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:১২	০৬:৩৩	১১:৫৩	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৪

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — **আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-২	-২	-১
গাযীপুর	০	০	০	-১	০
শরীয়তপুর	০	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	-১	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	+১	+২
কিশোরগঞ্জ	-১	-২	-৩	-৩	-২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+১	+২	+২
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২	+৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+২	০	-১	০
ময়মনসিংহ	+১	০	-১	-২	-১
জামালপুর	+৩	+২	০	০	+১
নেত্রকোণা	০	-১	-৩	-৩	-২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৬	+৬	+৬
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৭	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+২	+৩	+৫	+৫	+৪
বাগেরহাট	+১	+৩	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম					
ঝালকাঠি	০	+১	+২	+৩	+২
পটুয়াখালী	-১	০	+২	+২	+২
পিরোজপুর	০	+২	+৩	+৪	+৩
বরিশাল	-১	০	+১	+২	+১
ভোলা	-২	-১	০	+১	০
বরগুনা	-১	+১	+৩	+৩	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+৩	+২	+৩
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৫	+৪	+৩	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৭	+৭	+৮
নওগাঁ	+৭	+৬	+৪	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১০	+৭	+৪	+৪	+৫
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+৪	+৫
লালমণিরহাট	+৬	+৪	+১	০	+২
নীলফামারী	+৮	+৬	+৩	+৩	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৩	+১	+১	+২
ঠাকুরগাঁও	+১০	+৮	+৫	+৪	+৬
রংপুর	+৬	+৪	+২	+১	+৩
কুড়িগ্রাম	+৫	+৩	০	০	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৪	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৫	-৪	-৩	-৩	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৮	-৭	-৬	-৫	-৬
নোয়াখালী	-৪	-৩	-২	-১	-২
চাঁদপুর	-২	-১	০	-১	০
লক্ষীপুর	-৩	-২	-১	-১	-১
চট্টগ্রাম	-৭	-৬	-৪	-৩	-৪
কক্সবাজার	-৯	-৬	-৪	-৩	-৪
খাগড়াছড়ি	-৭	-৬	-৬	-৫	-৬
বান্দরবান	-৯	-৭	-৫	-৫	-৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৫	-৬	-৭	-৮	-৭
মৌলভীবাযার	-৫	-৫	-৬	-৭	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৫	-৫	-৫
সুনামগঞ্জ	-৩	-৪	-৬	-৬	-৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

مدرسة دار الوحي جميلة خاتون النموذجية للبنات

Darul Oahi Jomila Khatun Ideal Mohila Madrasah

দারুল ওহী জামীলা খাতুন আইডিয়াল মহিলা মাদ্রাসা

ESTD : 2022

We are committed to announce the Quranic knowledge - কুরআনের জ্ঞান প্রচারে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা সমন্বিত একটি যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে

আবাসিক | অনাবাসিক | ফুল টাইম

জেনারেল প্লে গ্রুপ থেকে নবম শ্রেণী
(ক্রমান্বয়ে আলিম পর্যন্ত)

তাহফীয মক্তব, নাযেরাসহ আন্তর্জাতিক মানের
তাহ্‌ফীযুল কুরআন বিভাগ

ভর্তি ফিতে আবাসিকে ৫০% ছাড়
ও অনাবাসিকে ভর্তি
(নভেম্বর-ডিসেম্বর)
ফ্রি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দারুল ওহী জামীলা খাতুন আইডিয়াল মহিলা মাদ্রাসা, বেলাটি, আমদিয়া, মাধবদী, নরসিংদী- এর জন্য নিম্নবর্ণিত পদে নিয়োগের লক্ষ্যে শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রমিক	পদের নাম	পদসংখ্যা	যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	বেতন
১	কো-অর্ডিনেটর/ শিক্ষক প্রতিনিধি	০১ জন (মহিলা)	স্নাতক/স্নাতকোত্তর/ সমমান	আলোচনা সাপেক্ষে সম্মানজনক বেতন-ভাতা প্রদান করা হবে।
২	সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি, বাংলা, আরবি,গণিত)	০২ জন করে (মহিলা)	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর (আরবীর জন্য ফাযিল/কামিল)	
৩	সহকারী শিক্ষক (সাধারণ)	০৪ জন (মহিলা)	স্নাতক/ফাযিল/সমমান	
৪	জুনিয়র শিক্ষক (সাধারণ)	০৪ জন (মহিলা)	এইচ.এস.সি/আলিম/ সমমান	
৫	সহকারী শিক্ষক (আলেমা)	০১ জন (মহিলা)	ফাযিল/দাওরায়ে হাদীছ	৮,০০০-১০,০০০/-
৬	সহকারী শিক্ষক (হাফেযা)	০২ জন (মহিলা)	হাফেযে কুরআন, বিশুদ্ধ তিলাওয়াত, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী, মক্তব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	১০,০০০-১২,০০০/-
৭	মক্তব শিক্ষক কাম আবাসিক ইনচার্জ	০২ জন (মহিলা)	আলিম/শরহে বেকায়াহ (মক্তব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অগ্রাধিকার)	৮,০০০-১০,০০০/-

আগ্রহী প্রার্থীদের অতিসত্বর যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

একাডেমিক ও আবাসিক ভবন

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান: আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ইমাম হোসেন

যোগাযোগ : বেলাটি, পোঃ আমদিয়া, থানা : মাধবদী, যেলা : নরসিংদী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৫০৯৯১০, ০১৭৯৭-৫০৯৯১১-১২
E-mail: info@daruloahi.com www.daruloahi.com daruloahi.jkim

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 2, November 2022

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ